যজ্ঞাহুতি

বৈদিক নাটক

যজ্ঞাহুতি

(সুকন্যা)

বৈদিক নাটক

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

প্রণীত

(গণেশ অপেরাপার্টিতে অভিনীত)

কলিকাতা।

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো

১৩৩৭

মূল্য [illegible] মাত্র

"যজ্ঞাহুতি" গ্রন্থকারের

অন্যান্য নব-নাটকাবলী

জগদ্ধাত্রী ১৷৷৹

কৈকেয়ী ১৷৷৹

কুবলাশ্ব ১৷৷৹

অজাতশত্রু (যন্ত্রস্থ)

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Roy, Lalit Press.
116, Manicktala Street, Calcutta.

1930

উৎসর্গ

যাঁহার আদেশে, নির্দ্দেশে, উপদেশে
ও সুগভীর গবেষণায়
আমার নাট্য-রচনার উন্মেষণা,
যিনি নাট্যকুশলতায় অতুল ধীশক্তিসম্পন্ন,
আমার নানা ভ্রম-প্রমাদ, ত্রুটি-বিচ্যুতির
কণ্টকাকীর্ণ অসংখ্য বিঘ্ন-বহুল
নাট্যপথের তর্জ্জনী-নির্দ্দেশক,
আমার অন্যমনস্কতায় কশাঘাত,
আমার লিপি-স্খলনের পরম অবলম্বন,
সর্ব্বরসজ্ঞ মনীষী মনস্বী
প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রের সুসামঞ্জস্য
নবীন-প্রবীণতার সমন্বয়—সেই
যজ্ঞাহুতি গ্রহণের যোগ্য দেব-চরিত্র
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের
করকমলে "যজ্ঞাহুতি"
উৎসর্গ করিলাম

ভূমিকা

সূর্য্য-সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞাদেবী স্বামীর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া নিজের ছায়ামূর্ত্তি স্বামী-সকাশে রক্ষা করিয়া আত্ম-গোপনে অশ্বিনী-মূর্ত্তিতে পলায়ন করেন। কিছুকাল পরে ঘটনাচক্রে সূর্য্যদেব এই প্রতারণার বিষয় অবগত হইয়া অশ্ব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ উত্তর কুরুপাঞ্চালে অশ্বিনী-রূপিণী সংজ্ঞাদেবীর সহিত মিলিত হন্। এই মিলনের ফলে স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্মগ্রহণ। এই বিরূপ উৎপত্তির জন্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয় দেব-সমাজে পতিত ছিলেন; তাঁহারা দেবতাদিগের প্রাপ্য যজ্ঞাহুতির অংশ পাইতেন না। কোন সময়ে তাঁহারা দেব-সভায় ঐ যজ্ঞাহুতির দাবী করায়, দেবরাজ ইন্দ্রের আক্রোশে বিতাড়িত—স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে সূর্য্য-বংশীয় মহারাজ শর্য্যাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তাঁহার যজ্ঞে তদীয় জামাতা মহামুনি চ্যবনের ব্রহ্ম-শক্তিতে দেব-দর্প চূর্ণ করিয়া যজ্ঞাহুতি প্রাপ্ত হন্ এবং দেবযোগ্য সম্মান লাভ করেন; ইহাই বেদান্তর্গত এই যজ্ঞাহুতির মূল বিবরণ।

এই প্রসঙ্গের সহিত বেদ-বর্ণিত শর্য্যাতি-নন্দিনী চ্যবন-পত্নী মহাসতী সুকন্যা চরিত্রও ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সতীপ্রসূ ভারতভূমে—পতি-নিন্দা শ্রবণে দক্ষালয়ে মহাসতীর তনুত্যাগ, সাবিত্রীর মৃত-পতির প্রাণদান, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, নলের দময়ন্তী, শ্রীবৎসের চিন্তা, হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা ইত্যাদি বহু সতী-চরিত্রের বহু পবিত্র আখ্যায়িকা বহুভাবে এই সতী-গৌরবালঙ্কৃত ভারতে চির সঞ্জীবিত আছে; তাহার মধ্যে এই সুকন্যা-চরিত্রও অন্যতম—অসাধারণ—অলৌকিক। ক্ষত্রিয়-কুমারীর ব্রাহ্মণীর আসন গ্রহণ, জরাজীর্ণ শিথিল বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ, স্বামীর নষ্ট চক্ষুরুদ্ধার, স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের আরাধনায় বৃদ্ধ স্বামীর নব যৌবন দান—এই সকল অভূতপূর্ব্ব অমিততেজস্বিনী শক্তি-সমন্বিত সদ্‌গুণাবলী—দেহ-ত্যাগ, স্বামীর জীবনদান, অগ্নি-পরীক্ষা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। সুকন্যা—শুধু নামে নহে, কার্য্যেও সুকন্যা। এই মহাসতী সুকন্যা-চরিত্র এই অমরভোগ্য যজ্ঞাহুতির পবিত্র ঋক্-মন্ত্র। ইতি

শুভ বিজয়া-দশমী
১৫ আশ্বিন, ১৩৩৭

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

ইন্দ্র (দেবরাজ)। জয়ন্ত (ইন্দ্রের পুত্র)। মঙ্গল, ও বুধ (গ্রহদ্বয়)। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় (সূর্য্যপুত্র)। পুরুষ।

চ্যবন	...	...	ঋষি
শর্য্যাতি	...	...	দ্বারবতীর সম্রাট্।
আনর্ত্ত	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ভূরিসেন	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
রেবত	...	...	আনর্ত্তের পুত্র।
চঞ্চল	...	...	ভূরিসেনের পুত্র।
বারিদ	...	...	দ্বারবতীর করদ রাজা ও ভূরিসেনের বন্ধু।
রণঞ্জয়	...	...	ঐ সেনাপতি।
গ্রহাচার্য্য	...	...	ছদ্মবেশী সূর্য্য।
রুদ্রানন্দ	...	...	ছদ্মবেশী কাল, সূর্য্যপুত্র

সংসার, দিগম্বর, সৈনিক, দূত, বন্দী, মনু, ব্রাহ্মণ, জল্লাদ, ঋত্বিক্‌গণ, সৈন্যগণ, বনচরগণ, প্রজাগণ, কৃষকগণ, বালকগণ, বৃদ্ধগণ, তীর্থযাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

ভগবতী (মহাদেবী)। ভক্তি। প্রকৃতি। রুদ্রাণী।

সুকন্যা	...	...	শর্য্যাতির কন্যা।
সংজ্ঞা	...	...	সূর্য্য-পত্নী।
যমুনা	...	...	ঐ কন্যা।
দক্ষিণা	...	...	আনর্ত্তের স্ত্রী।
আলোকলতা	...	...	সুকন্যার সখী।

মায়া, বনভূমি, বনচারিণীগণ, অপ্সরাগণ, দিব্যাঙ্গনাগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ, কৃষক-পত্নীগণ প্রভৃতি।

যজ্ঞাহুতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সূর্য্যলোক

অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধোমুখে দাঁড়াইয়া ছিল; সংজ্ঞাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। দেবরাজ তা' হ'লে যজ্ঞ-ভাগ দিলেন না?

১ম কুমার। না, মা! আমাদের সেখানে পাঠিয়ে ভাল কর নি!

সংজ্ঞা। কি বল্‌লেন?

২য় কুমার। বল্‌লেন—[লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইল]

সংজ্ঞা। বল, লজ্জা কি? তিনি যা বল্‌বেন, তা আমি অনেকটা জানি।

২য় কুমার। বল্‌লেন, অশ্বিনীপুত্রদের—পশুপুত্রদের আবার যজ্ঞ-অংশে আশা কেন?

১ম কুমার। মা—মা—ক্ষান্ত হও, মা! আর আমাদের যজ্ঞ-অংশে কাজ নাই! কর্‌তে যাচ্ছি রসনাতৃপ্তি, কান গেল যে, মা—মাতৃ-কুৎসায়!

সংজ্ঞা। চুপ্ কর। তার পর কি হ'ল, পুত্র?

২য় কুমার। তার পর দেবরাজ ঐ কথা বল্‌বামাত্রই সভাস্থ সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল—লজ্জায় আমরা মাটিতে মিশিয়ে গেলুম!

সংজ্ঞা। সভায় কে কে ছিল ?

২য় কুমার। দেবতামণ্ডলীর প্রায় সবাই।

সংজ্ঞা। দেবকুল-পাবন বুধ ?

২য় কুমার। ছিল।

সংজ্ঞা। সে-ও হাস্‌লে ?

১ম কুমার। তার হাসিটাই—মা, সকলকার হ'তে উচ্চ! সবার হ'তে তীব্র—শাণিত—অসহ্য!

সংজ্ঞা। [অৰ্দ্ধ স্বগতভাবে] হবেই ত, সে যে তারার পুত্র। যাক্, পুত্রদ্বয়—তোমাদের যজ্ঞাংশ নিতে হবে।

কুমারদ্বয়। মা!

সংজ্ঞা। নিতে হবে। দেবরাজ দিলেন না, কিন্তু তোমাদের নিতে হবে।

১ম কুমার। কি ক'রে নেবো, মা ?

সংজ্ঞা। আগুনে পুড়ে—জলে ডুবে—প্রলয়ে গা ঢেলে!

২য় কুমার। আমাদের যে কোন বল নাই, মা!

সংজ্ঞা। একটা আছে। তোমরা সতীপুত্র—জগতের যত বল—এ বলের নীচে।

[উভয়ে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে সংজ্ঞার মুখপানে চাহিয়া রহিল]

শুন্‌বে, তোমাদের জন্ম-কাহিনী ? শোন—জ্যোতির্ম্ময় সহস্রচক্ষুঃ জগৎ-গৌরব সূর্য্যের পরিণীতা ভার্য্যা ভাগ্যবতী আমি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—তাঁর তেজ সহ্য কর্‌বার শক্তি দিয়ে ভগবান্ আমায় তৈরী করেন নি! অশক্ত হলুম—নিজের ছায়ামূর্ত্তি স্বামীর পাশে রেখে দিয়ে অশ্বিনী মূর্ত্তি ধ'রে তাঁর কাছ হ'তে স'রে গেলুম; কিন্তু চাপা থাক্‌ল না—ঘটনা-চক্রে সবই তিনি জান্‌তে পার্‌লেন, আমার অন্বেষণে আমার পিতার কাছে গেলেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা শাণ-যন্ত্রে তাঁকে দ্বাদশ ভাগে ভাগ ক'রে দিয়ে

আমার সন্ধান ব'লে দিলেন। উত্তর কুরু পাঞ্চালে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ। তখন তিনিও ছিলেন অশ্বের মূর্ত্তিতে। সেই মিলনের ফলে সেইখানেই তোমাদের উভয়ের জন্ম। অপরাধ এই! যাই হোক্, বুধ ভূমিষ্ঠ হ'লে বৃহস্পতি আর চন্দ্র দু'জনে যেমন দুটো হাত ধ'রে টানাটানি করেছিল, তার মীমাংসার জন্য দেবতাদের মধ্যে যেমন একটা বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়েছিল—শেষ কিছুতে কিছু না হওয়ায় বুধকে যেমন—নিজেকেই সে কার পুত্র নির্ণয় ক'রে দিতে হয়েছিল, তোমাদের জন্ম নিয়ে তা কিছু হয় নি, পুত্র! যে মূর্ত্তিতেই হোক্, তোমরা সেই জিতাত্মা সূর্য্যের ঔরস-জাত। এক-পতি সংজ্ঞার গর্ভোৎপত্তি পশু-মূর্ত্তিতে হ'লেও, শুভ-মুহূর্ত্তের দৈবভাবাপন্ন পবিত্র সঙ্গজাত তোমরা সতীপুত্র।

১ম কুমার। আমরা সতীপুত্র! কিসের ভয় তবে, ভাই? বাঁধ বুক—এই সঞ্জীবনী মহাশক্তির অপূর্ব্ব জাগরণে; বলি দাও—হৃদয়ের আবর্জ্জনা ভীরুতা নীচতায়; ছুটে চল—উত্থানের পথে স্থির লক্ষ্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উন্মত্ত! মা, প্রণাম নাও অবোধ পুত্রের।

সংজ্ঞা। না, এখন তোমার মাকে প্রণাম দেবার সময় নয়, পুত্র! এখন দাও তোমার পদধূলি—ম্রিয়মাণ সঙ্কুচিত কনিষ্ঠের নত শিরে! পাঠ কর ঐ রকম আরও গোটা কতক ওজস্বী মন্ত্র ওর সজল চোখে চোখ দিয়ে; আর দাও—জ্বালাময় বিষের সঞ্চার ওর প্রাণে প্রাণে—শিরায় শিরায়—শীতল রক্তের প্রত্যেক বিন্দুতে।

১ম কুমার। ভাই, মাতৃ-আশীর্ব্বাদ—ইন্দ্রের বজ্রে এত তেজ নাই—তপস্যালব্ধ বরে এত উত্তেজনা নাই—সৃষ্টির কোন রক্ষা-কবচে এতখানি শক্তি-সাহস নাই! আর কি চাও? সেই মাতৃ-আশীর্ব্বাদ অবিরাম জাহ্নবী-ধারায় আমাদের ধুয়ে নিয়ে চলেছে; তবু আমরা পতিত, নির্জ্জিত হীন কুক্কুরের মত ভোক্তার উচ্ছিষ্ট গ্রাসে লোলুপ দৃষ্টি! মর্ত্ত-যজ্ঞে আপামর

সমস্ত দেবতা আহুতি পায়, আর আমরা সূর্য্যপুত্র—আমরা সংজ্ঞাপুত্র—দেবীপুত্র—সতীপুত্র আমরা—আমাদের এই দশা ! যজ্ঞাংশের জন্য দেবরাজ-পাশে ভিক্ষা ! তাও প্রত্যাখ্যান ! তাও মাতৃ-নিন্দা শুনিয়ে ! ভাই, বেঁচে থাকাই কি জন্মের সার্থকতা ?

২য় কুমার। না—দাদা, আমরা মর্‌ব ! দেবতাশ্রেষ্ঠ সূর্য্য-অংশে অবতীর্ণ হ'য়ে যারা দেবভোগে বঞ্চিত—সতীস্বরূপিণী সংজ্ঞা-গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে যারা মাতৃ-নিন্দায় বধির—গৌরব, আত্মাভিমান, পুরুষত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়ে যারা কর্ম্মহীন—লক্ষ্যহীন—অদৃষ্টসেবী শিথিল, মৃত্যুই তাদের জন্মের সার্থকতা ! আমরা মর্‌ব। মর্‌ব, তবে একবার দেখিয়ে দিয়ে যাব দেবরাজকে—আমাদের সে মহামরণের ভ্রূকুটিটা ; টলিয়ে দিয়ে যাব শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে—দম্ভভরা তাঁর স্বর্গ-সিংহাসন ; লিখে দিয়ে যাব রক্তের দপ্‌দ'পে অক্ষরে তাঁর স্মৃতির পর্‌তে পর্‌তে—আমরা সূর্য্যপুত্র—সংজ্ঞাপুত্র—সমগ্র দেবতার শীর্ষে।

১ম কুমার। ধর—ভাই, আমার আলিঙ্গন ; নাও—ভাই, মাতৃ-পদধূলি ; বল—ভাই, জয় মহিমময়ী জননীর জয় !

সংজ্ঞা। না, পুত্রগণ—আমি কিছু নই ! বল তাঁর জয়—যে মহাশক্তি আমার প্রাণের ভেতর উঁকি মেরে আমায় বিজয়-গৌরবে নাচিয়ে তুল্‌ছে ! যাঁর অভয়-বাণীর একটু আভাস পেয়ে তৃণ আমি—বজ্রের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছি ! যিনি শুধু তোমাদের নয়—তোমাদের মত অসংখ্য অনাথ-পরিপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী, বল সেই বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয় !

কুমারদ্বয়। জয় বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয় !

সংজ্ঞা। এস, পুত্রগণ—মায়ের প্রসাদ নেবে এস !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বর্গ-পথ

মঙ্গল ও বুধ যাইতেছিলেন

মঙ্গল। বলি, ভায়া—ও ভায়া! বলি, ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

বুধ। কি রকম! এই যে সভা জাঁকিয়ে সব কথাতেই সায় দিয়ে এলে?

মঙ্গল। আরে দাদা—সে তোমরা পাঁচজনে দিলে, দেখা-দেখি আমারও তথাস্তু। তোমরা হাস্‌লে আমিও হাস্‌লুম; হাত তুল্‌লে, তুল্‌লুম; বীররস ভাঁজ্‌লে, আমিও সপ্তমে উঠ্‌লুম; মোট কথা আমি কিছুই করি নি, দাদা! যা করেছি, সব তোমাদের তালে তালে। এখন আসল কথাটা কি, আমায় বুঝিয়ে বল দেখি?

বুধ। কথাটা কি—অশ্বিনীকুমাররা মর্ত্তের কোন যজ্ঞে আমাদের সঙ্গে আহুতি পায় না, তারা আজ তাই চায়; কিন্তু দেবরাজ দিতে নারাজ, আমাদেরও মত্ তাই। বুঝ্‌লে—কথাটা এই।

মঙ্গল। বটে, তা দিলেই ত হ'ত ছাই! তারা ত আর আমাদের ভাগ কেড়ে খাচ্ছে না? আপত্তি একটু চলে বরং মর্ত্তবাসীদের—যারা আহুতি দেবে! তা এমনই বা কি? যারা তেত্রিশ কোটীর তাল সাম্‌লাতে পার্‌বে, তার ওপর না হয় আর দুটো;—যায় বাহান্ন তায় তিপ্পান্ন! ভাল কর্‌লে না—ভাই, তোমরা অমত্ ক'রে; তারাও ত তোমাদেরই।

বুধ। কি ক'রে? আমরা ত আর অশ্বিনীপুত্র নই?

মঙ্গল। তা নও, কিন্তু—

বুধ। এর মধ্যে কিন্তু নেই। সোজা কথা—জাতিগত সম্মান কেউ কাকেও দিতে পারে না।

মঙ্গল। তা পারে না, তবু—

বুধ। আবার তবু! তুমি ইতস্ততঃ করছ কিসের? ভাব্‌ছ কি?

মঙ্গল। ভাবছি, ভাই—একটা কাণ্ড না হ'য়ে যাবে না! ও আপদ্‌ মিটে গেলেই ভাল হ'ত!

বুধ। পাগল তুমি! সমস্ত দেবতার বিরুদ্ধে অশ্বিনীকুমাররা মাথা তুলে দাঁড়াবে?

সহসা জয়ন্ত উপস্থিত হইলেন।

জয়ন্ত। —দাঁড়িয়েছে, গ্রহরাজ! তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বলে হোক্, কৌশলে হোক্, কারও সাহায্য নিয়ে—যে প্রকারে হোক্, যজ্ঞভাগ অধিকার করবেই করবে। পিতা তাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর যমরাজকে মীমাংসার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে তাদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন। সূর্য্যদেবের সন্ধানই নাই। নিশ্চয় এদের মধ্যে একটা গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র চলছে; এরা সহজে ছাড়্‌বে না!

মঙ্গল। দেখ্‌লে, ভায়া! বলছিলুম না—ও বদ্যি-কব্‌রেজের জাত্—ম'রে গেছে, তখনও বলে ভয় নাই—মকরধ্বজ চালাও! ওরা কি ছাড়্‌বার ছেলে?

বুধ। তাতেই বা হয়েছে কি? শিশিরের জলে প্রলয় হয় না—উষ্ণ নিঃশ্বাসে আগুন লাগে না! কুমার, দেবরাজ কি চিন্তিত হয়েছেন?

জয়ন্ত। না, তবে তিনি একবার অবসর মত আপনাদের সাক্ষাৎ চেয়েছেন।

বুধ। অবসর মত ? তিনি দেবরাজ—আমরা তাঁর আদেশবাহী। চলুন, কুমার—তাঁর কার্য্যে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। আর যেতে হবে না, দেবগণ! আমি নিজেই এসেছি।

বুধ। আমরা লজ্জিত হলাম!

ইন্দ্র। কিসের লজ্জা? আমি তোমাদের রাজা নই—আমি তোমাদের প্রভু নই – আমি তোমাদের মান-সম্ভ্রমরক্ষক, তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত অমরাবতীর ভারবাহী কিঙ্কর! দেবতাগণ—আমি যে অশ্বিনীকুমারদের আবেদন অগ্রাহ্য করেছি, সে কি আমার জন্য, না তোমাদের সমগ্র দেবতা-সমাজেরই সম্মান রক্ষার জন্য ?

বুধ। দেবতা-সমাজেরই সম্মান রক্ষার জন্য।

ইন্দ্র। বন্ধুগণ! তারা যদি এই মুকুট প্রার্থনা কর্‌ত, আমার বিবেচনা-সাপেক্ষ ছিল—একদিন তা দিলেও দিতে পার্‌তাম। কিন্তু যজ্ঞভাগ প্রার্থনা—দেবতার সঙ্গে তুল্য অধিকার—আমি কি অন্যায় করেছি ?

বুধ। কে বলে অন্যায়? আপনি ন্যায়বান্—দেবসমাজের যোগ্য প্রতিনিধি।

ইন্দ্র। এইবার তারা যদি এই অপূর্ণ প্রার্থনায় গায়ের জ্বালায় সমাজের ওপর রক্তচক্ষু দেখায়, আমাদের উচিত নয় কি সে চক্ষু অন্ধ করা ?

বুধ। তদ্দণ্ডে—তপ্ত লৌহশলাকায়!

ইন্দ্র। শোন—বন্ধুগণ, তারা এখন তাদের গর্ভধারিণী সংজ্ঞার উত্তেজনায় উৎসাহিত হ'য়ে, অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সংজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তিনী

ক'রে মর্ত্ত অভিমুখে ছুটেছে। আশা—আশ্রয় প্রার্থনা! আমার ধারণা —সূর্য্যও সেখানে।

বুধ। তবে ত আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়! এখন আমাদের কি আদেশ করেন?

ইন্দ্র। আদেশ নয়—এ কর্ত্তব্য! যাও—বুধ, যাও—মঙ্গল, তোমরা দুজনে তাদের অনুসরণ কর! যার কাছে উপস্থিত হবে, মাত্র জানিয়ে দেবে—এরা বজ্রধারীর পরিত্যক্ত! আর কিছু না। এস, কুমার!

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। আর বল্‌বারও আবশ্যক হবে না; বজ্র জিনিষটা বিশ্বের সুপরিচিত! যান্—

[প্রস্থান।

বুধ। এস—দাদা, আর দাঁড়িয়ে কেন?

মঙ্গল। চুলোর ছাই—ও দিলেই হ'ত! নাও, এইবার ছোট ঘুরোণ্ চরকীর মত আজীবনটা ক'টা দিশেহারার পিছু পিছু! আঃ, তোমরা এত কাজও বাড়াতে জান!

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুশস্থলী—রাজসভা

সিংহাসনে বারিদসিংহ। নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

আজি জনমের সনে পরিচয়।
আজি নীল তটিনী-নীর, ধীর দখিন বায়ু,
তীরে বিহগ স্থিনে ঘটায় প্রলয়॥
আজি বুঝিনু রমণী মোরা শিথিল বসনে
বসন্তি মোদের ওলো শত শিখা হুতাশনে;
আজি হিয়ার দামামা তালে বিরহ দীপক গায়,
বুঝিনু জীবনের অপচয়—
আজি নমি তোমা নতশিরে অশরীরী ফুলধনু
তোমারই জয়॥

বারিদ। যাও—

[নর্ত্তকীগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

রণঞ্জয় উপস্থিত হইলেন।

রণঞ্জয়। মহারাজ!

বারিদ। আবার—আবার—এখান পর্য্যন্ত এসেছেন? না, সেনাপতি যা'ই বলুন আপনি, আমি কর দোব না! কেন দোব? দ্বারবতী রাজ্য,

কুশস্থলীটাও কি একটা রাজ্য নয়! শর্য্যাতি রাজা—আমিও পথের ভিখারী নই! আমি কর দোব না।

রণঞ্জয়। কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজ বিনা আপত্তিতে এই কর দিয়ে গেছেন।

বারিদ। গেছেন। তা ব'লে আমাকেও দিতে হবে? পিতা যা ক'রে গেছেন, পুত্রকেও তাই করতে হবে? এই কি একটা যুক্তি? দাসত্ব বস্তুটাও কি উত্তরাধিকার-সূত্রের প্রাপ্য? তা নয়—আমি কর দোব না!

রণঞ্জয়। কর না দেওয়ার মত আপনি কি হয়েছেন?

বারিদ। না হই—কিন্তু মনুবার মত হয়েছি। সেনাপতি, রাজা শব্দটা কি একটা উপাধি বিশেষ? তরবারিটা কি একটা অলঙ্কার? বারিদ সিংহ কি শর্য্যাতির উদর-পরিতৃপ্তির তত্ত্বাবধায়ক? না—সেনাপতি, রাজা হয়েছি, রাজ্য করব—সিংহাসন-শোভা থাকব না। জন্মেছি, মাথা তুলব—পায়ের নীচে প'ড়ে থাকব না! শক্তিতে না কুলোয়, ধ্বংস হ'ব—অধীনতা সইব না।

রণঞ্জয়। আর আমার কথা নাই! আমি আমার জন্য বলছিলুম না—মহারাজ, বলছিলুম আপনারই জন্য, স্বর্গীয় মহারাজ আপনাকে আমার হাতে-হাতে দিয়ে গেছেন!

বারিদ। সে ধর্ম্ম এইভাবে প্রতিপালন করুন, সমস্ত কুশস্থলীকে জাগান্; জিজ্ঞাসা করুন, তারা কি চায়—অধীনতা না মৃত্যু; যদি মৃত্যু চায়—ডাকুন, সময় নাই; আমি শর্য্যাতির দূতকে তীব্র তিরস্কারে প্রত্যাখ্যান করেছি—দ্বারবতীর শক্তি এলো বলে!

সহসা ভুরিসেন উপস্থিত হইলেন।

ভুরি। দ্বারবতীর শক্তি এসে পড়েছে, রাজা!

বারিদ। [সবিস্ময়ে] সখা!

ভূরি। কে সখা? ভুলে যাও। সখা নই—বন্ধু নই—কেউ নই! আমি ভূরিসেন—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী; শর্য্যাতির পুত্র দ্বারবতী-শক্তির একজন নায়ক।

বারিদ। উত্তম! কি চাও—দ্বারবতী-শক্তির নায়ক?

ভূরি। যুদ্ধ—যুদ্ধ!

বারিদ। যুদ্ধ যা নিয়ে, আমি যদি তাই দিই অবনত মস্তকে?

ভূরি। তুমি কর দেবে? অবনত মস্তকে?

বারিদ। দেবো!

ভূরি। যে কর অস্বীকার ক'রে সমস্ত দ্বারবতীকে এই কুশস্থলীতে টেনে এনেছ, সেই কর?

বারিদ। দোব!

ভূরি। কি বল্‌ছ—রাজা, কর দেবে? এই এক কথায়—মুহূর্ত্তের ভ্রূকুটিতে?

বারিদ। দোব। কেন দোব জান? তুচ্ছ কর দিলে যদি তুমি আমার থাক, রক্তাক্ত চিত্রে আমাদের বাল্য প্রণয়ের পরিণাম দেখাতে না হয়। যাক্ স্বাধীনতার আশা—জ্বলি আমি জীবনব্যাপী অন্তর্জ্বালায়! আমি কর দেবো, দ্বারবতী-শক্তির নায়ক! সেনাপতি, রাজকোষে যান্!

ভূরি। থাম, রাজা; এই কি তোমার এ ক্ষেত্রে সৌহৃদ্যের বিনিময়?

বারিদ। সৌহৃদ্যে বিনিময় নাই, ভাই! সৌহৃদ্যে যা কিছু—বলিদান-ময়!

ভূরি। তাই যদি হয়, তা' হ'লে এ তুমি কর্‌ছ কি, রাজা? আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ কর, আমি কর চাই কি, কি চাই দেখ?

বারিদ। তুমি কি চাও ?

ভূরি। আমি মর্‌তে চাই—তোমায় মার্‌তে চাই—এখান হ'তে স'রে যেতে চাই—এটা মিলনের স্থান নয়! মিলিত হ'তে চাই সেইখানে—যেখানকার রাজ-কর শুদ্ধ ভগবানের পবিত্র নাম !

বারিদ। বন্ধু—বন্ধু !

ভূরি। ব'লো না—প্রকাশ ক'রো না ও সম্ভাষণ ! মনে মনে কর ! এখনই সংসার শুন্‌তে পাবে—তার স্বার্থে ঘা পড়্‌বে—সে ক্ষেপে উঠ্‌বে ! বন্ধুত্ব যদি তোমায় আমায়, তবে জগৎ আমাদের বাদ দেয় না কেন ? তোমার ছিন্ন শির নিয়ে যেতে আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করে কেন ? আমি আবার সেই নৃশংস আদেশ জীবনের এক পরম কর্ত্তব্য ব'লে মেনে নিই কেন ? বুঝ্‌তে পেরেছ ? বন্ধুত্ব ভাষাটা এখানে শত্রুতারই প্রতিশব্দ। ছেড়ে দাও—বুক বাঁধ—উঠে এস ! ক্ষত্রিয়ের আলিঙ্গন রণস্থলে—অস্ত্রে-অস্ত্রে—মৃত্যুকে মধ্যস্থ রেখে !

[প্রস্থান।

বারিদ। তাই হোক্ ! চল, বন্ধু, জগতের বহির্দ্বারে—পশ্চাদগামী আমি। যান্, সেনাপতি—সৈন্য সাজান্ ! [গমনোদ্যত]

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমভিব্যাহারে আলুলায়িত-কুন্তলা
সংজ্ঞা উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। মহারাজ !

বারিদ। কে ?

সংজ্ঞা। আশ্রয়প্রার্থিনী ! সূর্য্যসহধর্ম্মিণী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জননী—নাম সংজ্ঞা। ইন্দ্রকোপে স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে, পুত্রদ্বয়ের হাত ধ'রে মর্ত্তে তোমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রয়প্রার্থিনী !

মঙ্গল ও বুধ উপস্থিত হইলেন।

উভয়ে। বিশ্বাসঘাতিনী।

বারিদ। আপনারা?

বুধ। স্বর্গ-দূত। শোন—রাজা, দেবরাজ ইন্দ্রের বিচারে এরা নির্ব্বাসিত। তাঁর আদেশ—এরা যেন লোকালয়ে আশ্রয় না পায়।

মঙ্গল। মহারাজ, দেখ্‌ছেন কি? বেটী বহুরূপী—পারে না এমন কাজ নাই। আর ওর ছেলে দুটী ধনুর্দ্ধর! গুণের কথা আর কি বল্‌ব, স্বর্গে বদ্যিগিরি কর্‌ত; একদিন কিসের গুঁড়ো খাইয়ে দেবরাজকে মেরে ফেল্‌বার যোগাড়! ওদের কি ঘরে জায়গা দিতে আছে?

সংজ্ঞা। দেখ, রাজা—স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে লোকালয়ে এসেছি, দেবরাজের নীচ প্রতিহিংসাও সঙ্গে সঙ্গে কতদূর নীচে নেমে এসেছে! এখানেও আমার অপমান! শুন্‌বে অপরাধটা? আমার পুত্রদ্বয় দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞ-অংশ চায়—আর কিছু না—শুদ্ধ এই! এর জন্য এত ষড়্‌যন্ত্র—এত নির্যাতন—এত মিথ্যার অভিনয়! যাক্‌, আশ্রয় দাও!

[বারিদ গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন]

রণঞ্জয়। কি ভাব্‌ছেন, মহারাজ? ভাব্‌বার এ সময় নয়! দ্বারবতী-সৈন্য দ্বারে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে সে আপনার মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে। একে ত আপনার শক্তি—যাক্‌, তার ওপর আর দেবতাকে অমান্য ক'রে দৈবকে শত্রু কর্‌বেন না!

সংজ্ঞা। তুমি আবার কে? কি বল্‌ছ তুমি? দৈবশত্রু! কি কর্‌তে পারে সে? তোমাদের পুরুষকার নাই? তোমরা না ক্ষত্রিয়? তোমাদেরই ধর্ম্ম না—আশ্রিত রক্ষায় প্রাণ দেওয়া?

রণঞ্জয়। হাঁ, দেবি! যদি কতকটা বোঝা যায়, প্রাণ ঢাল্‌লে আশ্রিত রক্ষা হ'তে পারে তবে। উপস্থিত আমরা অন্তর্বিদ্রোহেই জর্জ্জর, তার ওপর

দেবসংগ্রাম, জয়ের আশা মোটেই নাই! বৃথা কার্য্যে আত্মত্যাগ এও যে আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, মা!

বুধ। তপন-গৃহিণি! দেবতায় অপ্রসন্ন ক'রে, কেউ তোমাদের আশ্রয় দিতে পার্‌বে না! ফিরে চল—পুত্রদের নিয়ে দেবরাজ-পাশে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

[সংজ্ঞা পুচ্ছ-বিদলিত সর্পিণীবৎ বক্রগ্রীবায় দাঁড়াইয়া বলিলেন]

সংজ্ঞা। ক্ষমা? কি বল্‌লে, বুধ—পুত্রদের নিয়ে দেবরাজ-পাশে ভিক্ষা কর্‌ব—ক্ষমা! অপরাধ? ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ব—অপরাধ? আমার পুত্রেরা ত জারজ নয়? আমি ত তোমার মায়ের মত পুত্র প্রসব ক'রে মৌনমুখে ঘোম্‌টা টেনে চোরের মত এক পার্শ্বে মাথা গুঁজে দাঁড়াই নি? সাবধান! আশ্রয় না পাই—বুঝ্‌ব জগদীশ্বরী আমায় নিরাশ্রয় ক'রেই সংসারে পাঠিয়েছে! ক্ষমার কথা মুখে এনো না।

মঙ্গল। থাক্—বাছা, থাক্! তা আমাদের ওপর এত চড়াও কেন? আমরা দেবরাজের সংবাদ নিয়ে এসেছি—এই মাত্র; তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা নাই—বরং তোমার জন্য আমরা দুঃখিত! [বারিদের প্রতি] মহারাজ, এমন গুণের লক্ষ্মীটিকে ছাড়্‌বেন না! এ সব রকম বিদ্যে জানে। যখন ঘোড়ায় চড়্‌বার সখ্ হবে, এঁকে বল্‌লেই তৎক্ষণাৎ এ মোহিনী মূর্ত্তি ছেড়ে দিব্যি এক নধর গোলালো টাট্টু হ'য়ে দাঁড়াবে; ব্যস্, পিঠে উঠ্‌ন, মারুন চাবুক, দেখুন ত্রিভুবন! ঘোড়া কেনার খরচটা রাজসংসারে একদম বেঁচে যাবে! মহারাজ, এ সুবর্ণ-সুযোগ!

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। পাষণ্ড—

সংজ্ঞা। থাম। রাজা, চুপ্ ক'রে যে? আছ ত? তোমার সভায় অনাথার অপমান—একটা কথা কও? আর আমি দাঁড়াতে

পার্‌ছি না! অসহ্য যন্ত্রণা—এখনই কি হ'তে কি হ'য়ে যাবে! স্পষ্ট বল, আশ্রয় দিতে পার্‌বে কি-না?

বারিদ। না—মা, আমি তোমাদের আশ্রয় দিতে পার্‌লুম না! দৈব প্রতিকূল হবে ব'লে স্বার্থের আকাঙ্ক্ষায় নয়; বৃথাকার্য্যে আত্মত্যাগ বীর-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ—তার জন্যও নয়। আশ্রয় দিতে পার্‌লুম না—এ আমার রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ ব'লে। রাজায় রাজায় কাটাকাটি হোক্, কিন্তু কোন রাজদণ্ডে দণ্ডিত প্রজা যদি রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে প্রতিহিংসা সাধনে অন্য কোন রাজার শরণাপন্ন হয়, তাকে আশ্রয়, না রাজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ—বরং দণ্ড! যাও, দেবি—সেটায় আমি ভ্রষ্ট হলুম—তোমায় আমি আশ্রয় দিলুম না! আসুন, সেনাপতি!

[রণঞ্জয় সহ প্রস্থান করিলেন।

সংজ্ঞা। [নিরাশ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন] দীর্ঘজীবী হও!

মঙ্গল। চল, ভায়া—চল! আমাদের এখানে কি দরকার? এখনই আমাদের ঘাড়েই তাল পড়্‌বে, অথচ আমরা কিছুতেই নাই!

[প্রস্থান।

বুধ। সংজ্ঞা দেবি, শান্ত হও! [প্রস্থান।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [ব্যাকুলকণ্ঠে] মা! মা!

সংজ্ঞা। আমি মা নই—আমি মা নই—মা সে! ডাক্‌তে হয়—তাকে ডাক্; যা জানাতে হয়—তাকে জানা! আদরে, অপমানে, আহ্বানে, প্রত্যাখানে, আশ্রয়ে নিরাশ্রয়ে সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই স্বরে বল্ —জয় জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয়!

উভয়ে। জয় জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয়!

সংজ্ঞা। চ'লে আয়!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

আনর্ত্ত, ভুরিসেন ও সৈন্যগণ দাঁড়াইয়াছিলেন

ভুরি। এ কি! শত্রুপক্ষ ক্রমেই অগ্রসর, এখনও যে নিশ্চেষ্ট আছেন, দাদা? ওদিকে আর দেখ্‌ছেন কি? ওরা যে এসে পড়্‌ল? কে কোথায় থাক্‌বে, কার সঙ্গে কে যুদ্ধ কর্‌বে, বন্দোবস্ত করুন?

আনর্ত্ত। থাক্, আর যুদ্ধে কাজ নাই—আমরা পরাজিত!

ভুরি। সে কি! যুদ্ধ কোথায়—তার জয়-পরাজয়?

আনর্ত্ত। যুদ্ধ না হ'লেও তার পূর্ব্বেই ফলাফল নির্ণয় করাটা যোদ্ধার পক্ষে ততটা কঠিন নয়। আমরা পরাজিত। আমি বুঝে নিয়েছি, বারিদ সিংহ আমাদের হ'তে বলবান্?

ভুরি। কিসে বুঝ্‌লেন?

আনর্ত্ত। তোমায় দেখে—তোমার এই অদম্য রণোন্মত্ততার আবরণে একটা গুপ্ত কাতরতা দেখে! তোমার ঐ প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে পিত্রাজ্ঞা পালন আর বাল্য-প্রণয়ের অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখে! কাজ নাই—আর এ যুদ্ধে—ফিরে চল জীবন নিয়ে। কুশস্থলী আজ দ্বারবতী হ'তে মহা বলবান্। জনবলে নয়—ধনবলে নয়—বাহুবলে নয়—সৌহৃদ্যের বলে!

ভুরি। আপনি আমায় সন্দেহ কর্‌ছেন?

আনর্ত্ত। অভিমান ক'রো না, ভাই! এলে তুমি পিতার আদেশে পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধে রাজকর গ্রহণে যুদ্ধ-সজ্জায়—এখানে বন্ধুত্ব? ন্যায় যে তোমার কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠ্‌ল, ভাই?

ভুরি। কই, আমি ত সে বন্ধুত্বের বিন্দুমাত্র চিহ্ন আর হৃদয়ে রাখি নি, দাদা ?

আনর্ত্ত। রাখ নি ? যুদ্ধের পূর্ব্বে বিপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের কি প্রয়োজন ছিল তোমার ? বন্ধুত্ব আছে—আছে, যুদ্ধেরপর দেখাতে পার্‌তে ?

ভুরি। ভুলে গিয়েছিলুম, দাদা ! বুঝ্‌তে পারি নাই—আমার অন্যায় হয়েছে। পায়ে ধরি, আমায় মার্জ্জনা করুন ! বলুন, আমি কার সম্মুখীন হব ? দেখুন, আমার হৃদয়ের পরিমাণ !

আনর্ত্ত। শপথ কর, ঐ ভাবেই—ঐ আমার পা ছুঁয়েই—ঠিক যুদ্ধ কর্‌বে ?

ভুরি। এখনও সন্দেহ ?

আনর্ত্ত। বিস্মিত হ'য়ো না, ভাই—বাল্য-প্রণয়, জিনিষটা বড়ই আকর্ষণের ! তার কাছে একদিন পিতৃস্নেহও ভেসে যায়—ভ্রাতৃ-প্রেমও ট'লে ওঠে—ধর্ম্ম পর্য্যন্তও নেমে পড়ে !

ভুরি। শপথ কর্‌ছি, দাদা—যুদ্ধ কর্‌ব ! সেই যুদ্ধ কর্‌ব, যার উপক্রমণিকা তাণ্ডবময়—অভিনয় রক্তময়—যবনিকা হাহাকারময় ! যে যুদ্ধে দয়া নাই—ধর্ম্ম নাই—আত্মীয় নাই—বিচার নাই—তুমি নাই—আমি নাই—ভগবান্ পর্য্যন্ত নাই !

আনর্ত্ত। ওঠ, ভাই—আলিঙ্গন দাও ! দাঁড়াও তুমি এইখানেই—রণঞ্জয় তোমার সম্মুখীন্ ; তার পৃষ্ঠ-পোষকতার শাস্তি দাও ! বারিদ সিংহ ওদিকে—আমি তার কাছে রাজকর গ্রহণে চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

ভুরি। [নিজ সৈন্যগণের প্রতি] বীরগণ—প্রস্তুত হও ! মর্‌বার জন্য নয়—মার্‌বার জন্য। ঐ সম্মুখে বিপক্ষ-সেনানী—কর জয়ধ্বনি !

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ শর্য্যাতির জয় !

সৈন্যগণ সহ রণঞ্জয় উপস্থিত হইলেন।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ বারিদ সিংহের জয়!

রণঞ্জয়। অভিবাদন করি, রাজ-সখা!

ভূরি। ভাষায় নয়—ভাষায় নয়, রণঞ্জয়! যা কর্‌বার—অস্ত্রমুখে কর; যা জানাবার—রক্ত দিয়ে লিখে দাও!

রণঞ্জয়। প্রস্তুত?

ভূরি। বহুক্ষণ!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ; রণঞ্জয়ের রণে ভঙ্গ দিয়া সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

পালিয়ো না—পালিয়ো না—রণঞ্জয়, আমার রণপিপাসা অতৃপ্ত রেখে যেয়ো না, ভাই! দাঁড়াও, আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—যুদ্ধ কর্‌ব।

[সসৈন্যে রণঞ্জয়ের অনুসরণ।

আনর্ত্ত ও বারিদ সিংহ উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। কর দাও, বারিদ সিংহ!

বারিদ। সিংহ ব'লে যাকে সম্বোধন কর্‌ছ, তার কাছে কর চাইতে সঙ্কোচ হচ্ছে না?

আনর্ত্ত। না, আমরা যে সিংহবাহিনীর সন্তান।

বারিদ। তবে সাবধান, সিংহবাহিনীর সন্তান! রক্ষা কর তোমার—কর-শব্দ-উচ্চারণকারী জিহ্বায়; রক্ষা কর তোমার—স্বার্থ-শোণিত প্রবাহিত বক্ষঃস্থল; রক্ষা কর তোমার—গর্ব্বস্ফীত গ্রীবা—বারিদ সিংহের লক্ষ্য!

আনর্ত্ত। তবে আমারও লক্ষ্য শুনে রাখ—রাজা, প্রয়োজন নাই তোমার কর অস্বীকারকারী জিহ্বায়; প্রয়োজন—তার পরিবর্ত্তন! রক্তপানে এ পিপাসা মেট্‌বার নয়—পান কর্‌ব তোমার জীবনের আশা ভরসা! চাই না তোমার মৃত্যু-গৌরবান্বিত মুণ্ড—চাই তোমার নতশির!

বারিদ। উত্তম!

[উভয়ের যুদ্ধ ও বারিদের পরাজয়]

আনর্ত্ত। তুমি পরাজিত, রাজা—বিদায়!

[গমনোদ্যত]

বারিদ। হত্যা ক'রে যাও—যাবে কোথা? পরাজিত আমি—আমায় হত্যা ক'রে যাও।

আনর্ত্ত। আমি জল্লাদ নই, বারিদ!

বারিদ। না হও—তবু আমায় হত্যা কর! আমি বেঁচে থাক্‌তে রাজ-কর পাবে না। তোমাদের সিংহাসনের একটা কণ্টক থেকে যাবে।

আনর্ত্ত। থাক্, এমন শত সহস্র কণ্টক—চাই না রাজ-কর—তুমি বেঁচে থাক! আমি ত তোমায় হত্যা কর্‌তে আসি নি, রাজা; আর তোমার কাছে রাজ-কর গোটাকতক মুদ্রার জন্যও শর্য্যাতির রাজ-সংসার অচল হ'য়ে দাঁড়ায় নি? আমি এসেছিলুম শুদ্ধ তোমায় দেখাতে—তুমি মহারাজ শর্য্যাতির কর অস্বীকারের মত হও নাই—হ'তে পার্‌বেও না!

[প্রস্থান।

বারিদ। [সক্ষোভে ও অভিমানে, ঘৃণায় লজ্জায় বলিলেন] পরাজিত—আমি পরাজিত! জীবিত—জীবন্মৃত!

রণজয় পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

রণঞ্জয়। মহারাজ, আমাদের জয় হয়েছে!

বারিদ। জয় হয়েছে!

রণঞ্জয়। আমি একটা কৌশল স্থির করেছি—আমাদের জয় হয়েছে!

বারিদ। কি কৌশল শুনি?

রণঞ্জয়। প্রতিবাদ কর্‌বেন না—আমাদের জয় হয়েছে! আপনি বিবাহ করুন।

বারিদ। সে আবার কি ?

রণঞ্জয়। হাঁ, শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যাকে আমি সম্বন্ধ করি।

বারিদ। বাঃ, চমৎকার কৌশল! ধন্য প্রত্যুৎপন্নমতি আপনি! শর্য্যাতি বিজেতা—আমি বিজিত! সে শিরস্ত্রাণ—আমি পাদুকা! সে আমায় কন্যা দেবে ?

রণঞ্জয়। কেন দেবে না ? যার পুত্র আপনাকে চায়, সে না দিয়ে যাবে কোথা ? জান্‌তে হোক্, অজান্‌তে হোক্ তাঁকে দিতেই হবে! ও কি, আবার ভাব্‌ছেন কি ? আমাদের জয় হয়েছে!

বারিদ। কিন্তু—

রণঞ্জয়। কিন্তু—তবু—ছেড়ে দিন্; এও একটা নীতি।

বারিদ। তবে—যা হোক্ একটা কর্‌তে হয়েছে।

রণঞ্জয়। এ ভিন্ন আর কর্‌বার কিছু নাই। আসুন, আমাদের জয় হয়েছে।

[বারিদ সিংহ সহ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবির

সশস্ত্র রেবত ও চঞ্চল দাঁড়াইয়াছিল

রেবত। তাই ত, যুদ্ধের বাজনা এর মধ্যেই বন্ধ হ'য়ে গেল কেন বল দেখি ?

চঞ্চল। মরুক্ গে, আর ওদিকে চোখ-কান দোব না—ওখানে ত কখন যেতে পেলুম না! জ্যেঠামশায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসেন—কেবল শিবিরের তল্পি আগলাতে!

রেবত। আগে যুদ্ধই শেখ! দাদামশায় যে, মানা ক'রে দিয়েছেন বাবাকে—আমাদের যুদ্ধস্থলে নিয়ে যেতে! পুঁজি কর—তবে ত ?

চঞ্চল। যা পুঁজি করেছি, তাতেই আমাদের দাদামশায়ের গঙ্গাযাত্রা পর্য্যন্ত খরচ চ'লে যাবে—আবার কি ?

রেবত। ওঃ পণ্ডিত হ'য়ে গেছিস্ দেখ্‌ছি যে! আচ্ছা, আমায় আট্‌কা দেখি ?

চঞ্চল। বেশ!

রেবত। [ধনুক ধরিয়া] সামাল্—[বাণত্যাগ]

চঞ্চল। [বাণের দ্বারা রোধ করিয়া] হ'য়েছে ?

রেবত। এইবার যদি পারিস্, সাবাস্ দেবো! [বাণত্যাগ]

চঞ্চল। [পূর্ব্ববৎ রোধ করিয়া] বল—সাবাস্ ?

রেবত। আচ্ছা, এই শেষবার [বাণত্যাগ]

চঞ্চল। [পূর্ব্ববৎ রোধ করিয়া] শিখেছি ?

রেবত। শিখেছিস্! আচ্ছা, তরবারি ধর্।

চঞ্চল। তাতে ত আবার একটুও খুঁৎ পাবে না!

রেবত। কাল কাকা যেগুলো নূতন শিখিয়েছেন, মনে আছে?

চঞ্চল। চঞ্চল ভোল্‌বার ছেলেই নয়।

রেবত। এইবার মার্‌লুম। [তরবারি চালনা]

চঞ্চল। [তরবারি দ্বারা বাধা দিয়া] এই রাখ্‌লুম।

রেবত। এইবার—[তরবারি চালনা]

চঞ্চল। [বাধা দিয়া] তাই!

রেবত। আর নয়। [তরবারি চালনা]

চঞ্চল। [বাধা দিয়া] তাকি হয়?

রেবত। বেশ—বেশ—কাকারই ত ছাত্র তুইও! হার্‌বি কেন? আমি যে যে প্যাঁচ জানি, তুইও তার সবই পেয়েছিস্! বাঃ, পুঁজি হয়েছে দেখ্‌ছি—পার্‌বি! তবে নিতান্ত ছেলেমানুষ!

চঞ্চল। বটে! আর বুঝি দোষ দেবার কোথাও কিছু খুঁজে পেলে না? কর্‌ছি কি! বড় ত আর শিগে হওয়া যায় না—তা' হ'লে না হয় দেখ্‌তাম!

রেবত। চ'—এখন একটু খেলিগে চ'। আর কাজ ত কিছু দেখ্‌ছি না—সময় কাটানো ত চাই?

চঞ্চল। না, দাদা—খেলা-ধূলো আর আমার ভাল লাগে না! তার চেয়ে একখানা গান গাই শোন—

গান।

ওগো বালিকা প্রকৃতি,
খোল্ গো ফুলের সাজ।
পর্ মা গো তুই গম্ভীর হ'য়ে
মেঘের বসন্ বিদ্যুজ্জ্বালা তাজ।

আমি চাই না গো তোর পূর্ণিমা রাত
ভালবাসি আমার অন্ধকার,
হোক্ বসন্ত যার প্রিয়তম,
আমি খুঁজি ধারা বরষার ;
তোর মলয় হ'তে ঝঞ্ঝা আমার
বড় আদরের বড় সাধনার,
রেখে দেগো তোর কোকিলের কুহু,
তটিনীর গান, শোনা এ শ্রবণে বাজ ॥

রেবত। ঐ বুঝি কাকা আস্‌ছেন।

ভূরিসেন উপস্থিত হইলেন।

চঞ্চল। কেমন—হয়েছে, বাবা? জ্যেঠা মশায় কেমন বকেছেন? আমি সব শুনেছি! চুপ্‌টী ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম এক পাশে—আমায় দেখ্‌তে পাও নি। আর যাবে—যুদ্ধের আগে বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে?

ভূরি। চুপ্!

চঞ্চল। চুপ্ বৈকি! এইবার যেয়ো দেখি? জ্যেঠা মহাশয়কে ব'লে দেবো। যুদ্ধ কর্‌তে এসে আবার ও সব কি?

রেবত। যুদ্ধের সংবাদ কি, কাকা?

ভূরি। আমাদের জয় হয়েছে, কুমার; রণঞ্জয় আমার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে, আর বারিদ সিংহকে দাদা দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন।

চঞ্চল। দয়া! যে আমাদের কর দিতে চায় না, তাকে দয়া? হাতে-পায়ে বেঁধে দাদামহাশয়ের কাছে ধ'রে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এঃ—তোমরা ত বেশ লোক দেখ্‌ছি!

রেবত। না—ভাই, পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়াই প্রকৃত যুদ্ধ-শিক্ষা; সেটা আমাদের এখনও বাকী আছে। কাকা, আজ আমাদের নূতন কিছু শেখান্; যা যা শিখিয়েছিলেন, সে সব আমাদের আয়ত্ত হ'য়ে গেছে।

ভুরি। তোমার শেখ্‌বার আর বিশেষ কিছু বাকী নাই, কুমার! তবে—[নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] কে ?

[জনৈক দূত আসিয়া অভিবাদন করিয়া ভূরিসেনের হস্তে একখানি পত্র দিল ; ভুরিসেন পত্রখানি খুলিয়া তাহার নীচে বারিদ সিংহের স্বাক্ষর দেখিয়া বিরক্তভাবে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,

আর না—আর না—দূর হও, দূত !

দূত। কি বল্‌ব তাঁকে ?

ভুরি। যা দেখ্‌লে, যা শুন্‌লে। দূর হও তুমি—এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তে—

[দূত চলিয়া গেল। ভুরিসেন একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন ও ডাকিলেন]

দূত—

[দূত পুনরায় ফিরিল।]

[ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] না, দরকার নাই—যাও তুমি !

[দূত চলিয়া গেল]

[পুনরায় চিন্তা করিয়া] দূত, চ'লে গেলে ?

[দূত আবার ফিরিল]

[আবার পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিয়া] না, যাও—

[দূত গমনোদ্যত হইল]

আচ্ছা দাঁড়াও ! [ঈষৎ চিন্তা করিয়া আপন মনে বলিলেন] কি ক্ষতি আর ? যুদ্ধ ত শেষ হ'য়ে গেছে ! [প্রকাশ্যে] চল, দূত—আমি যাচ্ছি ! [রেবতের প্রতি] কুমার ! একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি। [গমনোদ্যত]

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। যাচ্ছ বটে—কুমার, কিন্তু এ সময়টা বেশ ভাল নয়, এটা বড়ই অযাত্রা!

ভুরি। এঃ, তুমি আবার এ সময় যাত্রা, তিথি, নক্ষত্র, বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ সব একসঙ্গে এনে ফেল্‌লে বটে! যা—

গ্রহাচার্য্য। এই জন্যই যে মহারাজ শর্য্যাতি আমাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, কুমার! এই যা-তা সময়ে যেখানে-সেখানে পা বাড়াবে ব'লেই।

ভুরি। আচ্ছা, বল দেখি আমি কোথায় যাচ্ছি? দেখি তুমি কেমন গ্রহাচার্য্য!

গ্রহাচার্য্য। তা বল্‌তে পার্‌ব বৈ কি, কুমার! তুমি আজ আমায় কি পরীক্ষা কর্‌বে? তোমার পিতা আমায় রীতিমত না ক'ষে-মেজে জায়গা দেন্ নি! বল্‌ব, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বারিদ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে—সে তোমায় সদুঃখে পত্র লিখেছে।

চঞ্চল। বটে—আবার সেই টান্! দাদা—[দূতকে দেখাইয়া] ঐ বেটাকে শেষ ক'রে দিই এস ত। বেটা বারিদ সিংহের চর।

গ্রহাচার্য্য। চুপ্ কর, বালক! তুমি তার কি বুঝ্‌বে? এ টান্‌টাও স্বর্গীয়! কি কুমার—

ভুরি। বলেছ। তবে এর ভেতর আবার যাত্রা-অযাত্রা কিসের? ডেকেছে—যাচ্ছি; এতে ত আমার স্বার্থ নাই যে নিষ্ফল হবে!

গ্রহাচার্য্য। স্বার্থের নিষ্ফলতা না থাক্, কিন্তু বিপদ্ থাক্‌তে পারে ত?

ভুরি। কিসের বিপদ্? সে কি আমায় বন্দী কর্‌বে?

গ্রহাচার্য্য। না, তেমন কিছু দেখ্‌ছি না!

ভুরি। আমার জীবনের কোন আশঙ্কা হয়?

গ্রহাচার্য্য। তোমার দীর্ঘ-পরমায়ু কপালের উপর দপ্ দপ্ কর্‌ছে।

ভূরি। তবে?

গ্রহাচার্য্য। কুমার, ভবিষ্যতের গর্ভ বড়ই অন্ধকার! কোন শাস্ত্রই সে নিবিড়তা ভেদ ক'রে সেখানে পৌঁছাতে পারে নাই! কিসে যে কি হয়, কোন্ দিক্ দিয়ে যে কোন্ বিপদ্ আসে—আমি ত ছার—ভগবান্ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারেন কিনা জানি না! তবে আমি এই পর্য্যন্ত জানি—এখন যে সময়টা চল্‌ছে, এ সময় পা বাড়ালে একটা কিছু না হ'য়ে যায় না!

ভূরি। ওসব আমি মান্‌তে চাই না! আমার বন্ধু ডেকেছে—যুদ্ধের পর—আমার যাওয়া উচিত কি অনুচিত? জ্যোতিষ ছেড়ে দাও, নীতিতে এস—বল যাওয়া যায় কি না?

গ্রহাচার্য্য। তা যেতে পার! যুদ্ধস্থলেই শত্রুতা, অন্যত্রে মিত্রভাবই বীরধর্ম্ম। এমন যাওয়ায় দোষ কিছু নাই, তবে—

ভূরি। অযাত্রা—কেমন?

গ্রহাচার্য্য। যাও, কুমার—আর বাধা দেওয়া অনাবশ্যক!

ভূরি। কেন, সময়টা এরই মধ্যে পাল্‌টে গেল না কি? এখন বুঝি যাত্রা শুভ?

গ্রহাচার্য্য। সম্পূর্ণ শুভ না হ'লেও, অনেকটা মন্দের ভাল বটে! যে সময়ে যাচ্ছিলে, তাতে আর নিস্তার ছিল না; এখন যে সময় পড়্‌ল, বিপদের আশঙ্কা থাক্‌লেও উদ্ধারের আশা আছে। যাও—তবে একটা কথা জেনে যাও—অন্তর্বিদ্রোহ জিনিষটা বড় সর্ব্বনেশে! পিতা মাতা, পুত্র ভ্রাতা, স্বজন বান্ধবের গণ্ডী পার হ'য়ে যে অপরের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করে, তার পরিণাম বড় ভয়াবহ!

ভূরি। সে আমি জানি, তোমায় আর তা বিশেষ ক'রে বল্‌তে হবে না! রবি কোন্ রাশিতে গেলে জলের সঞ্চার হয়, তুমি তাই দেখ গে। চল, দূত! [দূত সহ প্রস্থান।

গ্রহাচার্য্য। রাহুর দশা প্রবর্ত্ত হ'ল!

চঞ্চল। দেখ্‌লে—দাদা, বাবা আবার সেখানে গেল। বল্‌লুম, ও চার-কাটী বেটাকে শেষ ক'রে দিই! [গ্রহাচার্য্যের প্রতি] আপনিই ত মশাই আট্‌কালেন! এখন আমাদের যুদ্ধ শেখায় কে বলুন দেখি?

গ্রহাচার্য্য। আচ্ছা, আমি তার লোক দিচ্ছি!

চঞ্চল। যা-তা লোক দিলে ত হবে না—আমাদের শেখাতে পুঁজি চাই! বাবাই এখন থতমত খায়। বলুন দেখি—কে তিনি?

গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দ উপস্থিত হইলেন।

রুদ্রানন্দ।— গান।

আমি—ওরে আমি।
আমি কাল, আমি ধর্ম্ম, আমি রুদ্রানন্দ স্বামী॥
ধ্বংস যা দেখ, জেনো আমি ওই,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া আমারই মাভৈঃ,
পতন উত্থানে প্রতি সোপানে, অঙ্কিত শুধু আমার নামই॥

চঞ্চল। তুমি যুদ্ধ শেখাবে! বাঃ, যুদ্ধ জান ত?

রুদ্রানন্দ।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

দশ দিক্‌পাল বেষ্টিত পুরি, নিঃশ্বাসে মোর শ্মশান,
ওরে বিশ্বযুদ্ধ-প্রাঙ্গণে ওড়ে আমারই ধূম্র নিশান,
আয় ওরে আয় শোন্‌ মোর বিষাণ
যারা জীবন যুদ্ধে বিজয়কামী॥

[রেবত ও চঞ্চলের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

গ্রহাচার্য্য। জয় মা দুর্গতিহারিণী দুর্গে! জয় মা চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী কালি! জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি অভয়া!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

যমুনা-তীর

গীতকণ্ঠে সখীগণ জল আনিতে যাইতেছিল

সখীগণ।—

গান।

যমুনা কাণায় কাণায়
ওলো সই সাম্‌লে নাম্‌।
আল্‌গা পেলেই ভাসিয়ে দেবে,
বুঝ্‌বে না সে প্রাণের দাম॥
ক'স্‌ না কথা উদাস হ'য়ে, হ'স্‌ না লো আন্‌মন্‌,
চাস্‌ না যেন আশে-পাশে একটী আড় নয়ন,
কটির বসন ক'সে পর্‌,
কাঁকের কলস এঁটে ধর্‌,
দোলা বুকে দে লো ভর্‌, গায়ে মরুক গায়ের ঘাম ;—
শক্ত ক'রে রেখে দে তোর গুপ্তলীলার গোলোকধাম॥

[চলিয়া গেল।

সুকন্যা ও আলোকলতা উপস্থিত হইল।

সুকন্যা। আহা-হা—স্থানটী বেশ সুন্দর, ভাই!

আলোক। আহা-হা—আরও সুন্দর লাগ্‌ত গো—যদি সঙ্গে একজন থাক্‌ত!

সুকন্যা। কেন, তোরা ত সকলে রয়েছিস্‌?

আলোক। আমরা! আমরা তোমার মিছে মানুষ! এ যমুনা-তীরের সঙ্গী কি আমরা? না পারব কুলুধ্বনির ভাষা বোঝাতে, না

পারব কুহুতানের তাল সাম্‌লাতে, আর মলয় হাওয়া বুকে বাজ্‌লে ত কথাই নাই! ফাঁকে দাঁড়িয়ে কেবল ফিক্ ফিক্ ক'রে হাস্‌ব—পারব না সে ভাঙা-যোড়ার ওষুধ দিতে! আমাদের কথা ছেড়ে দাও, আমরা তোমার কানা চোখ—খোঁড়া পা—বোবা মুখ; নইলে নয়—আছি ঐ পর্য্যন্ত! বলি, রাজকুমারি! এ সময়ে আর বিয়ে না হওয়া কি সাজে? মেয়ে মানুষের যৌবন পৌষ মাসের বেলা! অত অবহেলা কর্‌লে শেষটায় আপশোষে মর্‌বে যে।

সুকন্যা। অবহেলা আবার আমার কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লি? আমি ত নিয়মিত ভাবে প্রত্যহই শিবপূজা ক'রে যাচ্ছি।

আলোক। দেখ, ঐটী ছাড়! আপনার কাজ, পরের মাথায় ভার দেওয়া ত আমি ভাল বুঝি না! শিব বেচারী বুড়ো মানুষ, গাঁজাটী ভাংটী খেয়ে চোখ বুজে প'ড়ে থাকে—তার ওপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তার ভরসায় থাক্‌তে গেলে, এ জন্মটা এই রকমেই কেটে যাবে! তুমি ত শুধু একা নও—তোমার মত কত রাজকুমারী তোমার আগে হ'তে তার কাছে পতিং দেহির দরখাস্ত ক'রে রেখেছে! যখন তার হুঁস্ হবে, সে গাঁজার কল্‌কে ছেড়ে উঠ্‌বে—একে একে পর পর সবগুলির যোড়া-গাঁথা কর্‌বে, তবে তোমার ধর্‌বে। যদি তোমার এ জন্মেও হয়, তবে সে পাকাচুলে হ'তে পারে—বাজী ভোর! তোমার এখন হাতে-নাতে দরকার—সে আর কারটী কেড়ে এনে তোমার অভাব মেটায় বল দেখি?

সুকন্যা। তুই চুপ্ কর্ বল্‌ছি।

আলোক। কর্‌লুম। কিন্তু তোমার মন বল্‌ছে আরও দুটো বলুক।

সুকন্যা। দেখ্, মিছে কথা ভাল নয়।

আলোক। মিছে কথা মন্দও নয়—যদি মনের মত হয়।

[নেপথ্যে রোদনধ্বনি]

সুকন্যা। সখি, কে কেঁদে উঠ্‌ল ?

আলোক। তাই ত! কার আবার বিরহ জেগে উঠ্‌ল ?

সুকন্যা। ঐ দেখ—সখি, জলের ধারে দুটী সুন্দর যুবা গলা ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে – ওরাই কাঁদ্‌ছে !

আলোক। ঠিক হয়েছে—ওরাও দুজন, আমরাও দু'জন !

সুকন্যা। তাই ত, গলা ধরাধরি ক'রে জলে নাম্‌বার উপক্রম কর্‌ছে যে? ক্রমশই যে জলের দিকে যায়! ভাল বোঝায় না ত! সখি, শীগ্‌গীর আয়—শীগ্‌গীর আয় – আত্মহত্যা—আত্মহত্যা—[প্রস্থান।

আলোক। চল—চল—দু'দলের অভাব এক হ'লেই, বিষে বিষে বিষক্ষয়! [অনুসরণ।

পরস্পরকে ধরিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইলেন।

১ম কুমার। এসেছিলাম তোমায় আমায় এক মাতার গর্ভে—এক পিতার ঔরসে—এক নিষ্ফল যাত্রার মুহূর্ত্তে ; যাই চল—সেই এক হ'য়ে, এক ভাবে, এক যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে !

২য় কুমার। এস তবে একবার সেই একেশ্বরী মা'র জয় দিয়ে নিই।

উভয়ে। জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহাসতি !

১ম কুমার। হয়েছে ?

২য় কুমার। হয়েছে।

১ম কুমার। অপূর্ণ আশা হৃদয় হ'তে মুছে দাও।

২য় কুমার। দিলাম।

১ম কুমার। বিফল হিংসা—ছড়িয়েছ যা, টেনে নাও।

২য় কুমার। নিলাম।

১ম কুমার। জগতের যা কিছু স্বপ্ন কথা, ভুলে যাও।

২য় কুমার। একটা ছাড়া বল, দাদা !

১ম কুমার। কি?

২য় কুমার। অভাগিনী মা!

১ম কুমার। মায়ের মা আছেন! তুমি মায়ের কি কর্‌তে পার, ভাই? মায়ের বুকে আকাশ-প্রমাণ আগুন—কতটুকু জল তোমার চোখে? নিব্‌বে না—কেবল ধোঁয়াচ্ছে! আমাদের জন্যই ত আজ তাঁর এ অবস্থা! আমরা আছি ব'লেই ত তাঁকে আজ সূর্য্যসঙ্গিনী হ'য়ে চণ্ডালের দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে হচ্ছে! আমরাই তাঁর বোঝা!

সংজ্ঞা উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। যাচ্ছিস্ যা—অপবাদ দিয়ে যাস্ কেন? সন্তান কখনও মায়ের বোঝা হয় না!

২য় কুমার। মা! মা! তুমি আবার এখানে কেন এলে, মা? এই বিসর্জ্জন-কাব্যে—

সংজ্ঞা। [উদাস গম্ভীরভাবে বলিলেন] দেখ্‌তে এসেছি।

২য় কুমার। কি দেখ্‌তে এসেছ, মা?

সংজ্ঞা। আমার কর্ম্মফল—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! কি বল্‌ছিলি, পুত্র—তোরা আমার বোঝা?

১ম কুমার। নয় কি, মা! আমরা যদি আজ না থাকৃতাম—তোমায় কি এত দুঃখ পেতে হ'ত?

সংজ্ঞা। এইটেই যে আমার সুখ! পুত্রের জন্য মায়ের দুঃখভোগ! কান্নার ছদ্মবেশে হাসির লহর! মা আর কিছু চায় না—শুদ্ধ সন্তানের জন্য কাঁদ্‌তে—তার মঙ্গলের জন্য যার-তার পায়ে মাথা খুঁড়্‌তে! তবে পার্‌লুম না—মা হ'তে পার্‌লুম না! তোরা আছিস্ ব'লে আমার দুঃখ নয়, পুত্র! তোদের দুঃখ—আমার গর্ভে হয়েছিস্ ব'লে! তোরা আমার বোঝা নস্—আমিই তোদের সর্ব্বনাশ!

২য় কুমার। আশীর্ব্বাদ কর, মা—এই সর্ব্বনাশ যেন আমাদের জন্ম-জন্মান্তরেও হয়! আবার যেন আমরা তোমার গর্ভে আসি—এই রকম নিরাশ্রয় হ'য়ে ঘুরে মরি! আর তোমার মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের আনন্দে যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে মরি!

১ম কুমার। যাও, মা—এখান হ'তে যাও!

সংজ্ঞা। কোথা যাব? স্থান কই? ঐ দেখ, আকাশ আগুন ছড়াচ্ছে—শূন্য গিল্‌তে আস্‌ছে—পৃথিবী তপ্ত মরুভূমি হ'য়ে পা দুখানা ছুঁড়ে দিচ্ছে! নিয়ে চ'—নিয়ে চ' আমায়, পুত্র—তোরা যেথায় যাচ্ছিস্! আমি পালিয়ে বাঁচি—আমি লুকিয়ে বাঁচি—আমি ম'রে বাঁচি! [পুত্রদ্বয়ের হস্ত ধরিলেন]

উভয়ে। [ব্যাকুল কণ্ঠে] মা! মা!

সংজ্ঞা। শুনব না—শুনব না—আমার জায়গা নাই! আমি তোদের সঙ্গে যাব—তোদের মা ব'লে আমায়, পথ দেখিয়ে হাত ধ'রে কষ্ট ক'রে নিয়ে যেতে হবে না! আমি তোদের আগে-আগেই যেতে পারব! মনের বল আর না থাক্, পায়ের জোর এখনও খুব আছে! দেখ্‌বি? [যমুনার জলে পতনোদ্যতা হইলেন]

১ম কুমার। [বাধা দিয়া] মা!

সংজ্ঞা। [দৃঢ়স্বরে] কি?

১ম কুমার। তুমি কোথায় যাচ্ছ, মা?

সংজ্ঞা। লুকুতে।

১ম কুমার। তোমার অপরাধ?

সংজ্ঞা। অপরাধ নাই ব'লেই! থাক্‌লে যেতুম না।

১ম কুমার। তোমার মুখে এ আবার কি, মা? তুমি না আমাদের সেই মা? আজ তোমার মা কই?

সংজ্ঞা। মা নাই! [গুরু অভিমান ভরে]

১ম কুমার। সে আবার কি? তুমিই যে বলেছিলে--মা তোমার সর্ব্বত্রে—সর্ব্বভূতে—সকল বিপদে বুক দিয়ে।

সংজ্ঞা। ভুল বুঝেছিলুম—মা নাই—মা নাই, পুত্র! মা যদি থাক্‌বে, তবে তার অনাথ-অনাথারা তারই একাধিপত্য এই অসীম স্থলভাগটার মধ্যে একটু মাথা রাখ্‌বার জায়গা পায় না? জলের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে—বাতাসের সঙ্গে কথা কয়? মা নাই—মা নাই—আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, মা নাই! মা-হীন রাজ্যে আমি থাক্‌ব না।

১ম কুমার। বুঝে দেখ, মা!

সংজ্ঞা। বুঝ্‌ব কি? মা-হীন রাজ্যে আমি থাক্‌ব না! তোমরা ফিরে যাও, পুত্র! মায়ের আশীর্ব্বাদ নাও—তোমার পিতার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, একটা কথা ব'লো—পাপিষ্ঠা পতি-প্রবঞ্চনার ফলটা হাতে হাতেই পেয়েছে! আবার যদি জন্ম হয়, সঙ্গিনী হবার আশা নিয়েই আস্‌ব—আমায় যেন ঘৃণা না করেন; আমার সে দুর্ব্বুদ্ধি আর কখনও হবে না! যমুনা—যমুনা! আদরিণী কন্যা আমার! মা যায়—বুকে নে!

[পতনোন্মুখা]

গীতকণ্ঠে যমুনার আবির্ভাব ও
সংজ্ঞাকে ধারণ।

যমুনা।—

গান।

আয় মাগো আয় মেয়ের কোলে,
উন্মাদিনী দিশেহারা।
আজ মায়ে-ঝিয়ে আয় মা দেখাই,
উল্টো বিধির উল্টো ধারা॥

ধরার গর্ভে সীতার প্রবেশ স্বভাব ছবি বাল্মীকির,
সীতার বুকে ধরার বিলয়, এ ভাব আবার কোন্ কবির ;
রবির কি আর হয় না বিকাশ,
বিশ্বটা কি প্রেতের নিবাস,
কাজ কি তবে নিরাশ ভ্রমণ, সবাই হই আয় সৃষ্টিছাড়া ॥

সংজ্ঞা। যমুনা—মা আমার! এ ত আদর নয় তোর—এ যে বিষের ভোগ! এই কি এ সময়ের সেবা? কন্যা, তুইও বাদ সাধ্‌লি? ওঃ কর্‌লি কি—মা, কর্‌লি কি?

আলোকলতা সহ সুকন্যা উপস্থিত হইলেন।

আলোক। কে গো—কে গো তুমি কাঁদ্‌ছ?

সংজ্ঞা। আমি? এই যে দেখ্‌ছ শান্ত প্রবাহিনী যমুনা—আমি এই যমুনার মা!

সুকন্যা। তুমি যদি এই সর্ব্বসন্তাপহারিণী, চিরহাস্যপ্রফুল্লিতা, কলনাদিনী যমুনার মা—তবে তোমার চোখে জল কেন, মা?

সংজ্ঞা। যার মেয়ের সর্ব্বাঙ্গই জল—তার মায়ের চোখের কোণে কি একটু জল থাক্‌তে নাই, মা?

যমুনা। চুপ্ কর, মা! [সুকন্যার প্রতি] হাঁ, মা—তুমি কে? বেশভূষায় মনে হচ্ছে—রাজকুমারী! মুখে দেখ্‌ছি তপস্বিনীর সৌন্দর্য্য!

আলোক। হাঁ গো হাঁ—তাই! এখন তোমাদের কান্নাকাটির মর্ম্মটা রাজকুমারীকে বুঝিয়ে দাও।

যমুনা। আমাদের দুঃখ রাজকুমারী শুন্‌বেন?

সুকন্যা। কেন শুন্‌ব না? পরের দুঃখ শোন্‌বার জন্যই যে, জগজ্জননী মহামায়া সাধ ক'রে মানব প্রসব করেছেন।

সংজ্ঞা। [সাশ্চর্য্য উল্লাসে ১ম পুত্রের প্রতি বলিলেন] পুত্র! পুত্র!

মা বোধ হয় আছেন—মা বোধ হয় এই রাজ্যেই আছেন! তা না হ'লে তার নাম ওঠে কেন? মানুষের মুখে এত মিষ্টি কথা কেন? আমায় পরিচয় দিতে হ'ল। [সুকন্যার প্রতি] মা! আমি অমর-নিবাসিনী সূর্য্য-সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞা। [সন্তানদের দেখাইয়া] এ ক'টী আমার গর্ভে-ধরা! দেবরাজ ইন্দ্রের অবিচারে যজ্ঞাংশে বঞ্চিত হ'য়ে স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজা মহারাজার কাছে করজোড়ে আশ্রয়-ভিক্ষা করলাম; কিন্তু—

সুকন্যা। —কিন্তু কি, মা? আশ্রয় পেলে না? কেউ আশ্রয় দিলে না? সব রাজাই কি সিংহাসন-শোভামাত্র? তাদের মধ্যে কি কেউ ক্ষত্রিয় ছিল না? যে জাতির সাহায্য নিয়ে দেবরাজ কতবার কত বিপদে পরিত্রাণ পেয়েছেন, সেই ক্ষত্রিয়-সমাজ কি আজ এত হীনবল—এত নিস্তেজ—বজ্র-ধরের বজ্রভয়ে এত কাতর? তাঁর অবিচারের বিচার করবার মত মর্ত্ত-ভূমিটায় কি কেউ নাই? না—মা, ভুল করেছ—তোমার পণ্ড-শ্রম হয়েছে—ঠিক জায়গায় যাওয়া হয় নি!

১ম কুমার। বাকীও ত আর কোথাও দেখি না, বালিকা!

সুকন্যা। আচ্ছা, ক্ষত্রিয় রাজারা আশ্রয় দিতে অক্ষম হয়েছে, আমি ক্ষত্রিয় রাজকন্যা—আমি তোমাদের আশ্রয় দিলাম।

[সকলে স্তম্ভিত হইয়া সাশ্চর্য্যে সুকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

ভাবছ কি? দেখ্ছ কি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে? আমি ক্ষত্রিয়-রাজকন্যা—আমি তোমাদের আশ্রয় দিলাম!

[সকলে পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন]

সন্দেহ হচ্ছে? আমিও অস্ত্র ধরতে পারি—প্রাণ দিতে জানি—ধর্ম্ম চিনি! রাজকন্যা হ'লেও আমি যে-সে রাজার কন্যা নই! আমার পিতার

সিংহাসন-তলে অমন শত অবিচারক—সহস্র ইন্দ্র মাথা লুটিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকে! নির্ভয়—আমি তোমাদের আশ্রয় দিলাম!

সংজ্ঞা। [মুক্ত উল্লাসে ১ম কুমারের প্রতি] পুত্র! পুত্র! মা আছে—ঠিক মা আছে! চারিদিকেই আমি মায়ের আভাস পাচ্ছি—তাঁর আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লাগ্‌ছে—তাঁর অভয়-বাণী দূরাগত মুরলী-ধ্বনির মত আমার কানে বাজ্‌ছে—মা আছে! [সুকন্যার প্রতি] একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, মা! কার স্নেহরত্নাকরের অমূল্য রত্ন তুমি? তোমাব পিতা কোন্ ভাগ্যবান্?

সুকন্যা। সূর্য্যকুলগৌরব মহারাজ শর্য্যাতি আমার জন্মদাতা পিতা।

সংজ্ঞা। [সাগ্রহে] সূর্যকুলগৌরব! সূর্য্যকুল?

যমুনা। ভুল কর্‌ছ কেন, মা? তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তান বৈবস্বত মনু; মহারাজ শর্য্যাতি সেই সূর্য্য-পুত্রের বংশধর—আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র!

সংজ্ঞা। [অধীর-আনন্দে] পুত্র—পুত্র—মা আছে—মা আছে! [সুকন্যাকে দেখাইয়া] এই যে, মা আমাদের সম্মুখে—ছদ্মবেশে আমাদেরই কুলকন্যারূপে! আয়—মা, বুকে আয়! [সুকন্যাকে বক্ষে ধারণ]

আলোক। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] নাঃ, রাজকুমারীর কপালে বিয়ে নেই! কোথা থেকে আবার কি হ'য়ে গেল দেখ!

সুকন্যা। চল—মা, আমার পিতার কাছে যাই!

[সংজ্ঞার হস্ত ধরিয়া চলিলেন]

সংজ্ঞা। পুত্রগণ! বল, জয় জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয়!

সকলে। জয় জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয়!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারবতী-রাজসভা

সিংহাসনে শর্য্যাতি ও পার্শ্বে গ্রহাচার্য্য আসীন।

বন্দিগণ গাহিতেছিল।

বন্দিগণ।—

গান।

ধৈর্য্যে তুমি হিমাচল, কৃপা জাহ্নবী তব কন্যা।
প্রতাপে তুমি বিশ্বপ্লাবী প্রলয়কালীন বন্যা॥
পুষ্প তুমি সত্যের পদে, অভয় তুমি আর্ত্তের,
খড়্গ তুমি গর্ব্বের শিরে, বজ্র তুমি স্বার্থের,
সরোবর তুমি জ্ঞান-পিপাসার,
মহামরু তুমি পাপ দুরাশার,
রাজ্য তোমার জগত-হৃদয়, কল্যাণ তব কর্ম্ম,
শান্তি তোমার শাসন-দণ্ড, ধর্ম্ম তোমার বর্ম্ম ;
নম্য নরজন্ম তোমার, ধরণীদেবী ধন্যা॥

[প্রস্থান।

শর্য্যাতি। তা' হ'লে যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে ?

গ্রহাচার্য্য। হাঁ, মহারাজ! বারিদ সিংহ পরাজিত।

শর্য্যাতি। উভয় পক্ষে কত প্রাণী ক্ষয় হ'ল ?

গ্রহাচার্য্য। লক্ষাধিক।

শর্য্যাতি। আচার্য্য—আর না !

গ্রহাচার্য্য। কিসের আর না, মহারাজ ?

শর্য্যাতি। সংসার-খেলার।

গ্রহাচার্য্য। সাধ মিটে গেল ? অর্দ্ধ-পথেই ? সে কি, মহারাজ! এখনও যে আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে ?

শর্য্যাতি। এখনও ?

গ্রহাচার্য্য। হাঁ, মহারাজ! খেলার শেষ হ'ল কই ? এখনও আপনার কর্ম্ম বাকী যে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—আপনার জন্য কর্ম্ম আস্‌ছে।

শর্য্যাতি। কি কর্ম্ম, আচার্য্য ?

গ্রহাচার্য্য। কর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত হ'তে আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আপনি কর্ম্মী – শুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান্, কর্ম্মই আপনা হ'তে হাত বাড়িয়ে আপনাকে টেনে নেবে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমভিব্যাহারে সুকন্যা উপস্থিত হইলেন।

সুকন্যা। আমি আপনার জন্য এক গুরুতর কর্ম্ম নিয়ে এসেছি, পিতা! অবোধ কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

শর্য্যাতি। সুকন্যা, এরা কে, মা ?

সুকন্যা। এঁরা স্বর্গের দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট—মর্ত্তধামে মানবের শরণাগত! কিন্তু বজ্রের ভয়ে কেউ এঁদের আশ্রয় দিতে সাহস করে নি! ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, এঁরা যমুনার জলে আত্মত্যাগ করছিলেন ; আমি এঁদের আশ্রয় দিয়েছি।

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য! এ কি ?

গ্রহাচার্য্য। কর্ম্ম—আশ্রিত-রক্ষায় আত্মোৎসর্গ!

শর্য্যাতি। কন্যা, আশ্রয় দিয়েছ ?

সুকন্যা। হাঁ—পিতা, সূর্য্য সাক্ষী ক'রে!

শর্য্যাতি। কি সাহসে তুমি আশ্রয় দিলে—বালিকা, বজ্রের বিরুদ্ধে ?

সুকন্যা। আমি আপনার কন্যা—আশ্রিত রক্ষা আপনার ধর্ম্ম—ধর্ম্ম আপনার রক্ষক, সেই সাহসে। পিতা, আশ্রিত প্রত্যাখ্যান কর্‌তে কখনও আপনাকে দেখি নাই। বজ্রের ভয়ে লুকিয়ে থাকা, সূর্য্যের বংশের প্রথা নয়! পরের জন্য প্রাণ দিতে মহারাজ শর্য্যাতি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সেই সাহসে, পিতা!

শর্য্যাতি। সুকন্যা, প্রকৃতই তুই আমার বংশের সুকন্যা! আশীর্ব্বাদ করি—তুই মা আমার অনূঢ়াই থাক্। তোর এ তেজস্বিতায় আত্মাহুতি দেবার সামর্থ্য ক্ষত্রিয়-কুলে কারও নাই! দেবগণ—নির্ভয়! বলুন, আপনাদের প্রতি দেবরাজের অত্যাচারের কারণ ?

১ম কুমার। অকারণ! মর্ত্তের সকল যজ্ঞে সকল দেবতা যজ্ঞভাগ পেয়ে থাকেন, আমরাও দেবতা—কিন্তু ভাগ্যের ফেরে সে অধিকারে বঞ্চিত! দেবরাজের কাছে প্রার্থনা করায়—আমরা অশ্বিনী-গর্ভজাত ব'লে তিনি আমাদের সে ভিক্ষা বিদ্রূপের সহিত উড়িয়ে দিলেন! আমাদের অপরাধ—আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যজ্ঞাহুতির জন্য। রাজা, অভয় দিয়েছ, আশ্রয় দাও—কুলমর্য্যাদা রক্ষা কর! তোমার উৎপত্তি যে মহাত্মার পবিত্র বংশে, আমরাও সেই মহাভাগ সূর্য্যের ঔরসজাত পুত্র!

শর্য্যাতি। সূর্য্যের পুত্র! কি বল্‌লেন—দেবদ্বয়, আপনারা মহাভাগ সূর্য্যের ঔরসজাত পুত্র ? যে প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে গৌরবে আমার শির সর্ব্বোন্নত, সেই আদি পুরুষ আদিত্যদেবের আত্মজ আপনারা ? আমার নির্ব্বাণমুক্ত পূজনীয় কনিষ্ঠ সহোদর ? সূর্য্যপুত্রগণ—

কোথায় গিয়েছিলেন ? বংশে বাতি দিতে ভৃত্য বর্ত্তমান থাকৃতে, আশ্রয়-প্রার্থী হ'য়ে কার কাছে গিয়েছিলেন ? সংবাদ দিতে পারেন নি ? যে মুহূর্ত্তে দেবরাজ বিদ্রূপ-রসনায় আপনাদের অশ্বিনীকুমার ব'লে সম্বোধন করেছিল, একবার শর্য্যাতিকে স্মরণ হয় নি ? দেখ্‌তেন—তার বৃদ্ধ বাহুর শক্তি ; দেখ্‌তেন—তার গাণ্ডীব-টঙ্কার ; দেখ্‌তেন—কুলমর্য্যাদা রক্ষায় তার বীভৎস রক্ত-খেলা ! খুল্লতাতগণ—চরণে প্রণাম !

কুমারদ্বয়। আশীর্ব্বাদ করি—আশ্রিত রক্ষায় এক শর্য্যাতি তুমি সহস্র হও !

বুধ ও মঙ্গল উপস্থিত হইল।

বুধ। কোটী হ'লেও অব্যাহতি নাই।

মঙ্গল। ফুঁয়ে উড়ে যাবে—বাবা, ফুঁয়ে উড়ে যাবে !

শর্য্যাতি। আপনারা কে ?

বুধ। আমরা দেবতা।

শর্য্যাতি। প্রণাম। এখানে ?

বুধ। দেবরাজের আদেশে।

শর্য্যাতি। ও বুঝেছি—থাক্ ! দেবরাজকে আমার সবিনয় প্রণাম জানিয়ে বল্‌বেন—আশ্রিত রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম !

বুধ। পাগল হয়েছ, তুমি শর্য্যাতি ! বার্দ্ধক্যের পূর্ণ বিকাশে বুদ্ধি তোমার বিলুপ্ত, রাজা ! ত্রিভুবন একত্র হ'য়েও যাদের আশ্রয় দিতে পার্‌লে না—তোমার এ দুর্ম্মতি কেন ? দেব-সমরেও বিজয়লাভের আশা কর না কি ?

মঙ্গল। এ তোমার বারিদ সিংহের সঙ্গে লাঠিয়ালী নয় যে, দুটো প্যাঁচ মেরে—দুটো হুঙ্কার ছেড়ে দু'শো বাহবা নেবে ! এ দেবরাজ ইন্দ্র—হাতে বজ্র—তার মুখে আগুন—আর জানই ত তার সব গুণ !

শর্য্যাতি। বিশেষ জানি! বৃষরূপী বজ্রধরের সঙ্গে ককুৎস্থ-কুলোদ্ভবগণ চির পরিচিত!

বুধ। সাবধান—রাজা, রসনা সংযত কর—দুরাশার দমন কর। আমি বুধ—তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি।

মঙ্গল। আর আমি স্বয়ং মঙ্গল—সশরীরে তোমায় সাধাসাধি কর্‌ছি, তাল ছেড়ো না—ঠক্‌বে।

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য! এঁরা দেবতা—ধর্ম্মকে ভয় দেখায়।

বুধ। ও—মতিচ্ছন্ন! [শর্য্যাতির প্রতি] তা' হ'লে আর আমাদের দোষ নাই—আমরা দেবরাজকে গিয়ে জানাই গে।

শর্য্যাতি। যাও, দেবদূত! তোমাদের দেবরাজকে গিয়ে বল গে—মর্ত্তভূমিটা তাঁর এতটা বাধ্যের মধ্যে নয়—যখন যা আদেশ হবে—ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, অবনত শিরে পালন কর্‌বে। এও একটা লোক; সাধারণ লোকের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নয়। এখানেও নীতি আছে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আছে—প্রাতঃ সন্ধ্যা ভগবানের নাম কীর্ত্তন হয়। এখানেও হৃদয় আছে—বিপন্নরক্ষক বাহু আছে—অত্যাচার নিবারণে ক্ষত্রিয়-রুধির এখানে আপামর সাধারণের প্রাপ্য। যাও—

সহসা আনর্ত্ত উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। যাও, দূত! শেষ তাঁকে এই কথা ব'লো—স্বর্গের রাজা ব'লে মুহূর্ত্তও যেন মনে না করেন—ত্রিভুবনে তিনি যা কর্‌বেন তাই! প্রতি পাদক্ষেপে যেন স্মরণ থাকে—তাঁর উপরেও একজন রাজা আছেন; তাঁরই প্রতিনিধি—তাঁরই সেবক মহারাজ শর্য্যাতি! তাঁরই আদেশে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় দিয়েছেন। যা কর্‌বেন, যেন বিশেষ বিবেচনা ক'রে করেন।

বুধ। তুমি কে?

মঙ্গল। হাঁ, তোমার পরিচয়টা দরকার! তোমার কথাটা দেবরাজকে বিশেষ ক'রেই বল্‌তে হবে কি না?

আনর্ত্ত। তবে আর এখন আমার পরিচয় পাবে না! যদি পার— নিয়ো রণক্ষেত্রে।

বুধ। তবে আর দেবরাজের মতামতেরও অপেক্ষা নাই—তোমরা প্রস্তুত থাক। [প্রস্থান।

মঙ্গল। লাঠী সোঁটা, ছুরি কাঁচি যার যা আছে—নিয়ে। [প্রস্থান।

আনর্ত্ত। তোমরাও যেন অপ্রস্তুত না হও—তোমাদের সেই গৌরবের বজ্র নিয়ে! সুকন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যার উপযুক্তই করেছ, ভগিনি! কি আর বল্‌ব তোমায়—আমরা ত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়ালাম! যদি না ফিরি—ক্ষত্রিয়-কন্যা তোমরা—চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী শক্তি-অংশসম্ভূতা তোমরা—আর বল্‌তে চাই না কিছু! সাবধান, রাজপুরীর স্ত্রী, পুরুষ, একটী পিপীলিকা জীবিত থাক্‌তে যেন আশ্রিতের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়! অন্তঃপুরে যাও।

সুকন্যা। [যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে] মা, রক্ষা কর—মা, রক্ষা কর; মা রক্ষা কর! [প্রস্থান।

আনর্ত্ত। দেবদ্বয়! দেখ্‌ছেন কি? এ মহারাজ শর্য্যাতির আশ্রয় দেওয়া।

সংজ্ঞা উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। আমায় কেউ চেনো? আমি তোমাদের মা! চিন্‌তে পার্‌লে না? আমিই এই সূর্য্য বংশটা প্রথম প্রসব করেছি; সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী আমি—সংজ্ঞাদেবী!

শর্য্যাতি ও আনর্ত্ত। মা! মা! পুত্রগণের প্রণাম নাও, মা!

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম]

সংজ্ঞা। থাম, যা করেছ তোমরা—তারই আশীর্ব্বাদ কর্তে এসে ধাঁধা খুঁজে পাচ্ছি না, আবার কেন ঋণের ওপর ঋণে জড়াও ?

শর্য্যাতি। আমরাই যে তোমার কাছে চির-ঋণী, মা ! তুমি আমাদের বংশের আদি জননী ! তোমার ঋণ যে, এমন সহস্র আশ্রয়-দানেও পরিশোধ হবার নয়, মা ?

সংজ্ঞা। [উদ্দেশে ইষ্ট-দেবীর প্রতি] মা, তুমি আছ—তুমি আছ ! আমি অপরাধ করেছি—তুমি নাই ব'লে। আমায় মার্জ্জনা কর, মা !

শর্য্যাতি। কি ভাব্‌ছ, মা ?

সংজ্ঞা। সেই আশীর্ব্বাদের ভাষা।

শর্য্যাতি। আশীর্ব্বাদ আজ আবার মুখে কি কর্‌বে, মা ? মায়েব আশীর্ব্বাদ যে, চিরদিনই এইরূপ ভাষাতীত ভাবে আদরে অনাদরে সমান-ভাবে সন্তানদের ছেয়ে আছে।

সংজ্ঞা। না, তবু আজ আমি একটা বল্‌ব। সঙ্গত হোক্, অসঙ্গত হোক্, ভাষায় একটা বল্‌ব। প্রাণের এ দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতাটায় আজ আব আমি চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। শর্য্যাতি! পুত্র! তুমি মর—আশ্রিত রক্ষায় এই রকম অনাথের সহায় হ'য়ে! তোমার রক্তে তোমার নাম অমর-রাজ্যের তোরণ-দ্বারে লেখা থাক্, আমি চোখের জলে ভাসি, আর প্রাণের তোলপাড় হাসিতে বিশ্বময় সূর্য্য-বংশের গৌরব গেয়ে বেড়াই।

[প্রস্থান।

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য ! দেব-সমরে অবতীর্ণ হ'তে হবে, সময়টা কেমন ?

গ্রহাচার্য্য। সুসময়, রাজা !

শর্য্যাতি। আনর্ত্ত, তুমিই এ যুদ্ধের সেনাপতি।

আনর্ত্ত। অনুমতি করুন—পিতা, সৈন্য সজ্জিত করি। বজ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সেনা বাছাই ক'রে নিতে হবে। দেখি, ক'টা পাই! [গমনোদ্যত]

রেবত ও চঞ্চল সহ গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দ উপস্থিত হইলেন।

রুদ্রানন্দ।—

গান।

সেনা নে সেনানী।
ধর্ রে এই দুটী সেনা, দ্বিকোটী সম মানি ॥
এরা অষ্ট বজ্র নীরব নিথর জল ক'রে ছুটে যাবে,
এরা শত ধূমকেতু-ভেদকারী,
কোটি চরাচর ব্যোম্-বিহারী,
কাঁপে অনন্ত অসীম নিখিল এদের অট্ট আরাবে;
পরম আশিস্ এদের মাথায়,
সাহসে শক্তি মিলিত হেথায়,
মৃত্যুর অভয় প্রান্তে এরা রক্ষাকারিণী রুদ্রাণী ॥

[রেবত ও চঞ্চলকে আনর্ত্তের হস্তে দিয়া প্রস্থান।

গ্রহাচার্য্য। বল, জয় রক্তপানোম্মত্তা রণচণ্ডীর জয়!

সকলে। জয় রক্তপানোম্মত্তা রণচণ্ডীর জয়!

গ্রহাচার্য্য। নির্ভয়, মহারাজ! মায়ের আসন টলেছে, হাতের খড়্গ কেঁপেছে, আশ্রিতবৎসলা মায়ের পদরজঃ এসেছে! আবার বল—জয় মহারৌদ্রী রণচণ্ডীর জয়!

সকলে। জয় মহারৌদ্রী রণচণ্ডীর জয়!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চ্যবন-আশ্রম

সেবকরাম উপস্থিত হইল

সেবক। গুরুর কৃপায়—না—এখানে আর আমার পোষাল না! রোজই উপোস—গুরুর কৃপায়—রোজই উপোস! হাঁ বাবা শ্যামা চা'ল, ও বাবা অভক্ষ্য হর্ত্তকী বয়ড়া, তোমরা কি বাবা এ বনে অফুরন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছ? কতদিনে—গুরুর কৃপায়—তোমাদের ছারপোকার বংশ যমুনা-পার হবে, চাঁদ? তোমরা থাকতে ত গুরুদেবের আমার অন্য খাবারের রুচি হবে না! না—তোমরাই থাক, সুখে রাজ্য কর গুরুদেবকে নিয়ে দীর্ঘজীবী হ'য়ে; আমিই চল্লুম। তোমাদের পিরীত আমার হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে! আসি, বাবারা! প্রাতঃপ্রণাম! [গমনোদ্যত] ঐ যাঃ, সব মাটি! আপদটা মনে প'ড়ে গেল! কি সর্ব্বনেশে এই গুরুর পা দু'খানা! পা'টা তুল্‌তেই যেথায় থাক্, অমনি ছুটে এসে প্রাণের ভেতর উঁকি মারবে! না—আর যাওয়া হ'ল না! মাটি কর্‌লে—মাটি কর্‌লে! গুরুর কৃপায়—ঐ গুরুর পা দু'খানাতেই আমায় মাটি কর্‌লে! যেই মনের মধ্যে ওঠা, অমনি রাগ, রোষ, ক্ষিধে তেষ্টার মাথায় খ্যাংরার বাড়ি! জল ক'রে বুঝিয়ে দিলে—এমন জুড়োবার জায়গা থাকতে আর কোথায় যাবি? চেয়ে দেখ্—স্বর্গ এর তলায়।

চ্যবন উপস্থিত হইলেন।

চ্যবন। [আপন মনে] আমি অকৃতদার সন্ন্যাসী! সংসারের একটু কলঙ্ক-রেখা আমাতে নাই। এ সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়!

[সগর্ব্বে] মন আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু পারে নাই! আমিই তাকে টেনে এনে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করেছি! বুঝে নিয়েছি—সে দুর্ব্বলের শিরোমণি আর প্রবলের পদরজঃ। আর দিনকতক! লিখে রেখে যাব সংসারের স্তরে স্তরে প্রতি গম্ভীর রেখায়—অকৃতদার সন্ন্যাসী চ্যবন।

সেবক। ঠাকুর, তোমার পা দুখানা আমায় দাও ত।

চ্যবন। কে—সেবক? কি বল্‌ছিস্?

সেবক। বল্‌ছি—গুরুর কৃপায়—আমার মাথা! তোমার পা দু'খানা আমায় দাও।

চ্যবন। সে আবার কি?

সেবক। হাঁ, আমি সন্ন্যাসী! তোমার ওপর—গুরুর কৃপায়—আমার মোটেই ভক্তি নাই—তোমার বুধী গাই, মঙ্গলা বাছুরেও মমতা নাই; যা মায়া—গুরুর কৃপায়—ঐ পা দুখানায়! দেবে ত দাও।

চ্যবন। কেন—কেন, তোর আজ এ বৈরাগ্য কেন?

সেবক। পেটের জ্বালায়!

চ্যবন। খেতে পাস্ না? কেন, তপোবনে ত হরীতকীর অভাব নেই; তাতে কি তোর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না?

সেবক। আহা-হা—তা আর হবে না! অমন সুরসাল ফলটী আর পাব কোথায়? দেখ—ঠাকুর, এক রকমে ক্ষিধে যায় বটে; একটা মুখে দিলে অন্ততঃ তিনমাস পর্য্যন্ত ত পৃথিবীর জিনিষে অরুচি এনে দেবে!

চ্যবন। তা' হ'লে আর উপায় কি?

সেবক। উপায় আছে—ওটার উপায়—গুরুর কৃপায়—কর্‌তে হবে। ঠাকুর! গুরুর কৃপায়—আমার এ যে-সে ক্ষিধে নয়! আমি পরখ ক'রে

দেখেছি—আমার এ ক্ষিধে-তেষ্টা উড়িয়ে দেবার একমাত্র ওষুধ—গুরুর কৃপায়—তোমার ঐ পা দু'খানা!

চ্যবন। প্রাণাধিক! আর একটু—আর একটু উপর দিকে তোল্; আমার পা দু'খানা হ'তে সরিয়ে এইবার তাকে—ভগবানের পায়ের তলায় ফেলে দে।

সেবক। ভগবান্! আমি গুরুর কৃপায়—মানি না—আমার যা আছ তুমি—আমার স্বর্গ মোক্ষ সব তোমার পায়ের তলা!

চ্যবন। শিষ্য! শিষ্য! যথার্থই তুই শিষ্য! সর্ব্বমায়াতীত চ্যবনের হৃদয়ে তুই মাত্র একটা বন্ধন! আশীর্ব্বাদ করি—প্রাণাধিক, তুই আরও উপরে যা—আরও উপরে—আমারও উপরে—জগতের ধারণার উপরে! আমার বাক্য বিফল হবে না; আমি ব্রাহ্মণ, বালব্রহ্মচারী—দার-পরিগ্রহ করি নাই।

সহসা গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। ভাল কর নাই—ব্রাহ্মণ, দার-পরিগ্রহ না ক'রে।

চ্যবন। কি! কে তুমি?

গ্রহাচার্য্য। আমি গ্রহাচার্য্য।

চ্যবন। আমি দার-পরিগ্রহ না ক'রে ভাল করি নি কিসে?

গ্রহাচার্য্য। তোমার অদৃষ্টে দার-পরিগ্রহ রয়েছে।

চ্যবন। ভালই হয়েছে—আমি অদৃষ্টলিপির খণ্ডন কর্‌লুম। জগৎকে দেখালুম—অদৃষ্ট পুরুষকারেরই ইচ্ছাচিত্র।

গ্রহাচার্য্য। এ জোরের কার্য্য নয়, ব্রাহ্মণ! মৃত্যুকে জয় করাও একদিন তোমার আয়ত্তে—কিন্তু এ ভোগ! জীবভাগ্যে যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কার সাধ্য অতিক্রম করে? তুমি মনে কর্‌ছ—অদৃষ্টলিপির খণ্ডন কর্‌লাম; কিন্তু তা নয়—স্ফুলিঙ্গ ছাই চাপা রইল, নিব্‌ল না—তুমি

যদি এ জন্মটাই এইভাবে কাটিয়ে যাও, তা পার ; কিন্তু এ সংক্রামক বীজ তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই চল্‌ল—সে তোমায় টান্‌বেই টান্‌বে—কর্ম্মের শেষ হ'তে দেবে না—তার জন্য তোমায় আর একবার এ জগতে আস্‌তে হবে।

চ্যবন। কে তুমি? কে তুমি? তুমি ত শুধু জ্যোতির্ব্বিদ্ নও—এ সব পেলে কোথায়? আচ্ছা, তর্ক কর—ভোগের ক্ষয় কি ত্যাগে হয় না?

গ্রহাচার্য্য। হয়; কিন্তু সে ত্যাগ কি রকম? ভোগের বস্তু হাতে নিয়ে। ভোগ যদি নাই চিন্‌লে, ত্যাগ কর্‌ছ কি? নিঃস্বের আবার ত্যাগ কি? অন্ধ যেটা দেখে, সেটাকে আমি ঠিক অন্ধকার বল্‌তে পারি না। কখনও যদি তার আলোক দেখা থাকৃত, তবে একদিন সে অন্ধকারের নাম কর্‌তে পার্‌ত। সেটা কিছুই নয়—কতকটা একাকার বল্‌তে পারা যায়।

চ্যবন। তোমার উদ্দেশ্য কি?

গ্রহাচার্য্য। তর্ক ক'রো না।

চ্যবন। বল তোমার প্রকৃত কথা?

গ্রহাচার্য্য। তুমি বিবাহ কর, ব্রাহ্মণ!

চ্যবন। [চমকিত হইয়া] বিবাহ!

সেবক। হাঁ; তা চম্‌কে উঠ্‌লে কেন, প্রভু? মন্দ কি? বাবা, মা, ছেলে—দিব্যি আমাদের একটী সংসার হ'য়ে যাবে। [গ্রহাচার্য্যের প্রতি] আচ্ছা বলেছ—বাবা, তুমি কখনও গণক নও—এ ঘটক না হ'য়ে যাও না! যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেয়ো—গোটাকতক হত্তকী খাইয়ে দোব।

চ্যবন। [ঈষৎ হাস্যের সহিত] গ্রহাচার্য্য! আমি বিবাহ কর্‌ব?

গ্রহাচার্য্য। ক্ষতি কি? কেন, এখনও ত তোমার বিবাহের সময় যায় নি?

সেবক। না—না—বালাই—ষাট্! তা যাবে কেন? এই ত সেদিনকার ছেলে! মহাদেব যে বৎসর জন্মায়, মোটে তার তিন বছর আগে উনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। ঘটক মশাই, নমস্কার! তোমাদের অসাধ্য নাই! ওঁর যদি এখনও বিয়ের সময় না যায়, তা' হ'লে তোমাদের কৃপায় জগতে আর কেউ আইবুড়ো থাক্ছে না!

গ্রহাচার্য্য। কি দেখ্‌ছ—ব্রাহ্মণ, নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে একদৃষ্টে আমার-মুখের পানে চেয়ে?

চ্যবন। একটা কৌতুক দেখ্‌ছি, গ্রহাচার্য্য! আমি চির সংসার-দ্বেষী, অকৃতদার চ্যবন—আমায় এতদিনের পর অধঃপতিত কর্‌বার জন্য দার-পরিগ্রহে আপনা হ'তে পরামর্শ দিতে আসে—সাহস কার? সে কে?

গ্রহাচার্য্য। সে যেই হোক্; কিন্তু তোমায় কৃতদার হ'তে হবে, অকৃতদার!

চ্যবন। তুমি যাও—তুমি যাও এখান হ'তে। তোমায় বেশ চেনা যাচ্ছে না—তোমার উদ্দেশ্য বড় ভয়ানক!

গ্রহাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, মুক্ত হবে যদি সংসারী হও—সুখভোগ কর।

চ্যবন। সুখভোগ! সংসারের সুদৃঢ় মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, সে সুখভোগ? কর্ম্মভোগ—কর্ম্মভোগ!

গ্রহাচার্য্য। না, তাকে সুখভোগই বলি! আর সেই সুখে আত্ম-হারা হ'য়ে সেই সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরকে যদি বিস্মৃত হয়, তাকে বলি কর্ম্মভোগ। আবার তর্কে এলে, ব্রাহ্মণ?

চ্যবন। না—প্রয়োজন নাই। যাও তুমি—চায় না চ্যবন ও পঙ্কন-কুণ্ডের সুখ—পদাঘাত করি তোমার সংসারের মাথায়!

গীতকণ্ঠে সংসার ও মায়ার আবির্ভাব।

গান।

সংসার।— দাওনা মাথায় পায়ের ধুলো,
কেমন তুমি বুঝে নিই।
মায়া।— পায়ের তলা পেলেই মোরা
মাথায় চড়ার ধরি খেই॥
সংসার।— যত পার কুৎসা কর,
দাও আমাদের রেগে গাল্,
মায়া।— রাগ হ'লেই হয় অনুরাগ,
আজ না হ'লেও হবে কাল;
সংসার।— ঘৃণাই পূজার আল্পনার বেড়া,
নাস্তিকেরা আস্তিকের সেরা,
উভয়ে।— একবার স্বস্তি বল
পটলচেরা দুটী চোখের ঠেঁড়্রা দিই।
সংসার।— আমি সংসার,
মায়া।— আমি মায়া,
উভয়ে।— এই যুগলরূপে জগৎ মাতাই বদ্‌লে দিই কায়া,
কর জন্ম সফল—নাও ঋষি-জায়া,
তোমার তপ্ত প্রাণে আস্‌বে ছায়া,
হবিঃস্থিতে পড়্‌বে ঘিই॥

[অন্তর্দ্ধান।

চ্যবন। [ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া] আমায় সপ্তরথীতে ঘিরেছে! মস্তকে বজ্র গর্জ্জিত আকাশ—পদতলে নীরব ভীষণ মহা তৃষিত মরুভূমি! আমার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান রক্তাক্ত চক্র—সম্মুখে অনলোদ্গারী গ্রহ! সাবধান—সাবধান—আমি চির ব্রহ্মচারী অকৃতদার চ্যবন—সংসারের দর্পহারী! ঘৃণ্য আমার—সংসারী।

গ্রহাচার্য্য। তোমার পিতা? মহর্ষি ভৃগু? যাঁর পবিত্র সংসার-ক্ষেত্রে তোমার উৎপত্তি? যিনি একদিন পরব্রহ্ম নারায়ণের বক্ষে পদাঘাতেরও শক্তি ধরেছিলেন—তিনিও তোমার ঘৃণ্য?

চ্যবন। কথা ক'য়ো না—তুমি কথা ক'য়ো না! মর্ম্মভেদী তোমার কথা—শাণিত তীব্র তোমার ভাষা! তোমার প্রত্যেক শব্দে প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে—সংসার—সংসার!

গীতকণ্ঠে পুরুষ ও প্রকৃতির আবির্ভাব।

উভয়ে।—

গান।

স্বষ্টিটাই ওই শব্দময়।
যে কথা কও, যার কথা কও,
সবাই দেয় ওই ধ্বনির জয়॥
লঙ্ঘিবে তুমি কাহার গণ্ডী,
অসীম ব্যাপিয়া সংসার,
জলদে দামিনী, চন্দ্রে জ্যোছনা,
তরুণ অরুণে হাসি উষার;
গ্রীষ্মের কোলে খেলা বরিষার,
ভাবিবার নাই কারো বিষয়॥
দেখ, জীবনের সনে আশা,
ভাবের প্রকাশে ভাষা,
দেখ, জ্ঞানের শিরে ভক্তি,
বজ্রের বুকে শক্তি,
সদা যুগলে বসতি পুরুষ প্রকৃতি
নিঃসন্দেহ—নিঃসংশয়॥

[অন্তর্দ্ধান।

চ্যবন। কে তোমরা—কে তোমরা অপূর্ব্ব মাধুরী! উদ্‌ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের চোখের পথে এলে, আর উধাও হ'য়ে চ'লে গেলে? আমি যে তোমাদের একজনের বক্ষে আমার পিতার পদচিহ্নের মত কিসের একটা আব্‌ছায়া, আর একজনের চক্ষে মহিমময়ী জননীর গরিমার মধুময়ী ভঙ্গিমা দেখ্‌তে পেলাম! কি ব'লে গেলে? সুর সপ্তকে নিখিল বিশ্ব প্লাবিত ক'রে, প্রাণের মর্ম্মস্পর্শী রাগিণীতে কি গেয়ে গেলে? "সৃষ্টিটাই ওই শব্দময়"! গ্রহাচার্য্য! গ্রহাচার্য্য! তুমি কে? তোমার—না—তুমি যাদুকর—তুমি ভেল্কি জান! সাবধান—তোমার সঙ্গে আর যেন আমার সাক্ষাৎ না হয়। সেবকরাম, আশ্রমে আর কাকেও আস্‌তে দিস্ না। আমি তপস্যা কর্‌ব—ভগবান্‌কে ডাক্‌ব। আমায় পাপ স্পর্শ করেছে— আমার মনে প্রবৃত্তি জেগেছে। আমি তার ক্ষালন কর্‌ব—লিখে রেখে যাব—"অকৃতদার সন্ন্যাসী চ্যবন!"

[প্রস্থান।

গ্রহাচার্য্য। পার্‌বে না—ব্রাহ্মণ, যতই কর, এ বীজ অব্যর্থ।

[প্রস্থান।

সেবক। আরে আরে, ঘটক-মশাই! শুধু হাতে চল্‌লে যে? ঘটকালিই না হয় নাই হ'ল। এলে, গোটাকতক হর্তকীই নিয়ে যাও— তোমার দেশে এ মেওয়া নাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সুকন্যা উপবিষ্টা।

সুকন্যা। কি আক্ষেপ—ক্ষত্রিয় আর নাই! শরণাগতকে আশ্রয় দিতে পারে না—ক্ষত্রিয় কোন্‌খানে? ক্ষত্রিয় আর নাই। বুঝেছি, বাবা আমার বিবাহের সম্বন্ধ কর্‌তে পার্‌ছেন না—শুদ্ধ এই জন্যই। ক্ষত্রিয় আর নাই।

গীতকণ্ঠে সখীগণ উপস্থিত হইল।

সখীগণ

গান।

কে জানে কি অভাবে
অচল আমায় ষোল আনা।
জানি যদিও লো বল্‌তে নারি,
বল্‌তে যেন বিধির মানা॥
আমার এ মাণিক-জ্বালা ময়ূর-নাচা কুসুম-বাসর,
অভাব সই একটী চাওয়া,
একটী ঝলক্ হাসির হাওয়া,
একটী উদাস চুমোর কুচো, একটী মোহন স্বর;
বুঝি, সব বাঁশী আজ কালা লো সই, নীরস সব অধর—
ফুটে আছি এমন টগর—ভোম্‌রারা কি হ'ল কানা॥

আলোকলতা উপস্থিত হইল।

আলোক। [সখীগণের প্রতি] একবার ফাঁকে যা দেখি তোরা, হাটের মাঝে আর হাঁড়ী ভাঙ্‌ব না! [সখীগণ চলিয়া গেল।

সুকন্যা। তাড়িয়ে দিলি যে ওদের? আ-মর্‌, হাসি যে আর মুখে ধরে না! ব্যাপারটা কি?

আলোক। তোমার বিয়ে—তোমার বিয়ে—তোমার বিয়ে!

সুকন্যা। সে আবার কি?

আলোক। জান না, সে কি? এই টানা চোখ—এই বাঁকা সিঁতে—এই গোঁফের রেখা, আর তার ওপর মুচ্‌কি হাসি! বুঝেছ?

সুকন্যা। আবার সেই কথা?

আলোক। আজ আর কথা নয়—যে কথা সেই কাজ—আমি পাকা ক'রে তবে আস্‌ছি। শাঁক ঘণ্টা, বরণডালা, বাসর-ঘর, ফুলের মালা সব তৈরী—শুদ্ধ তোমার একটী "হাঁ"এর অপেক্ষা।

[সুকন্যা নীরবে মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন]

ওকি—হাস্‌ছ কি! এ হাসির কথা নয়—বল হাঁ।

সুকন্যা। কথাটাই কি তোর বল্‌ না?

আলোক। কথা আর শুন্‌তে হবে না—মনের মত—যা চাও—বল হাঁ!

সুকন্যা। এঃ, তুই বড় বাড়াবাড়ি করলি দেখ্‌ছি।

আলোক। এঃ, তুমি সব পণ্ড কর্‌লে দেখ্‌ছি—শুন্‌বে আর কি—তোমার ছোট দাদা বর এনেছে।

সুকন্যা। তাই নাকি?

আলোক। হাঁ; আমায় ডেকেছিল—গোপনে গোপনে সায়্‌তে হবে। আমায় কিছু ঘটকালিও দিতে এসেছিল, আমি নিই নি; কাজ

সেরেই একেবারে মোটা ক'রে নেবো ব'লে এসেছি। তোমার বিয়ে—তোমার বিয়ে!

[হুলুধ্বনি দিয়া উঠিল]

সুকন্যা। আ-মর্—চুপ্ কর্।

আলোক। চুপ্ করব কি—বর এসেছে যে?

সুকন্যা। আমার বিবাহ হবে না—যা, ক্ষত্রিয় নাই!

আলোক। ক্ষত্রিয় নাই কি? তেমন ফুট্‌ফুটে চেহারা—তেমন ঝক্‌মকে পোষাক—

সুকন্যা। ক্ষত্রিয় নাই!

আলোক। আরে—লোকটাই কে শোন!

সুকন্যা। শুনব আবার কি? ক্ষত্রিয় নাই!

আলোক। বারিদ সিংহ—বারিদ সিংহ!

সুকন্যা। চুপ্, তার কথা আর বলিস্ না। পিতার কর অস্বীকার ক'রে, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগ্রহে বেঁচে আছে। সে বুঝি আবার এখানে? আমার আশায়? ছোট দাদার যোগে চৌর্য্যবৃত্তিতে?

আলোক। তা দোষটা কি হয়েছে? ও রকম ত চলে?

সুকন্যা। তুই তাকে ব'লে আয়—এই দণ্ডে যেন দ্বারবতী পরিত্যাগ করে।

আলোক। আমি পারব না! এক মুখে ক' কথা? তারা এল ব'লে।

সুকন্যা। [শিহরিয়া উঠিলেন] আস্‌বে কি? এখানে—আমার বিনা সম্মতিতে?

আলোক। আমি মত্ দিয়ে এসেছি।

সুকন্যা। আমার জিজ্ঞাসা না ক'রেই?

আলোক। জিজ্ঞাসা আবার কি করবে ? ষোল বছরের আই-বুড়ো ছুঁড়ীর ভাই অমন চোখ জুড়োন চাঁদ নিয়ে এসেছে, জিজ্ঞাসা ?

সুকন্যা। যা তুই এই দণ্ডে। ছোট দাদাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বল্‌বি—আমি কুমারী থাক্‌ব। দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

আলোক। [গ্রীবাভঙ্গী সহকারে] কিধের গ্রাস—ছাড়্‌ছ কিন্তু—

সুকন্যা। যা বল্‌ছি।

আলোক। [হতাশ্বাসের সহিত] বিয়ে তোমার লেখে নাই।

সুকন্যা। যা !

আলোক। দেখাচ্ছি মজা।

[প্রস্থান।

সুকন্যা। কী অদ্ভুত চরিত্র এই ছোট দাদার ! বন্ধুত্বের খাতিরে একজন বংশের শত্রুকে ভগিনী-সম্প্রদান কর্‌তে চায়—সকলের অজ্ঞাতে —গুপ্তভাবে ! মনে করেছে বোধ হয়, এই উপায়েই দুটো বিদ্বেষী রাজ্যে সখ্য স্থাপনা কর্‌বে। ভাবে নাই যে—তাঁর ভগিনী সে উপাদানের নয় ! সে কুমারী থাক্‌বে—হীন কারও সেবা কর্‌বে না।

দ্বারে অন্তরালে বারিদ সিংহ উপস্থিত হইল।

[আসন ত্যাগ করিয়া] না, যাই এখান হ'তে ; বলা যায় না—

[গমনোদ্যতা হইতেই বারিদ সিংহ সম্মুখে পড়িল]

একি—কে তুমি ?

বারিদ। ভয় নাই, রাজকুমারি ! আমি বারিদ সিংহ।

সুকন্যা। বারিদ সিংহ ! তুমি বারিদ সিংহ ! আমার সহচরী তোমার কাছে যায় নি ?

বারিদ। গিয়েছিল। সে এইমাত্র ব'লে গেল—রাজ-কুমারীর আহ্বান।

সুকন্যা। সে মিথ্যা বলেছে। আমি আহ্বান করি নি—প্রত্যাখ্যান করেছি।

বারিদ। সে কি! তার মুখে তোমার সম্মতির সংবাদ পেয়েই যে, তোমার সহোদর আমায় এখানে পাঠালেন?

সুকন্যা। ভুল করেছেন—তুমিও ভুল করেছ। যাও এখান হ'তে।

বারিদ। একি সত্য, না প্রতারণা করছ, রাজকন্যা?

সুকন্যা। না—রাজা, তুমি প্রতারিত হয়েছ—এ অতি সত্য।

বারিদ। উত্তম! বিদায়—[গমনোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন] কিন্তু—না, আমি পরাজিত! প্রতিশোধ—এই উপায়েই!

সুকন্যা। দাঁড়ালে যে?

বারিদ। আমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, রাজকন্যা!

সুকন্যা। ফের।

বারিদ। শূন্য-প্রাণে?

সুকন্যা। কিন্তু সসম্মানে।

বারিদ। বলপূর্ব্বক কুমারী গ্রহণ, এও আমাদের নীতিবিরুদ্ধ নয়—জান, রাজকন্যা?

সুকন্যা। সে শক্তি তোমার থাকলে আমি নিজেই তোমার রথরজ্জু ধরতাম, বারিদ সিংহ!

বারিদ। তবে দেখ—রাজকন্যা, বারিদ সিংহ অবজ্ঞার নয়! [ধারণোদ্যত]

সুকন্যা। [সর্পিণীবৎ গর্জ্জিয়া] সাবধান!

বারিদ। ও ভ্রূ-ভঙ্গী তোমাদের নয়, নারি।

[পুনঃ ধারণোদ্যত]

আনর্ত্ত উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন।

আনর্ত্ত। সাবধান, বারিদ সিংহ! এখানে কি? পশু—রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে এই নীচ ষড়্‌যন্ত্রে? এখানে তোমায় কে আন্‌লে?

বারিদ। পুরুষকার।

আনর্ত্ত। পুরুষকার এইবার তোমায় রক্ষা করুক।

বারিদ। পুরুষকার-পরায়ণ রক্ষা চায় না।

আনর্ত্ত। মঙ্গল চাও ত এখনও বল—কে তোমায় এখানে আন্‌লে?

বারিদ। তুমি মঙ্গল চাও ত এখনও আমায় হত্যা কর—কিছু শুন্‌তে চেয়ো না।

আনর্ত্ত। আমি মঙ্গল চাইব?

বারিদ। হাঁ। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? আমি বেঁচে থাকলে, এই রকমই চল্‌বে। এ হ'তেও যদি কিছু থাকে তা-ও। তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পাবে না—তোমার সংসারের সুখে দিন যাবে না—পরাজয়েও বারিদ সিংহ পোষ মান্‌বে না—মঙ্গল চাও ত হত্যা কর।

আনর্ত্ত। যাও—বেঁচে গেলে!

বারিদ। হত্যা কর।

আনর্ত্ত। বেঁচে গেলে! মনে করেছিলাম—এবার তাই কর্‌ব। কিন্তু —না—যাও—বাঁচিয়েই রাখ্‌লাম! দেখ্‌ব—বারিদ সিংহ বর্ত্তমানে শর্য্যাতির সংসারের সুখে দিন যায় কি না! আনর্ত্তের কশাঘাতে সে কুকুরের মত পোষ মানে কি না।

বারিদ। সাবধান!

[বক্র কটাক্ষ করিতে করিতে সক্রোধে প্রস্থান।

আনর্ত্ত। দূর হয়, পশু! সুকন্যা, একাকী আর থেকো না—ভগিনি; শত্রু আমাদের ঘরে। [প্রস্থান।

আলোকলতা পুনরায় উপস্থিত হইল।

আলোক। আমি তবে শাঁখ্‌টাই বাজিয়ে নিই—হবে না ত কিছু।
[শঙ্খধ্বনি]

সুকন্যা। তুই আর আসিস্‌ না বল্‌ছি আমার কাছে।

আলোক। ওমা, যার জন্যে চুরি করি, সেই যে বলে চোর!

সুকন্যা। আমি তোকে ব'লে দিয়েছিলুম কি? পাঠিয়ে দিলি কি রকম?

আলোক। বলি, দেখি—মুখের কথায় ত হ'ল না, চোখের দেখায় যদি হয়।

সুকন্যা। দাদা যদি না আস্‌ত?

আলোক। নিয়ে যেত—বিয়ে হ'ত! দাদাকে আন্‌লে কে? সব ঘটেই যে আমি।

সুকন্যা। ও রকম রঙ্গ কিন্তু ভাল নয়।

[প্রস্থান।

আলোক। কি আর কর্‌ছি? নিমপাতা খেয়েও ত বসন্ত টালার ব্যবস্থা আছে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

কৃষকগণ গীতকণ্ঠে যাইতেছিল।

কৃষকগণ।—

গান।

চাষ ক'রে আর দিন চলে না,
ওরে ভাই, হাড় মাটী কেবল।
শনি রাজা, মঙ্গল পাত্তর,
শালার আকাশে নাই জল॥
দু'বেলা পেট ভরে না,
পরণে ছেঁড়া টেনা,
আবার রাজার গুঁতো, বাজার-দেনা,
মহাজনের মুষল॥
ট্যাঁকে নাই কড়ি-কানা,
ও-দিকে বায়না নানা,
গুজরি ঝটকা, পুঁইচে তাবিজ মনমোহিনী মল;
এবার গরু জরু ঘুচিয়ে যাব কর্ত্তাভজার দল॥

[প্রস্থান।

সভয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্রুতপদে
উপস্থিত হইল।

উভয়ে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে কোথায় আছ রক্ষা কর!

জয়ন্ত, মঙ্গল ও বুধ সশস্ত্র উপস্থিত হইল।

জয়ন্ত। মৃত্যুকে ডাক—মৃত্যুকে ডাক—তোমাদের সহোদর মৃত্যুকে ডাক! সে ভিন্ন এ সময়কার আশ্রয়দাতা বন্ধু আর কেউ নাই।

মঙ্গল। হুঁ-হুঁ—বঙ্কি বাবারা, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ!

বুধ। এখন তোমাদের সে বংশধর বৃদ্ধ শর্য্যাতি কোথায়? কুমার, দাঁড়িয়ে যে! দয়া হচ্ছে?

জয়ন্ত। হাঁ, এই দেখ জয়ন্তের অসীম করুণা।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে কোথায় আছ রক্ষা কর!

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বন্দী কর—শত্রু ভয়ার্ত্ত!

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জয়ন্ত বন্ধন করিবার উপক্রম করিল]

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কোথা মা শরণাগতপালিনী অভয়া!

রেবত উপস্থিত হইল।

রেবত। নির্ভয়! নির্ভয়! ও ভাই চঞ্চল, শীগ্‌গীর আয়—শীগ্‌গীর আয়! এখানে এত শীকার থাকতে আমরা স'রে গিয়ে কোথায় শীকার খুঁজ্‌ছিলুম রে?

চঞ্চল উপস্থিত হইল।

চঞ্চল। তাই ত—দাদা, এ যে শীকারের হাট! ঐ যে সেই গা-মর চোখ সর্দার বাঘটাও রয়েছে!

ইন্দ্র। কে তোমরা?

চঞ্চল। আমরা শিকারী ; হুমো বাঘের মাথা ফাঁড়ি।

জয়ন্ত। সাবধান শিশু !

চঞ্চল। দাদা, হাতে ধনুর্ব্বাণ থাকৃতে শীকারগুলো আবার হাঁ ক'রে মুখ নাড়ে যে ?

রেবত। দাঁড়া—ভাই, আগে পরিচয়টা বিশেষ ক'রে দিই ! দেবরাজ, আমরা মহারাজ শর্য্যাতির পৌত্র ! তিনি এই দেবতা দুটীকে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমাদের ভাই দুটীকে এদের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আমরা শীকারের অন্বেষণে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম, তাই এতটা অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। সাবধান—আর না !

[ইন্দ্র একটু চিন্তাকুল হইলেন]

মঙ্গল। [জনান্তিকে বুধের প্রতি] বলি, ভায়া—ও ভায়া ! গতিক ভাল বোঝাচ্ছে না ! ছানারা যখন এসে জুটেছে, তখন এর তলায় তলায় ধাড়ীরাও কি না-আছে ? এই সময়—নইলে সে মহামন্ত্রের সাধনও বেগতিক হ'য়ে দাঁড়াবে !

জয়ন্ত। পিতা ! কি ভাব্ছেন ? বিচার নাই শিশু বৃদ্ধের—অশ্বিনী-কুমারদের যে আশ্রয় দেবে, তার বংশ ধ্বংস দেবতার প্রতিজ্ঞা !

ইন্দ্র। বালক, তোমরা যুদ্ধ জান ?

চঞ্চল। দেখে নিতে পার ! তোমাদের হাতে অস্ত্র, আমাদেরও হাতে ধনুর্ব্বাণ।

ইন্দ্র। উত্তম ! দেবতাগণ—যুদ্ধ আরম্ভ হোক্। দেখো, অশ্বিনী-কুমাররা যেন কোন দিকে না যায়।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও দেবপক্ষের পরাজয়]

রেবত ও চঞ্চল। [করতালি সহ] হেরে গেছে—হেরে গেছে—হেরে গেছে !

ইন্দ্র। ওঃ, কুক্কুর-শিশু স্পর্দ্ধা পেয়েছে আর মাথায় উঠেছে। বুঝে নিলে—জয়, ভাব্‌লে না—এ করুণা! আর না! বজ্র! বজ্র! বিচার নাই আর—ধ্বংস কর!

ইন্দ্র বজ্র প্রহারে উদ্যত ; রেবত ও চঞ্চল সভয়-দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান ;
ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দের আবির্ভাব।

রুদ্রানন্দ।—

গান।

বজ্র নিথর হও, দূরে যাও দেবকুল।
কাদেরে করিবে নাশ, করেছ ভীষণ ভুল॥
ভেবেছ কি সৃষ্টিটা তোমাদেরই ক্রীড়নক,
নাই হেথা আর কেউ অবিচারে বিচারক,
চলিবে না এ জগতে কাহারও স্বেচ্ছাচার,
প্রকৃতির রাজ্য এ দ্বন্দ্বের একাকার ;
কখন জননী সে—কভু তার করে শূল॥

[অন্তর্দ্ধান।

দেবতাগণ। ওঃ—[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

ইন্দ্র। প্রলয়ের মহামূর্ত্তি! বিশ্বব্যাপী বিভীষিকা! অনলোদ্গারী ত্রিশূল! স্তব্ধ বসুন্ধরা! মৃত্যুময় বিশ্বনিখিল! জীবন্ত আমি—কবন্ধ আমি—ঘূর্ণিত আমি! এক বজ্র আমার করে—অষ্ট বজ্র চারিধারে! ওঃ—[মূর্চ্ছা]

চঞ্চল। হা-হা-হা! দিই—দাদা, শেষ ক'রে!

[ধনুর্ব্বাণ ধারণ]

রেবত। না, ভাই—বন্দী কর। মূর্চ্ছিতের প্রতি অস্ত্র-ত্যাগ, বীর-নীতি-বিরুদ্ধ! [বন্দী করিতে অগ্রসর]

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। না—কুমার, মুক্তি দাও! মূর্চ্ছিতের এক সেবা ভিন্ন সব নীতি-বিরুদ্ধ! দেবরাজ, দেবতাগণ, উঠুন্।

[দেবতাগণ গাত্রোত্থান করিলেন]

কি দেখ্‌ছ, কুমার? যদিও আজ গ্রহচক্রে মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, তবু এঁরা স্বর্গের দেবতা—তোমাদের হ'তে অনেক উচ্চে! এঁরা উপাস্য—তোমরা উপাসক। বৎসগণ, এদের প্রণাম কর—মঙ্গল হবে! বল—আমরা অবোধ শিশু—আমাদের অপরাধ নেবেন্ না।

রেবত। দেবগণ, আমরা মার্জ্জনা-প্রার্থী—আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম] ভাই চঞ্চল—প্রণাম কর।

চঞ্চল। দেবগণ! তোমরা যখন আমার দাদার প্রণাম পেয়েছ, আমার আর বিচার নাই—তোমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। [প্রণাম]

গ্রহাচার্য্য। [ইন্দ্রের প্রতি] অমর-সিংহ—অমরাবতী যাত্রা করুন। [রেবত ও চঞ্চলের প্রতি] এস, বৎসগণ! অশ্বিনীকুমারদ্বয়—তোমরাও এস! মহারাজ শর্য্যাতি সপরিবারে মহর্ষি চ্যবনের তপোবন দর্শনে যাবেন, তোমাদেরও আমন্ত্রণ আছে।

[রেবত ও চঞ্চল সহ প্রস্থান।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। জয় মা শরণাগত-পালিনী!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। [অর্দ্ধ স্বগত] কে এ ত্রিশূলধারী ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি?

মঙ্গল। ও এক ব্যাটা ভুতুড়ে, দেবরাজ! আমি ওকে চিনি। শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়—ও অনেক ভেল্কি জানে।

ইন্দ্র। না, এ আর কেউ—আর কেউ! বজ্রের বিপক্ষে দাঁড়ায়—বজ্রধারীকে স্তম্ভিত করে, নিশ্চয় এ আর কেউ! [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া]

যেই হোক্, অনেক দূর এসেছি—ফির্‌তে পার্‌ব না! দেবগণ, প্রকাশ্য শত্রুতায় আর প্রয়োজন নাই, প্রচ্ছন্নে কার্য্যোদ্ধার কর! বাহ্নিদ সিংহ দ্বারবতীর শত্রু; তার সহায় হও—দ্বারবতীর ধ্বংস কর—বিচার নাই—দ্বারবতীর ধ্বংস কর!

মঙ্গল। নিশ্চয়—নিশ্চয়!

[জয়ন্ত সহ ইন্দ্রের প্রস্থান।

চল—দাদা, এইবার উভয়ে গা ঢাকা দিয়ে ফাঁকে দাঁড়াই গে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পথ

গীতকণ্ঠে কৃষক-পত্নীগণ যাইতেছিল

কৃষক-পত্নীগণ ।—

গান ।

আমাদের মিন্‌সেরা সব ক্ষেতে ।
নিয়ে যাই পান্তাভাত আর পিঁয়াজ পোড়া,
আম্‌ড়ার আঁটি, শাকের গোড়া,
দেবো আজ আদর ক'রে খেতে ॥
আমরা তোয়াজ্ করি এত তাদের,
পাই না তবু মন,
চাইলে কিছু, খিঁচিয়ে ওঠে,
অমনি চাঁদবদন ;
আ-ম'লো শুন্‌ব কত,
তোদের এ নিত্যি অনাটন,
আমাদের কপালগুণে,
মিলেছে সব যত অধঃপেতে ॥
এবার পূজোর ফর্দ্দ জবর, কথায় ভুল্‌ছি না,
নাকছাবি আর ঝুম্‌কো কানের দেখি পাই কি না ;
পেটের কথা প্রাণকে এবার কইব দুপুর রেতে,
কাছটী ঘেঁসে মুচ্‌কি হেঁসে বুক্‌টী দিয়ে পেতে ॥

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চ্যবন আশ্রম

বল্মীক স্তূপের পার্শ্বে সেবকরাম

সেবক। গুরুর কৃপায়—এই সব চুপ্! গাছ পালা, জীব জানোয়ার, মানুষ পাখা—গুরুর কৃপায়—সব চুপ্! গুরুদেব আমার তপস্যা কর্‌ছে। ওঃ, কি জোর তপস্যা, বাবা! সর্ব্বাঙ্গটায় উইঢিপি হ'য়ে গেছে—বেরিয়ে আছে মাত্র চোখ দুটি! এ কি—আমারও গায়ে উই উঠ্‌ছে নাকি? সর্ব্বনাশ! এখানে এস না, চাঁদেরা! রস পাবে না—ঐ ঠাকুরের গায়ে যাও! এই সব চুপ্! খুব খবরদার!

জনৈক সৈনিক আসিতেছিল।

সৈনিক। ঝক্‌মারী পরের চাক্‌রী! মাইনের সঙ্গে খোঁজ্ নাই, কাজের বেলা আঠারো আনা! এই—এইখানে আছি, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম ওখানে চল! আজ আবার তপোবন দেখ্‌বার সখ্ উঠ্‌ল—আস্‌তে হ'ল পিছু পিছু। আর পারি না ছাই—ঐ ঘর্‌টায় প'ড়ে ঘুম দেওয়া যাক্ গে খানিক।

[বল্মীকের নিকটস্থ হইতেছিল, সেবকরাম বাধা দিল]

সেবক। আরে—আরে!—গুরুর কৃপায়—কে হে তুমি?

সৈনিক। [চমকিয়া উঠিল] এ্যাঁ—এ্যাঁ! এই আমি, বাবা! তুমি কে বাবা, আমার ঘুমটা মাটী কর্‌লে?

সেবক। আরে—গুরুর কৃপায়—তুই ব্যাটা কি চল্‌তে চল্‌তে ঘুমুস্ নাকি?

সৈনিক। তা কয়তে হয় বই কি—বাবা, পরের চাক্‌রী !

সেবক। বটে ! তা গুরুর কৃপায় এখানে কি ?

সৈনিক। বলি, একটু ফাক্ পেয়েছি, এইখানে একটু শুয়ে আরাম ক'রে নিই।

সেবক। ওঃ ব্যাটার যেন এটা আরামের জায়গা ! খাট পেতে রেখেছি ! বেরো ব্যাটা ! দেখ্‌ছিস্ হত্তকী ? এ আমাদের আহার-ওষুধ দুই-ই ! এমন ছুড়্‌ব—কপাল ফাটিয়ে ছাড়্‌ব !

সৈনিক। দুটো রসগোল্লা ছোড় না—বাবা, পেট ফেটে যাক্।

সেবক। এঃ, গুরুর কৃপায়—ব্যাটা বেজায় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে দেখ্‌ছি ! শোবার জায়গা চায় আবার রসগোল্লা চায় ! গুরুর কৃপায়—ব্যাটা যে একদম শ্বশুর বাড়ী পেয়ে গেল ! তবে রে ব্যাটা, গুরুর কৃপায়—দেখাচ্চি—মজা !

[হত্তকী ছুড়িতে উদ্যত]

সৈনিক। আরে রেখে দাও, ঠাকুর ! গুরুর কৃপায়—

[গমনোদ্যত]

নেপথ্যে-সৈন্যাধ্যক্ষ। সৈন্যগণ ! তপোবনের অশান্তি ঘট্‌বে, শিবিরে এস—মহারাজের আদেশ।

সৈনিক। [স্তম্ভিত হইয়া] যাই, বাবা—যাই—ঘুম ছেড়ে গেছে। আসি, ঠাকুর—পেন্নাম।

[প্রস্থান।

সেবক। যা—ব্যাটা, বেঁচে গেলি হত্তকীর ঠ্যালা হ'তে ! যাই, একবার ও দিকটা দেখি, এ রকম ঘুমখোর রাজার দলে আরও আছে নাকি ?

[প্রস্থান।

আলোকলতা সহ সুকন্যা উপস্থিত হইল।

আলোক। দেখ গো—এইবার এই দিক্‌টা দেখ—কত জানোয়ার, কত সরোবর, কত রং-বেরংএর ফুল দেখে এলে, এইবার তপোবনের তরুবেতর গাছ-পালা দেখ।

তাল তমাল, বকুল পিয়াল,
খেলে সদা যমুনার কাল জল সঙ্গে।
উথল মন প্রাণ, ছুট্‌ল প্রেমতুফান,
যৌবন ঢল ঢল তরল তরঙ্গে॥

সুকন্যা। সাম্যের কি সুন্দর একাধিপত্য, সখি! সরোবর স্বচ্ছ—পদ্ম মধুময়—বায়ু আমোদিত—বৃক্ষলতা সজীব—হিংস্রকও শান্ত! এখানকার সব অপার্থিব—সব অলৌকিক—সব তৃপ্তিকর! আমার মনে হচ্ছে,—ভাই, সব ছেড়ে এই শান্তির রাজ্যে বাস করি।

আলোক। তা'ত ইচ্ছা কর্‌লেই পার, ভাই! এই বনে একটা ঘাটের মড়া ঋষি আছে; তাকে বিয়ে কর্‌লেই ত সব গোল মিটে যায়! একেবারে এ বনের মা-ঠাকরুণ!

সুকন্যা। আমি এমন কি পুণ্য করেছি—সখি, নিষ্পাপ ঋষি আমার ছায়া স্পর্শ কর্‌বেন? ক্ষত্রিয়-কন্যা—নিষ্কাম তপস্বী ব্রাহ্মণস্বামী পাবো? [সহসা বল্মীক প্রতি দৃষ্টি পড়ায় চমকিত হইয়া] দেখ—দেখ, সখি—কি সুন্দর একটী বল্মীকস্তূপ! তার মধ্যে কি আশ্চর্য্য দুটী জ্যোতি! ওঃ চোখ দেওয়া ভার! ওখানটা ত আমাদের দেখা হয় নি।

আলোক। তাই ত—তাই ত! মরুক গে, আর ওদিকে গিয়ে কাজ নাই।

সুকন্যা। তা কি হয়? বল্মীকের মধ্যে ও জ্যোতি দুটী কিসের দেখ্‌তে হবে—এই একটী কাঁটা পেয়েছি, দেখি বেঁধা যায় কি না।

আলোক। গেরো আর কি!

[সুকন্যা কণ্টক লইয়া বল্মীক মধ্যস্থ জ্যোতি দুইটী বিদ্ধ করিলে, ভীষণ আর্ত্তনাদে তন্মধ্য হইতে চ্যবন বহির্গত হইলেন

চ্যবন। ওহো-হো! অন্ধ হ'লাম! অন্ধ হ'লাম! দরবিগলিতধারে চক্ষু হ'তে শোণিতস্রাব হচ্ছে! ভীষণ জ্বালা! কে—কে আমার চক্ষু বিদ্ধ কর্‌লি? আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু পালাবার উপায় নাই—এ ব্রহ্মতেজ। সবংশে ধ্বংস কর্‌ব! কে তুই—কে তুই?

সুকন্যা। [ভীত, কম্পিত কণ্ঠে] আমি—আমি, ঋষিবর—আমি। জ্ঞানহীনা বালিকা!

চ্যবন। বালিকা! বালিকা! [ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, পরক্ষণেই দৃঢ় হইয়া অর্দ্ধ-স্বগত ভাবে] হোক্ বালিকা—নিস্তার নাই! আমার চক্ষু গেছে—তপস্যা গেছে—জন্ম যাবার উপক্রম। যে হোস্ তুই—অভিশাপ নে!

আলোক। [চ্যবনের পদতলে পড়িয়া] পায়ে ধরি—পায়ে ধরি, ঋষি—ক্ষমা কর। অজান্‌তে অপরাধ করেছে—অভাগিনী রাজার নন্দিনী!

চ্যবন। রাজার নন্দিনী! [পূর্ব্ববৎ চঞ্চল হইলেন, ও পুনঃ দৃঢ় হইয়া স্বগত] সাবধান মন-অকৃতদার সন্ন্যাসী চ্যবন! [প্রকাশ্যে] হোক্ রাজনন্দিনী—আমরা রাজার ভয় করি না! অভিশাপ নে—

সুকন্যা। [জানু পাতিয়া] দাও—দাও—ঋষি অভিশাপ, আমি মাথা পেতেছি—আমার জীবনের অবসান হোক্—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাক্—ভস্ম হ'য়ে আমি অগ্নিশুদ্ধা হই।

শর্য্যাতি ও আনর্ত্ত আসিতেছিলেন।

শর্য্যাতি। কে—কে—কে কাঁদে?

আলোক। বাবা—বাবা—সর্ব্বনাশ হয়েছে! বল্মীকের মধ্যে জ্যোতি দেখে, সখী আমার কৌতুকের বশে কাঁটা দিয়ে বিঁধেছে; কেমন ক'রে জান্‌বে—তার মধ্যে এই অগ্নিশর্ম্মা মহাঋষি চ্যবন—জ্যোতি দুটী তাঁর চক্ষু?

শর্য্যাতি। য়্যাঁ—করেছিস্ কি, মা! করেছিস্ কি, মা! বালিকা-বুদ্ধিতে কার চক্ষু বিদ্ধ করেছিস্? ওহো, কেন আমি এসেছিলাম এখানে! কি করি? [সুকন্যাকে বক্ষে লইয়া চ্যবনের পদতলে পড়িলেন] ঋষি—ঋষি! আমি রাজা—তোমার পায়ের তলায়! আমার কন্যাটীকে কেড়ে নিয়ো না! সব নাও—আমার এ সর্ব্বস্বটীকে ফিরে দাও! কচি ছেলে—সাপের সঙ্গে খেলা করেছে—ফণা তুলো না!

সুকন্যা। না—পিতা, আমায় দংশনই শ্রেয়ঃ—আমি ধ্বংস হব! পিতা—ব্রাহ্মণ-সেবক শর্য্যাতি তুমি, আর তোমার ঔরসজাতা কন্যা আমি ব্রহ্মঘাতিনী! অমৃত-হ্রদে হলাহল! এ লজ্জা হ'তে মৃত্যু আমার পরম আদরের। ব্রাহ্মণ! অভিশাপ দাও—ধ্বংস কর! আমি অপরাধিনী—আমায় ধ্বংস কর।

আনর্ত্ত। তুই ত ধ্বংস হ'বি, ভগিনি! কিন্তু পবিত্র বংশটা যে, ব্রহ্ম-কোপে কলঙ্কিত হ'ল?

সুকন্যা। তবে—[একটু চিন্তা করিয়া] তবে—ব্রাহ্মণ, আমায় অভিশাপ দিয়ো না! আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আমায় কর্‌তে দাও! আমি তোমায় অন্ধ করেছি, আজন্ম দাসীরূপে তোমার শুশ্রূষা ক'রে মহাপাপে মুক্ত হই! সঙ্গিনী বল্‌বার সাহস করি না; নাও—ব্রাহ্মণ, এ রাজকন্যায় সেবিকা।

চ্যবন। [আশ্চর্য্য হইয়া] কি—কি—কি বল্‌লে, বালিকা! তুমি আমার সঙ্গিনী—সহধর্ম্মিণী হবার সাধ কর? এই চির দরিদ্র বৃদ্ধের? এই শিথিল ইন্দ্রিয়ভোগবর্জ্জিত সংসার-বিরাগী তপস্বীর? এই আঁধার-সর্ব্বস্ব নৈরাশ্য ভরা অন্ধের?

সুকন্যা। করি—মনে প্রাণে—ইন্দ্রাণী-পদ তুচ্ছ ক'রে! কিন্তু পাব কি—পাব কি—প্রভু, ও চির দরিদ্র বৃদ্ধের শান্তির কৈলাসে আশ্রয়? পাব কি—দেব, ও ইন্দ্রিয়-ভোগ-বর্জ্জিত সংসারবিরাগী তপস্বীর একটু ছায়া? পাব কি—ত্রিকালদর্শি, ও আঁধার-সর্ব্বস্ব নৈরাশ্যভরা অন্ধের হাত ধ'রে সংসার-মঞ্চে দাঁড়াতে?

চ্যবন। [চঞ্চল হইয়া স্বগত] আমি প্রবৃত্তিকে পদদলিত কর্‌তে এসেছি—না মাথায় তুল্‌তে এসেছি? মন্ত্র পাঠ করেছি, তার দমনের—না পূজার? তাকে দূর কর্‌তে গেলাম – না ডেকে নিলাম?

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—ব্রাহ্মণ, সুকঠিন প্রস্তর-প্রাসাদে অশ্বত্থের অঙ্কুর আরও সতেজ—আরও বলবান্! আসক্তিশূন্য নিষ্কাম নীরস কঠোর তপস্বী তুমি—তোমার মধ্যে প্রবৃত্তি জেগেছে – যতই চেষ্টা কর, তাকে মুছে দিতে—সে আরও উদ্দাম!

চ্যবন। তুমি কে—তুমি কে! তুমি কি সেই—

গ্রহাচার্য্য। হাঁ, আমি সেই গ্রহাচার্য্য!

চ্যবন। না—না—তুমি গ্রহাচার্য্য নও—তুমি কোন গ্রহ! একি ঘোরে ফেল্‌লে আমায়, গ্রহ? আমায় কোথায় এনে ফেল্‌লে? ভগবন্! চির-সংসারদ্বেষী অকৃতদার চ্যবন—একি তার দর্প চূর্ণ কর্‌ছ, দর্পহারি?

গ্রহাচার্য্য। ব্রাহ্মণ—মঙ্গলময় তিনি! তোমায় আরও নিকটে ক'রে নিচ্ছেন। ছিলে তুমি নীরস কর্ম্মমার্গে বিভূতির বাহ্য আড়ম্বরে—চৈতন্য

হ'তে দূরে ; আস্‌ছ এখন যোজনগামিনী ভেলা উচ্ছ্বসিত প্রেম-সমুদ্রের কূলে! ভগবান্ কর্ম্মময় নন্, ভগবান্ প্রেমময়! [শর্য্যাতির প্রতি] রাজা, কন্যা দান কর ব্রাহ্মণকে—এই সুসময়!

শর্য্যাতি। [সোল্লাসে] আনর্ত্ত—আনর্ত্ত! ব্রহ্মকোপ—সৌভাগ্যের! ব্রহ্মকোপ বংশকে গৌরবান্বিত করে! কে জান্‌ত—অগ্নিশিখার মধ্যে এমন সুশীতল তরঙ্গ? কোথায় পেতাম—সর্প না ধর্‌লে এমন দুর্লভ মণি? তবে বাবা, আর সুযোগ হারাই কেন?

আনর্ত্ত। এই দণ্ডে—পিতা, এ আমাদের আশার অতীত।

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য, আমি কন্যা-সম্প্রদানের আগে তোমায় একটা প্রণাম করি। [প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ] কি পুণ্যময়—কি প্রাণময়—কি শক্তিময়, গ্রহাচার্য্য—তোমার পদধূলি ; [সুকন্যার হস্ত ধরিয়া] আয়, মা—ব্রত উদ্‌যাপন করি! ব্রাহ্মণ—

দ্রুতপদে ভূরিসেন উপস্থিত হইল।

ভূরি। একি, পিতা—একি নিষ্ঠুরতা! রাক্ষসের গ্রাস হ'তে আপনাকে বাঁচাতে সন্তান বলি? কন্যাদান কর্‌ছেন কাকে? ওযে মূর্ত্তিমান্ বৈধব্য! পায়ে ধরি—পিতা, আমি আপনার অযোগ্য পুত্র—তবু আজ একটা কথা রাখ্‌তে হবে! নিষ্ঠুর হয়েছেন—এ হ'তে নিষ্ঠুর হ'ন্। কন্যাদায়গ্রস্ত আপনি—কন্যার গলে পাষাণ বেঁধে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন্।

শর্য্যাতি। পাপিষ্ঠ! এ শুভ মুহূর্ত্তে আবার তুমি?

ভূরি। তিরস্কার করুন—আমায় হত্যা করুন—কিন্তু বিচার করুন! সুকন্যা আজ আপনাদের রক্ষার জন্য যাই বলুক, যাই করুক—আপনাদের ত একটা নিজস্ব বিবেক আছে ; সে প্রাসাদ-বাসিনী-রাজভোগ পরিপুষ্টা, কেমন ক'রে থাক্‌বে এ অভাবের রাজ্যে—পর্ণ-কুটিরে—

নির্ভর ক'রে মাত্র বনজাত ফলে ? ঐ রূপ—ঐ অপ্রাপ্ত বয়স—ঐ দেবতার লোভনীয় মূর্ত্তি—কে রাখ্‌বে এ নির্জ্জনে নিবিড় কান্তারে নিঃসহায়ে ওর নারী-ধর্ম্ম ? জানেন্ ত, পিতা—কন্যাজাতির কামনা ? তবে—কোথায় পাবে ও পতিভক্তি ? কি ভাবে যাবে ওর জন্ম ? বিচার করুন—ভেবে দেখুন—সূর্য্যবংশকে স্বর্গগামী কর্‌ছেন, না তার অধঃপতনের অবতরণিকা তৈরী ক'রে রাখ্‌ছেন ?

শর্য্যাতি। ভুল ধারণা তোর—ভুরিসেন ! ঋষি কখনও ঐশ্বর্য্যহীন ? ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁর পায়ের তলায় ! কি বল্ চাস্ তুই—এ নির্জ্জনে তোর ভগিনীর সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে ? যোগ-বল বলের শ্রেষ্ঠ ! সে বল সহস্র মত্ত হস্তীতে নাই—ইন্দ্রের বজ্রে নাই—নারায়ণের সুদর্শনেও নাই ! কন্যার জাতি কি চায় ? রূপ ! চেয়ে দেখ্, অন্ধ—কি অদ্ভুত ব্রহ্মজ্যোতিঃ ! লোল ললাট ফলকে—গম্ভীর বদনমণ্ডলে—শিথিল সর্ব্ব অবয়বে ! এর তুলনায় তোর বিনশ্বর লম্পট যুবা ? এ সূর্য্যকুলের অধঃপতন নয়, ভুরিসেন ! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকুলে কন্যাদান—সূর্য্যবংশের ঊর্দ্ধ-অধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার।

ভুরি। চমৎকার ! সুকন্যা—প্রাণের ভগিনি ! এটা পিশাচের রাজ্য ! সব স্বার্থের গ্রাস—মুখ চাওয়া নাই ! কেন মর্‌বে জীবনভোর জ্ব'লে-পুড়ে—মুক্ত হও এ জন্ম হ'তে !

[অসি নিষ্কাশন ও হত্যার উদ্যত ; আনর্ত্ত অসিদ্বারা বাধা দিলেন]

আনর্ত্ত। সাবধান কুলাঙ্গার ! অনেক ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা ক'রে এসেছি—অনেক অপমানও গায়ে মেখে নিয়েছি—আর এক পাও বাড়াস্ না !

ভুরি। [সক্রোধে স্বগত] আমি যেন পিতার পুত্র নই—আমি যেন আকাশ হ'তে পড়েছি—আমার কিছুতে অধিকার নাই ! আমার ইচ্ছা নিষ্ফলতা—আমার বাতাস অপবিত্র—আমি জগতের দুর্ভিক্ষ !

থাক—তুমি দাদা, থাক—তুমি পিতা, থাক তোমরাই আপ্রলয় এই প্রেতের সংসারের স্মৃতিচিহ্ন বুকে ক'রে ! [প্রস্থান ।

গ্রহাচার্য্য । রাজা, শুভ কার্য্যের বিঘ্ন অনেক ।

শর্য্যাতি । ভগবন্ ! সর্ব্বদর্শী সর্ব্বব্যাপী—তুমি সাক্ষী ! গ্রহাচার্য্য, জানি না তুমি কে ? তুমিও সাক্ষী - আমি মহামুনি চ্যবন-করে আমার প্রাণের কন্যা সুকন্যায় সমর্পণ কর্‌ছি ! ঋষিপুঙ্গব—গ্রহণ করুন ! [চ্যবনের হস্তে সম্প্রদান]

গ্রহাচার্য্য । বল, স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি !

চ্যবন । স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি !

আলোক । [স্বগত] আরে আমার পোড়াকপাল ! এ হ'ল কি ? আমি কোথায় মনে কর্‌ছি—রাজকুমারীর বিয়ে হবে, দিব্যি ফুট্‌ফুটে নবীন-গোঁফ রসিক নাগর বর আস্‌বে, ফুলোল পেড়ে শাড়ী প'রে, পটলচেরা চোখ ঠেরে রাঙা ঠোঁটে মুচ্‌কি হেসে পাশটীতে বস্‌ব, ষোলকলার চাঁদ দেখে রসিকচন্দ্রের রসের সাগর উথ্‌লে উঠ্‌বে, দুটো টপ্পা শুন্‌ব, দুটো বা ছড়া কাট্‌ব—নূতন নূতন ছড়া বাঁধ্‌ছি, রকম রকম গান শিখ্‌ছি—ছি ছি ছি ! এ হ'ল কি—বলি, এ হ'ল কি ? ওমা, কি ঘেন্না ! কি আক্কেল সংসারে এই বাবাগুলোর ! আরে আমার পোড়া নেকন্ !

গ্রহাচার্য্য । কি দেখ্‌ছ—রাজা, আর সুকন্যার মুখের দিকে চেয়ে ? রাজ্যে চল—ও আর তোমার নয় ।

শর্য্যাতি । [আকুল হইয়া] আমার নয়—আমার নয়—আমার নয়—হ্যাঁ ! এতদিন ধ'রে বুকে রেখে মানুষ ক'রে এসে, আজ এই এক মুহূর্ত্তে আর আমার নয় ! [প্রকৃতিস্থ হইয়া] না, ঠিক বলেছ, গ্রহাচার্য্য ! আমার নয়—মিছে মায়া ! চল—রাজ্যে চল ! [সুকন্যার প্রতি] মা আমার ! তা' হ'লে বিদায় দা—ও—

সুকন্যা। [জড়িতস্বরে] বাবা—বাবা—এতদিনে আমি তোমার কোল-ছাড়া হ'লাম !

শর্য্যাতি। [অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ] যাব না—যাব না—গ্রহাচার্য্য, আমি আর রাজ্যে যাব না! রাজ্য তোমরা দেখ গে। আমার এই একমাত্র মেয়ে—যেতে পারব না—আমি এইখানেই রইলুম।

গ্রহাচার্য্য। প্রকৃতিস্থ হও, রাজা! কন্যার সৃষ্টি এইজন্যই—পিতা-মাতাকে একদিন কাঁদাতে! কিন্তু সে কান্নাটা কান্না নয়—ত্যাগের গৌরবময় অভিনয়! আজ তুমি নিশ্চিন্ত—আজ তুমি মুক্ত—অপরের সঞ্চিত রত্ন রক্ষা করবার দায়িত্ব হ'তে! আনন্দ কর—আনন্দ কর! সুকন্যা—পিতামাতার কোলে কেউ চিরদিন থাকে না, মা! ভাগ্যবতী তুমি—তোমার তেজঃপুঞ্জ ঋষি স্বামী। পতিভক্তি তোমায় শিক্ষা দিতে হবে না; তবু ব'লে যাই—সতত তাঁকে সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, সতত তাঁর ইষ্টারাধনার সাহায্যকারিণী হবে, বৃদ্ধ পতি ব'লে ভ্রমেও যেন মনের মধ্যে অন্য ছায়া না আসে! যদিও তোমার যত্ন করবার আত্মীয় সহায় কেউ নাই, তা' হ'লেও ভেবে নিয়ো—এই বনভূমি তোমার শ্বশ্রূ, পশু-পক্ষী তোমার প্রতিবাসী-প্রতিবাসিনী; সহায়—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ! দাও, মা—তোমার পিতাকে প্রসন্ন মনে বিদায়! মুছে দাও—তুমি শর্য্যাতির কন্যা! তুমি চ্যবন-পত্নী ব্রাহ্মণী।

গীতকণ্ঠে বনভূমির আবির্ভাব।

বনভূমি।— গান।

আমি নিলুম মা তোর সকল ভার।
এস এস নববধূ আমার—
বনভূমি আমি পরমাশ্রয়
ঋষি-সঙ্গিনী উদাসিনীর॥

আমি শাশুড়ীর মত অগাধ আদরে মুছাব ও মুখখানি,
আমি ননদীর মত কত ভালবাসা জানি ;
আমি সখীর মত সাজাব গো তোরে,
দাসীর মত যাব সেবা ক'রে,
আমি সকল বিষয়ে সকলের মত
সকল প্রকারে শুধিব ধার।

সুকন্যা। [শর্য্যাতির হাত ধরিয়া] এস, বাবা তবে! আমার জন্য ভেবো না। এখন আমার ভাবনা—কি ক'রে তোমাদের এ ঋণ শোধ কর্‌ব!

শর্য্যাতি। আশীর্ব্বাদ করি—মা, না—আর আশীর্ব্বাদ চলে না! ক্ষত্রিয়-কুমারী ছিলি—ব্রাহ্মণী হয়েছিস্! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—পতিভক্তি-বলে আমার পূর্ব্বপুরুষদের তুষ্ট কর; তা' হ'লেই আমার সব ঋণ পরিশোধ।

সুকন্যা। দাদা, ছোট দাদাকে কিছু ব'লো না! তাঁকে আবার সংসারী কর্‌বার চেষ্টা ক'রো; আর কুমারদের একবার পাঠিয়ে দিয়ো—আমি আস্‌বার সময় তাদের দেখে আসি নি! আর বড়-বৌরাণীকে ব'লো—তাঁর স্নেহ আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বনা! [কণ্ঠরোধ হইল]

আনর্ত্ত। আলোক, তুমি যেমন ছিলে, তেমনি ভাবেই সুকন্যার কাছে থাক—কোন কষ্ট হবে না, আমি তার ব্যবস্থা কর্‌ব। আর প্রত্যহ একবার এসে তোমাদের দেখে যাব। আসি, ভগিনি! চলুন, পিতা! [অগ্রসর]

শর্য্যাতি। [উচ্চকণ্ঠে] বনস্পতিগণ! বন্য পশু-পক্ষিগণ! আমার সুকন্যা রইল—রাজকন্যা কাননে রইল—তোমরা দেখো! [প্রস্থান।

আলোক। যা হোক্—রাজকন্যা, আজন্মটা মহাদেবের তপস্যা ক'রে দিব্যি মহাদেবের মতই বিভূতি-ভূষণ নড়িধরা বর পেয়ে গেলে!

সুকন্যা। অন্যায় কি হয়েছে, সখি? স্বামী—স্বামী; উপভোগের নন্—পূজার! হলেন্‌ই বা তিনি স্থবির!

আলোক। তা হবে বই কি? হাতের মোয়া ছেড়ে দিয়ে ক্ষিধের জ্বালায় এখন তোব্‌ড়া বেগুণে কামড়! তোমার কি? তোমার এখন খাঁকৃতির মহল, যাহোক্ একটা জায়গা যোড়া হ'লে হয়! বলি—রাজ-কুমারি, তুমি ত না হয় পূজো ক'রেই প্রাণের আপ্‌শোষ টাল্‌লে! এখন আমি করি কি—দাঁড়াই কোথা?

সুকন্যা। আসুন—প্রভু, কুটিরে নিয়ে যাই! [হস্ত ধারণ]

বনভূমি।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

এস এস নব দম্পতি,
আমি বরণ ক'রে ঘরে তুলি—
আমার সাধের হর-পার্ব্বতী;
গাও লো কোকিলা বাসর-গীত,
নাচ্‌লো ময়ূরী যা তোর রীত,
সাজা লো কুসুম-ভূষণে লতা,
জয় দাও বন-রাণী-রাজার।

গীতকণ্ঠে বনচর বনচারিণীগণের প্রবেশ।

কোকিল-দম্পতি।—

গান।

কুহু কুহু কুহু কুহু,
ও আমাদের বনের রাজা, ও আমাদের বনের রাণী।
আজ তোমাদের বিয়ের বাসর—
গাইব কি ছাই—কি গান জানি।
কুহু কুহু কুহু কুহু কু—

ভ্রমর-দম্পতি।— গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরি,
আমরা ভ্রমর-ভ্রমরী,
প্রাণ ভ'রে আজ পান করি ওই যুগল ভাবের মাধুরী ;—
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্—

প্রজাপতি-দম্পতি।— ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ উড়্‌ছি মোরা,
প্রজাপতি প্রণয় মাখা,
বিয়ের রং‌এ রঙিন্ পাখা
ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্—

মলয়।— দোল্ লো এসে মলয় হাওয়ায়
ওলো ফোটা ফুল,

ফুল।— দুল্ দুল্ দুল্ দুল্—

ময়ূরী।— নাচ্‌রে ময়ূর পেখম খুলে,

ময়ূর।— চাও লো ময়ূরী বদন তুলে,
ধিন্ তা—তা ধিন্ ধিন্।

যথাক্রমে সকলে।—
কুহু কুহু কু—গুন্ গুন্ গুন্—ফুর্ ফুর্ ফুর্,
দুল্ দুল্ দুল্— ধিন্ তা—তা ধিন্।

সকলে।—
ও আমাদের বনের রাজা, ও আমাদের বনের রাণী,
আজ তোমাদের বিয়ের বাসর, আমরা উদাস বনের প্রাণী।
আজ আমাদের খিক্ জীবনের—অমৃতযোগ উপস্থিত,
আজ আমাদের সফল হ'ল স্বভাব-পাওয়া নৃত্য-গীত।

যথাক্রমে সকলে।—
কুহু কুহু কু—গুন্ গুন্ গুন্—ফুর্ ফুর্ ফুর্—
দুল্ দুল্ দুল্—ধিন্ তা—তা ধিন্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

চঞ্চল একাকী গাহিতেছিল

চঞ্চল।

গান।

ওগো আমার জন্মভূমি।
স্বর্গ হ'তেও আদরিণী আমার, মোক্ষ হ'তেও তুমি॥
আমার ললাটের ঘাম লুকায়ে গোপনে,
মলয়-অঞ্চলে মুছে দাও,—
আমার শ্রান্ত শ্রবণে কত সুস্বরে
ঘুম-পাড়ানো গান শোনাও;
কে দিল অধরে ও অমিয় হাসি,
কোথা পেলে মাগো এত স্নেহরাশি,
আমি তোমায় ভালবাসি কি না বাসি, তুমি আছ মুখ চুমি॥

শশব্যস্তে ভুরিসেন উপস্থিত হইল।

ভুরি। পালিয়ে চ'—পালিয়ে চ', চঞ্চল—পালিয়ে চ' এখান হ'তে!

চঞ্চল। কেন? কেন? কি হয়েছে, বাবা—কি হয়েছে?

ভুরি। তাড়া করেছে—আমাদের তাড়া করেছে!

চঞ্চল। তাড়া করেছে! কে?

ভুরি। সংসার! স্বার্থ! ভাগ্য! দেখ্‌ছিস্ কি—পালিয়ে চ?

[চঞ্চল নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

আরে ম'লো—তুই কোথায় আছিস্ জানিস্?

চঞ্চল। কোথায় আর আছি—বাড়ীতে।

ভুরি। না, বনে—সর্পের গর্ত্তে—মৃত্যুর তত্ত্বাবধানে! পালিয়ে চ!

[চঞ্চল তদবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল]

আবার হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে! বুঝ্‌তে পারিস্ নি? এ ঘর-বাড়ী আমাদেব নয়—আমরা এখানকার উ'ড়ে আসা তিরস্কারের সঙ্গে দুটী উচ্ছিষ্ট প্রসাদের অধিকারী!

চঞ্চল। কই, আমি ত তেমন কিছু দেখি না?

ভুরি। দেখ্‌বি বৈ কি—তোর কি এখনও চোখ ফুটেছে?

চঞ্চল। নিতান্ত ছেলেমানুষটীও ত আমি আর নাই, বাবা?

ভুরি। [সোৎসাহে] বড় হয়েছিস্? বড় হয়েছিস্? বাঃ! দেখ্ তবে চারিদিকে চেয়ে—শত্রু—সব শত্রু! মিত্রের নামে যারা—সব শত্রু—ছদ্মবেশী! পিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত, ভ্রাতা কিছু নয়—সম্বন্ধের দিগ্‌ভ্রম—গুম্‌রে পোড়াবার ছাইচাপা তুষের আগুন! আরও বুঝ্‌বি—আরও বড় হ!

চঞ্চল। আশীর্ব্বাদ কর—বাবা, আমি যেন ছেলেমানুষই থেকে যাই। ও রকম বড় যেন আমায় জীবনে হ'তে না হয়! বুঝেছি যা তোমার হয়েছে।

ভুরি। তবে কি তুই যাবি না?

চঞ্চল। কোথায় যাব?

ভুরি। আমার সঙ্গে।

চঞ্চল। তুমি ত চলেছ সর্ব্বনাশের পথে।

ভূরি। তোকেও যেতে হবে—তুই আমার পুত্র।

চঞ্চল। ও দাবী তোমার চলে না, বাবা! তুমি যদি একটা দিনের জন্য পিতার পুত্র হ'য়ে দেখাতে, বল্‌তে হ'ত না আজ—আপনা হ'তেই তোমার অনুসরণ কর্‌তাম! সে শিক্ষা ত দাও নি—দাবীও সাজে না। যত অধর্ম্ম হয় হবে—তুমি যাও—আমি যাব না।

ভূরি। যাবি না? থাক্‌বি কোথায়?

চঞ্চল। মায়ের বুকে প'ড়ে!

ভূরি। কে মা? তোর মা নাই—তার মৃত্যু হয়েছে! যাকে মা ব'লে আস্‌ছিস্‌, সে আমার শেখানো। মূর্খ, মরেছিস্‌ পরের মাকে মা বল্‌তে শিখে! ভুলে যা—

দক্ষিণা উপস্থিত হইলেন।

দক্ষিণা। আগে আমায় ভুলিয়ে দাও, দেবর! আমিও যে মরেছি—পরের ছেলের মা হ'তে শিখে!

চঞ্চল। মা—মা—আমায় রক্ষা কর, মা! আমায় কেড়ে নিতে এসেছে—আমি যাব না।

[দক্ষিণার অঞ্চলাগ্র জড়াইয়া ধরিল]

দক্ষিণা। যা—যা—পরের ছেলে তুই! কি সুখ পাবি তুই আমার কাছে থেকে? আমি তোর মা নই! তোর মা ম'রে গেছে—আমি তোর শেখানো মা। [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন]

চঞ্চল। কিন্তু কি মধুর—তুমি আমার শেখানো মা! কি জুড়ানো তোমার শীতল বুকখানি! দেখি নি কখন গর্ভধারিণীর মুখ—বল্‌তে পারি না সে কেমন! তবে এ আমি বল্‌ব, গর্ভে ধ'রে মা হওয়া ততটা উচ্চের নয়—যতটা উচ্চের, গর্ভে না ধ'রে মা হওয়া! আমি যাব না, মা! তুমি আমার সেই মা—গর্ভধারিণী হ'তেও।

দক্ষিণা। [সোচ্ছ্বাসে] দেবর! দেবর! নিয়ে যাও—যদিও তুমি জন্মদাতা পিতা—যদিও আমি শেখানো মা, তবু এ ধনের জন্ত আজ আমার কাছে তোমায় ভিক্ষা কর্‌তে হবে; আমি মা হ'তে শিখেছি।

ভূরি। [স্বগত] বাঃ ভেল্কি! বাঃ ভেল্কি! বাঃ ভেল্কি!

দক্ষিণা। কি হ'লে দেবর তুমি? কিসের অভিমান তোমার? তুমি কি চাও—আমায় বল? দেখ, তুমিও এই রকম মাতৃহীন ছিলে, আমিই তোমায় এতটুকু হ'তে মানুষ করেছি—হাতে ক'রে খাইয়েছি—হাতে ধ'রে সংসার পাতিয়ে দিয়েছি। [সকরুণ স্বরে] হতভাগী ম'রে গেল—আমার জন্ম রেখে গেল জীয়ন্তে চিতা—তার ভাল হোক্! কি চাও, দেবর তুমি? কি হ'লে তুমি সুখী হও? আমার কাছে সঙ্কোচ ক'রো না—চেনো ত আমায়?

ভূরি। [স্বগত] বাঃ—বাঃ—বাঃ! ধূলো-পড়া যে আবার আমার গায়েও!

দক্ষিণা। তুমি ত এমন ছিলে না? এই পিতা, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ত এঁরা ছিলেন—এই তিরস্কারই ত পূর্ব্বাপর ক'রে আস্‌ছেন; কখনও ত এমন ভ্রূকুঞ্চন, এমন মুখের বিকৃতি, এমন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প দেখি নাই? ভৎ র্সনা করেছেন—আমার আঁচল ধ'রে এসে কেঁদেছ। আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, বুঝে গেছ—সে তিরস্কার নয়, তোমারই ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনা! আজ সেই আমি—কোথায় ভেসে গেছি! সেই তুমি—দিশেহারা মরীচিকাময় কোন্ মরু-প্রান্তরে দাড়িয়ে!

ভূরি। [স্বগত] ভোজবাজি! ভোজবাজি! মাথা খেলে বুঝি!

দক্ষিণা। দেবর! আমি বলি, তুমি আবার বিবাহ কর, তা' হ'লে বোধ হয়, সংসারটায় এতটা বিষ লাগ্‌বে না। তুমি সম্মত হও—আমি তোমার যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করি।

ভুরি। [স্বগত] না, আর দাঁড়ানো হবে না। [চঞ্চলের প্রতি] চঞ্চল, যাবি কি না ?

আনর্ত্ত উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। কোথা যাবি, ভুরিসেন ? কোথা যাবি, ভাই ? এ পবিত্র নন্দন-কানন ছেড়ে, পুত্রের হাত ধ'রে কোন্ কুহেলিকার অন্ধকার-গর্ভে আত্মঘাতী হবি বল্ দেখি ?

ভুরি। [স্বগত] বিষ বাণ ! বিষ-বাণ ! ফুল-মালার আকারে নাগ-পাশ !

আনর্ত্ত। কথা কচ্ছিস্ না যে ? ভ্রুকুটী কর্‌ছিস্ কেন ? বল্, ভাই—মনের কথা মুখে বল্—বাক্য-বাণ হ'তে ঘৃণার দৃষ্টি যে আরও শাণিত ! বল্‌বি না ? আচ্ছা, অন্যায় হ'য়ে থাকে, আমি তোর জ্যেষ্ঠ —তুই আমার প্রাণের—তোর কাছে মান-অপমানের কান্না আমি কাঁদি না। মার্জ্জনা চাচ্ছি, জ্যেষ্ঠ আমি—তোর কাছে অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছি ! শত্রু হাসাস্ না—সুখের হাট পায়ে ক'রে ভাঙিস্ না ! আমরা এই পবিত্র সম্মেলনে বাসব-বিজয়ী—আমাদের সে দর্প আপনা হ'তে চূর্ণ ক'রে দিস্ নি ! না হয় তুই থাক্—আমি যাই। আমি আমার জন্য বলি নি, ভাই ! বল্‌ছি, তোরই পরিণামের বিভীষিকা চিত্রে শিউরে উঠে—তোরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য।

ভুরি। চঞ্চল, যাবি না ? না, আমি তোকে রেখে যাব না—আমার নাম এখান হ'তে উঠে যাক্—আমার স্মৃতি-চিহ্ন এ প্রাসাদ হ'তে মুছে যাক্। আয়—তোর টুঁটী টিপে মেরে রেখে যাই ! [চঞ্চলকে ধারণোদ্যত, আনর্ত্ত বাধা দিলেন]

আনর্ত্ত। করিস্ কি—করিস্ কি, পাগল ?

শর্য্যাতি উপস্থিত হইলেন।

শর্য্যাতি। [রক্তচক্ষে ভুরিসেনের প্রতি] দূর হও—দূর হও, কুলাঙ্গার! আর দুধ দিয়ে চক্র তুল্‌তে দেবো না তোমায়—যা হয় দূরে থেকে কর গে! দূর হও—তুমি আমার পুত্র নও! যদিও জগৎটা সেটা মান্‌বে না—ধিক্কার দেবে পুত্রকামনাকে, তবু আমি তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ব—সমুদ্রে শুক্তিও হয়, কিন্তু তাকে বল্‌তে হবে রত্নাকর! দূর হও—আমি তোমার মুখ যত দেখ্‌ছি, ততই যেন নরকের দিকে ধাপে ধাপে নাম্‌ছি! দূর হও তুমি—পূর্ব্ব-পুরুষগণের এ পুণ্যভূমি হ'তে—আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি!

ভুরি। [চঞ্চলের প্রতি ক্রোধ ও অভিমানে] যাবি না? যাবি না? যাক্, একটা বন্ধন ছিল, ছিঁড়ে দিলাম! কি ভাগ্যবান্ আমি—আপনার পুত্রে পর্য্যন্ত স্বত্বাধিকার নাই! [প্রস্থান।

চঞ্চল। বাবা! বাবা!

দক্ষিণা। দেবর! দেবর!

আনর্ত্ত। ভাই! ভাই!

শর্য্যাতি। চুপ্! চুপ্! [আনর্ত্তের প্রতি] এখন তোমার কোন কাজ আছে?

আনর্ত্ত। একবার তপোবনে যাবার প্রয়োজন ছিল।

শর্য্যাতি। যাও, এ বেশটা পরিবর্ত্তন ক'রে যাও। কন্যা আমার এই প্রথম গৈরিকবসনা, রাজপোষাকের জাঁকজমকটা তার চোখে এখন যত না পড়ে।

আনর্ত্ত। অস্ত্র?

শর্য্যাতি। তপোবনের অসম্মান হবে। দরকারই বা কি? দুজন সৈনিক সঙ্গে নাও গে, তারা আশ্রমের বাইরে থাক্‌বে।

আনর্ত্ত। চঞ্চল, তোমার দাদা কোথায় দেখ ত, বাবা। তোমাদের দুটী ভাইকে তোমাদের পিসি-মা দেখ্‌তে চেয়েছেন; আমার সঙ্গে চল।

শর্য্যাতি। না, আজকে তুমি রেবতকেই নিয়ে যাও, চঞ্চলকে আর একদিন নিয়ে যাবে; আজকার দিনটা ও আমার কাছেই থাক্। আয়—ভাই, হাত ধর্—চ—আমায় নিয়ে চ!

[চঞ্চল শর্য্যাতির হাত ধরিয়া গাহিল]

চঞ্চল।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

ছাড়ুক যে ছাড়ে পিতা মাতা,
মাগো তুমি যেন মোরে ছেড়ো না,
আমি রইনু তোমার আদরে ভরিয়া,
মা হ'তে যেন ছেড়ো না;
ভক্ত না হই সজল আঁখিতে,
রক্ত না ঢালি তোমারে রাখিতে,
নিয়ো মা পূজায় অবহেলাময়, এ তপ্ত প্রাণের ধূমই॥

[শর্য্যাতি সহ প্রস্থান।

আনর্ত্ত। [দীর্ঘশ্বাস সহকারে] ভাই হ'ল বিদ্রোহী!

[প্রস্থান।

দক্ষিণা। [দীর্ঘশ্বাস সহকারে] আর এ গৃহের মঙ্গল নাই!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম

অন্ধ চ্যবনের হস্ত ধরিয়া সুকন্যা দাঁড়াইয়াছিলেন

চ্যবন। সূর্য্য উঠ্‌ছে, সুকন্যা ?

সুকন্যা। হাঁ, প্রভু! দিনদেবতা উদয়াচলে।

চ্যবন। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে বল দেখি? উষার প্রসারিত শ্যাম ললাটে উজ্জ্বল সিন্দূর বিন্দু অন্ধকারের গর্ভ ভেদ ক'রে চক্রবাল রেখায় তরল স্বর্ণ-গোলক—বড় সুন্দর—না? তার কনকরশ্মি ধীরে ধীরে বিশ্ব জগৎকে চুম্বন করছে, আর সেই অযাচিত আদরে অন্ধকার গুহা পর্য্যন্ত খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ছে, দেখ্‌ছ কেমন মধুর? আচ্ছা, পাখীরা সেই রকম পাখা রঙিন্ ক'রে মাতোয়ারা এদিক্ ওদিক্ ছুটছে ত? ফুলগুলি দলে দলে ফুটে উঠে মলয় হিল্লোলে শির-কম্পনচ্ছলে সেই রকম তার অভ্যর্থনা করছে ত? মৃত বিশ্ব তার সুধামৃত পানে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠছে ত?

[সুকন্যা নীরবে নতমুখে ছিলেন]

এ কি—কথা কচ্ছ না যে? শোভায় বিভোর হ'লে?

সুকন্যা। না—প্রভু, শোভা আমার চক্ষুঃশূল!

চ্যবন। [সাশ্চর্য্যে] চক্ষুঃশূল! শোভা—

সুকন্যা। তুমি যে আমার শোভা দর্শনে বঞ্চিত, প্রভু?

চ্যবন। তাতে কি? আমি বঞ্চিত আমার কর্ম্মের দোষে!

সুকন্যা। না—প্রভু, আমার কর্ম্মের দোষে! আমি যে নিজ হাতে তোমায় অন্ধ করেছি, দেব?

চ্যবন। ভালই করেছ, দেবি! তা না হ'লে আমি জ্ঞানের রশ্মি —প্রেমের আলোক তোমায় পেতাম কোথায় ?

সুকন্যা। ব'লো না—ব'লো না—দেব, তুমি যতই আমায় উর্দ্ধে তোল, আমি যেন ততই নীচেয় প'ড়ে যাই! অলঙ্কার আমার সজ্জা নয়— বিশেষণ আমার লজ্জা!

চ্যবন। কেন—দেবি, আপনার ওপর এত অভিমান ?

সুকন্যা। কেন? ইচ্ছা হয় না কি তোমার—একবার মুগ্ধ নেত্রে তপোবনের এই সুকুমার সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে? এই ভগবৎ সৃষ্টির লীলা-লহরী প্রাণভ'রে অনুভব কর্‌তে? এই প্রেম-প্লাবিত নিখিল বিশ্বে আত্মহারা হ'য়ে ডুব দিতে?

চ্যবন। হ'ত না, সুকন্যা—হয়ও নাই কখনও। তবে কি জান— রাজকন্যা, চক্ষু থাকৃতে, এক ঈশ্বর ছাড়া কখনও কোনদিকে চেয়ে দেখি নি! বুঝি নি—ভগবান্ হ'তেও ভগবানের সৃষ্টি আরও চক্ষু-জুড়ানো! আজ চক্ষু হারিয়ে দেখ্‌ছি, সব সুন্দর—সব ব্রহ্মময়—সব দর্শনের!

সুকন্যা। [ব্যাকুল চিত্তে] ভগবন্—আমায় অন্ধ কর! আমার স্বামীর দৃষ্টি গেছে—আমি তোমার কিছু দেখ্‌তে চাই না।

চ্যবন। না, দেবি—তুমি দেখ; তোমার অন্ধ হ'লে চল্‌বে না— তোমার দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হোক্! তুমি এই বিরাট্ সৌন্দর্য্য সবিস্ময় নেত্রে দেখ, আর কম্পিত গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আদ্যোপান্ত তার বর্ণনা ক'রে যাও। আমি তোমার সুধাকণ্ঠে শান্তিময় বিশ্বসঙ্গীত শুনি আর শ্রবণ দিয়ে সারা জীবনের দর্শন-পিপাসা মিটিয়ে নিই।

সুকন্যা। প্রভু, চক্ষু হ'তে মূল্যবান্ কি কিছুই নাই? কারে বিনিময়ে কি চক্ষু পাওয়া যায় না?

চ্যবন। তা যদি যেতো—অন্ততঃ একবার—তা' হ'লে আর আমি কিছুই দেখ্‌তাম না, সুকন্যা! একবার প্রাণভ'রে তোমায় দেখে নিতাম।

সুকন্যা। আমায়!

চ্যবন। হাঁ—বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্য—তোমায়! ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রেরণা—তোমায়।

সুকন্যা। যে পাপিষ্ঠা আমি তীব্র কণ্টকে তোমার চক্ষুরত্ন বিদ্ধ করেছি?

চ্যবন। যে পুণ্যময়ী তুমি জ্ঞান-শলাকায় অভিমানান্ধ আমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছ!

সুকন্যা। দেব! দেব!

চ্যবন। ব্যথিতা হ'য়ো না—দেবি, চক্ষু হারিয়ে আমি চৈতন্য পেয়েছি। চৈতন্যরূপিণী তুমি—ঐ সুকুমার প্রেম পবিত্র-হৃদয়ের অগাধ সৌন্দর্য্য-সম্ভার নিয়ে আমার তপোবনে—না--না—মরুভূমে উদয় হ'য়ে, অবজ্ঞাত—অপমানিত—অদর্শিত ফিরে যাচ্ছিলে; মোহান্ধ, আত্মপরায়ণ, লক্ষ্যহারা, ভ্রান্ত আমি ঊর্দ্ধ নেত্রে ঈশ্বরই দেখ্‌ছিলাম। দেখেও দেখি নি—সম্মুখে তুমি সেই ঈশ্বরের অপার মহিমময় বিচিত্র শিল্পের চরম উৎকর্ষ! কবি দেখ্‌ছিলাম—দেখি নাই তার কামগন্ধহীন কল্পনার মুগ্ধকর কাব্য! ভাব্‌তে পারি নাই—সুকন্যা, তুচ্ছ হ'লেও, ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখ্‌বার; কামচক্ষে নয়—প্রেম-চক্ষে! আমার অন্ধ হওয়াই উচিত—সুকন্যা, তোমার হাতেই—ঠিক হয়েছে।

সুকন্যা। [দৃঢ়ভাবে] আমি তোমার চক্ষু দেবো, স্বামি! জীবন-পাতে হোক্, জন্ম দিয়ে হোক্, যে হস্তে অন্ধ করেছি, তার জন্য কুষ্ঠ ব্যাধি কামনা ক'রেই হোক্—আমি তোমায় চক্ষু দেবো। দাও তোমার পদধূলি —দেখি, কে আছে চক্ষুর দেবতা! আমি তাঁর সাধনা কর্‌ব—তাঁকে

অশ্রুজলে গলাব—ত্যাগ-মন্ত্রে স্বর্গের আসন টলিয়ে দিয়ে, এই দূর বনভূমে টেনে আনব।

সহসা অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবির্ভূত হইলেন।

১ম কুমার। আপনা হতেই এসেছি, দেবি! চক্ষুর দেবতা আমরা—তোমার কিবা সাধনায়।

২য় কুমার। তোমার আবার সাধনা কি, দেবি? তুমি যে নিত্যসিদ্ধা!

সুকন্যা। এসেছেন আপনারা? অযাচিত আশীর্ব্বাদের মুক্তহস্ত তুলে করুণার মূর্ত্তিমান্ দেবপুরুষদ্বয়! দেখুন—দেব, আমার অন্ধ স্বামী! দেখুন, আমার নিজকৃত কর্ম্মের ফল।

১ম কুমার। অনুতাপ ক'রো না, ভগিনি! এ ফল তোমার কর্ম্মের নয়—তোমার স্বামীরই সৃষ্টি-অবমাননার। তবে তুমি যখন তাঁর হাত ধরেছ, আর কর্ম্মফলের দাঁড়াবার স্থান নাই—সকল ভোগের অবসান! স্বর্গবৈদ্য আমরা—এই মুহূর্ত্তে এর প্রতিকার করছি। চিরস্মরণীয়া তুমি—আমাদের আশ্রয় দান করেছ।

সুকন্যা। না—দেবপুরুষগণ, তার প্রতিদান আমি চাই নি—সে আমার কর্ত্তব্য! আমি স্বামীর চক্ষু কামনা করি—আমার অশ্রুর বিনিময়ে—আমার যা কিছু পূজা দিয়ে।

২য় কুমার। তবে একটা কথা—দিদি, বড় সমস্যার কথা! কণ্টক-বিদ্ধ ও চক্ষে ত আর জ্যোতি হবার সম্ভাবনা দেখি না! ও চক্ষু দুটি তুলে দিয়ে ঐ স্থানে অন্য কারও নিখুঁত চক্ষু এনে বসাতে হবে। স্বামীর মঙ্গল চাও-ত সংগ্রহ কর।

সুকন্যা। [সানন্দে] সংগ্রহ আছে, দেবগণ—সংগ্রহ আছে।

১ম কুমার।—কই? কোথায়? দাও?

সুকন্যা। এই কথা! দাঁড়াও—তুলে দিই।

[কণ্টকে নিজচক্ষুঃ উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইলেন ; অশ্বিনী-কুমারদ্বয় বাধা দিলেন]

২য় কুমার। ওকি! ওকি কর্‌ছ?

সুকন্যা। চক্ষু দিচ্ছি।

১ম কুমার। নিজের চক্ষু! আপনি অন্ধ হ'য়ে! জন্মটাকে ব্যর্থ ক'রে?

সুকন্যা। এক জন্ম কি বল্‌ছেন, দেবগণ! সাত জন্ম অন্ধ হবার অভিশাপ নিয়ে তার বিনিময়ে যদি আমার স্বামীর চক্ষু পাবার বর পাই, আমি প্রস্তুত। চক্ষু! তুমি ত আছ আমার সাজানো। তুমি গেলেও আমার দৃষ্টি যাবে না। যাও তবে—এ বাহ্যিক জগতের চাকচিক্য হ'তে।

[উৎপাটিত করিতে উদ্যত, চ্যবন হাত ধরিলেন]

চ্যবন। থাম, সুকন্যা! আমি চক্ষু চাই না! আমি এই অন্ধকারের মধ্যেই একটা পরম আলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি—জীবনে যা দেখি নাই। এ সাধনা-দুর্লভ আদরের আঁধার হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'রো না—আমি চক্ষু চাই না।

সুকন্যা। না, স্বামি—তোমায় চক্ষু নিতে হবে। আমার চক্ষুর বিনিময়ে তোমার দৃষ্টিশক্তিলাভ—এ সুযোগ আমি ছাড়্‌তে পার্‌ব না! আমার চক্ষে জগৎ কেবল উত্তপ্ত অশ্রুস্নান কর্‌বে, তোমার দৃষ্টিতে মৃত যা—ব সঞ্জীবনী-শক্তি পেয়ে জয় জয় রবে জেগে উঠ্‌বে। [কণ্টক তুলিয়া] এই সেই কণ্টক—যে কণ্টকে একদিন তোমার চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করেছিলাম। ফেলি নাই—আদরে রক্ষা ক'রে এসেছি—এ আজ আমার

মহৎ উপকার কর্‌লে—নরকের অন্ধকারে নামিয়েছিল—স্বর্গের উজ্জ্বল তোরণে টেনে আন্‌লে !

[চক্ষু তুলিতে উদ্যত হইলেন]

২য় কুমার। থাক্—সুকন্যা, আর তোমার চক্ষু তুলে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পতিব্রতা তুমি—তোমার চক্ষের দৃষ্টিতেই জগতে অসাধ্য সাধিত হ'য়ে যাবে। দাঁড়াও তুমি তেজস্বিনী মহাসতী—ঐ রকম আত্মত্যাগে ভরপূর হ'য়ে; তোমার অন্ধ স্বামীকে স্পর্শ কর—আমরা তোমার নাম নিয়ে, তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে তোমার স্বামীর চক্ষু দান করি।

উভয়ে। [চ্যবনের চক্ষে হস্ত দিয়া] চক্ষুষ্মান্ হও, ব্রাহ্মণ !

চ্যবন। [চক্ষু মেলিয়া] সুন্দর—সুন্দর—অতি সুন্দর !

গীতকণ্ঠে দিব্যাঙ্গনাগণ আবির্ভূতা হইলেন।

দিব্যাঙ্গনাগণ।—

গান।

ধন্যা ভুবনে তুমি রবিকুল-কন্যা, ধন্যা জগতে তুমি সতী।
ধন্যা ধরণী তব পবিত্র জন্মে, ধন্য তোমার যিনি পতি ॥
সাবিত্রী দিয়ে গেছে স্বামীর জীবন দান,
চক্ষু দানিলে তুমি, তা হ'তে মূল্যবান্,
তোমার আসন কোথা, কে করিবে নির্ণয়, ধারণাতীত তব গতি ॥
দেবীর আদর্শ তোমায় দেখিব ব'লে,
স্বর্গ লুটিছে দেখ মর্ত্ত-চরণতলে,
আশিস্ চলে না তুমি পূজনীয়া মোসবার, ধর নারী কুলের প্রণতি ॥

[সুকন্যার গলে পুষ্পমালা দিয়া অন্তর্দ্ধান।

সুকন্যা। [সানন্দে] কি দেবো, দেবগণ ! কি দেবো আপনাদের—এ কলঙ্ক মুছে দিয়ে আমার স্বামিসেবার অধিকারিণী করার প্রণামী ?

এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অপমৃত্যু জন্মটায় জীবন দেওয়ার পারিশ্রমিক? সারা জীবনের অশ্রুতে যে এর বিনিময় হয় না! ভক্তি যে এর সঙ্গে তুলাদণ্ডে অনেক গুণে হাল্কা হ'য়ে পড়ে! আমি কাঙালিনী—আমার দেবার কিছুই নাই—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

১ম কুমার। যথেষ্ট! আর কি চাই? [প্রস্থান।

২য় কুমার। শান্তিলাভ কর, ভগিনি! বিদায়। [প্রস্থান।

সুকন্যা। কি দেখ্‌ছ—প্রভু, নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে আমার মুখ-পানে চেয়ে?

চ্যবন। সংসার। কি সুন্দর সংসার! কি সুন্দর ভগবানের সৃষ্টি! কি সুন্দর তোমাতে এই কামলেশহীন রূপ-গুণের একত্র সমাবেশ! সুকন্যা, তোমার নাম সুকন্যা কে রাখ্‌লে?

সুকন্যা। এস—প্রভু, কুটিরে যাই। [হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন]

চ্যবন। সে সিদ্ধ—সে সিদ্ধ! সে সংসারে থেকেই সর্ব্বদর্শী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! দেখ—কি সুন্দর এ সংসার!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সংসার ও মায়ার আবির্ভাব।

গান।

সংসার।— দেখ দেখ আমার মোহন রূপ।
মায়া।— আমি এই রূপ-সাগরের রতন মাণিক
আমি এই ঠাকুরঘরের ধূপ॥
সংসার।— ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক আমি
বেদাগ সোনার চাঁদ,
মায়া।— খাঁড়া-ছাড়া কালী আমি
বিনা ফাঁসের ফাঁদ;

সংসার।— বাঁশী-বিহীন কেষ্ট আমি,

মায়া।— আমি হই কুঞ্জহীনা রাধা,

উভয়ে।— রাস আমাদের তে-শূন্যে

মানি না কোন আটক-বাধা ;—

সংসার।— আমার নাচে পাষাণ কাঁদা,

মায়া।— আমার গানে জগৎ চুপ্,

সংসার।— আমি হই প্রেমের পাহাড়,

মায়া।— আমি রসের অতল কূপ ॥

[অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম-পথ

বৈরাগীবেশে কুশস্থলীর সৈন্যগণ গীতকণ্ঠে যাইতেছিল

সৈন্যগণ।—

গান।

আশার বাসা পুড়িয়ে দে মন,

হস্ না নেশার বশ।

মিছে পাথর চুষে চোয়াল ছিঁড়িস্,

ভোলা মন কোথা পাবি মধুর রস ॥

কোথায় ছুটেছিস্ বাতুল,

তোর আশা-গোড়া ভুল,

ওরে মরীচিকায় দেখিস্ নদী,
শূন্যে সবুযে ফুল ;
তুই মূল না ধ'রে কামড়ে ছালে
বোকা মন মুখে কেবল খয়াস্ কষ্ ॥
কুসঙ্গগুলো ছাড়্—দেখ্‌বি পরিষ্কার,
মাটি ন'স তুই খাঁটি সোনা,
জ্যোতির কি বাহার ;
তুই জ্ঞানগুরুকে কৃষক ক'রে
পাজী মন জীবন-জমি চুটিয়ে চষ্ ॥
আর ভাবনা কি তোর বল্,
পাবি অমূল্য কমল,
ভক্তি বিমল, গঙ্গোদক আর
চতুর্ব্বর্গ ফল ;
ওরে বল্ হরিবোল বিভোল চিতে
কেন দিস্ মানব-জন্মে অপযশ ॥

[প্রস্থান।

আনর্ত্ত ও রেবত উপস্থিত হইল।

রেবত। কাকা এখন কোথায় গেলেন, বাবা ?

আনর্ত্ত। চুলোয়! বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না? এতদিন যেটা ভেতরে ভেতরে ধোঁয়াচ্ছিল, এইবার সেটা দাউ দাউ ক'রে জ'লে উঠ্‌ল! সে বারিদ সিংহের কাছে—বারিদ সিংহের কাছে! সিংহশিশু শৃগালের আশ্রয়ে!

রেবত। [শিহরিয়া উঠিল] সর্ব্বনাশ! কি হবে, বাবা ?

আনর্ত্ত। ধ্বংস! গৃহ-বিচ্ছেদ হ'লে সংসারে যা হয়।

রেবত। [ব্যাকুল ভাবে] বাবা—

আনর্ত্ত। [বিরক্তি ভাবে] ধ্বংস! চ'লে চ'।

[কতিপয় সৈনিক আসিয়া বেষ্টন করিল]

[সাশ্চর্য্যে] এ কি! কে তোরা? দস্যু?

সৈনিক। হাঁ, তাই।

আনর্ত্ত। কি চাস্?

সৈনিক। শির।

আনর্ত্ত। [নিজ সৈনিকদের প্রতি উচ্চকণ্ঠে] সৈনিক—সৈনিক—

সৈনিক। তাদের মাথা ঐ দেখ গড়াগড়ি যাচ্ছে, কথা কইবার অবকাশ পায় নি।

রেবত। তাই ত, বাবা! অস্ত্র নাই যে।

আনর্ত্ত। থাক্‌বে না—থাক্‌বে না—ভাগ্য বেঁকে দাঁড়িয়েছে! পুত্র—আর আমাদের রক্ষা নাই!

বারিদ সিংহ উপস্থিত হইলেন।

বারিদ। রক্ষা আছে—সন্ধি কর! বারিদ সিংহের কাছে যে করের দাবী করেছিলে—সেই কর তুমি দাও, আর তোমাদের যে হোক্ একজন তার প্রতিভূ থাক্।

আনর্ত্ত। [উদ্দেশে] ভূরিসেন—কর্‌লি কি, ভাই? আমায় হত্যা ক'রে এলি না কেন? কার মুখ দিয়ে কি কথা শোনালি?

বারিদ। ভাব্‌ছ কি—বীর, সন্ধি কর—

রেবত। একখানা অস্ত্র দিতে পার?

আনর্ত্ত। নিষ্ফল প্রার্থনা, অবোধ! যে চোরের মত সুযোগ-প্রতীক্ষায় ঝোপের পাশে ব'সে থাকে—দস্যুর মত অতর্কিতভাবে নিরস্ত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—বর্ব্বরের মত সজাগ অবস্থায় আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে, সে কত সহৃদয় যে, তোমায় অস্ত্র দেবে? তুমি মুক্তি চাও এই প্রলাপ

সেথা সন্ধির বশে ? দ্বারবতীকে কবন্ধ ক'রে আমায় তার প্রতিভূ রেখে ?

রেবত। [সগর্ব্বে] না—মুক্তি চাই—সূর্য্যবংশের গৌরব মেখে—বীর-প্রসবিনী দ্বারবতীর অমর গাথা গেয়ে—জল্লাদের খড়্গে জীবন দিয়ে—তোমার পুত্র হ'য়ে! বারিদ সিংহ—

আনর্ত্ত। চুপ্ কর, বালক! বারিদ সিংহ, আমরা বন্দী! তুমি কি কর্‌তে চাও ?

বারিদ। সন্ধি।

আনর্ত্ত। ভুলে যাও!

বারিদ। রক্ষার আশা ছেড়ে দিলে ?

আনর্ত্ত। অনেক দিন—যে দিন ভাইয়ের আশা ছেড়েছি।

বারিদ। আনর্ত্তের কশাঘাতে বারিদ সিংহকে কুকুরের মত পোষ মানিয়ে রাখ্‌বে, সে আশাটা তোমার কত দিনের ?

আনর্ত্ত। এ বিজয়ের গৌরব তুমি ক'রো না, বারিদ সিংহ! এ যুদ্ধ তোমায় আমায় নয়—এ সংগ্রাম আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে।

বারিদ। তা' হ'লেও একটা দিক্ দিয়ে আমায় বাহবা দিতে হবে! দেখ, কি অমূল্য রত্নের অধীশ্বর আমি—যার আকর্ষণে আকাশ হ'তে সূর্য্য খ'সে আসে—ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি ধরে!

আনর্ত্ত। সেটা রত্ন নয়—রত্ন নয়, বারিদ! সেটা কি—আমি ভাষায় বল্‌তে পার্‌ছি না। তবে পতঙ্গ আলোক দেখে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যাতে ছুটে যায়, সেটা অগ্নিশিখা!

বুধ ও মঙ্গল উপস্থিত হইলেন

বুধ। আর এখানে দাঁড়ান উচিত নয়, রাজা! আমি একটা

লোককে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজধানী অভিমুখে ছুট্‌তে দেখ্‌লাম। শীঘ্র নিরাপদ্ হও।

মঙ্গল। [আনর্ত্তের প্রতি] বাবাজি, তোমার সেদিনকার কথা ক'টা দেবরাজকে বলেছিলাম। আমাদের চিন্‌তে পার্‌ছ ত ?

রেবত। চিন্‌ব বই কি, দেবনামধারী দুর্ব্বৃত্তগণ! তোমরা যে চির-চিহ্নিত! রেবতের অস্ত্রের দাগ যে তোমাদের কপাল হ'তে মিলোবার নয়!

বুধ। সাবধান শিশু—আর না।

আনর্ত্ত। কিসের আর না, দেবদূত ?

বুধ। বিদ্রূপের।

আনর্ত্ত। সেটা আমাদের আর না সাজ্‌লেও জগৎ ছাড়্‌বে কেন ? ঐ দেখ—সে দেবোদ্দেশে যে পুষ্পাঞ্জলি ধরেছিল, ফেলে দিচ্ছে! উন্মুখ প্রণাম ফিরিয়ে নিচ্ছে! তোমাদের এই অপূর্ব্ব বিজয়োৎসবে জয়-ঘোষণার পরিবর্ত্তে আজ কোটীকণ্ঠে তোমাদের অধঃপতন গান কর্‌ছে। কি আর বল্‌ব তোমাদিগে—একবার ভুরিসেনকে আন্‌তে পার্‌তে—তোমাদের এই গৌরবের মহিমা-ক্ষেত্রে! শুন্‌ত তোমাদের কথা ক'টা! দেখ্‌ত তার বংশে তারই দেওয়া কালি।

রেবত। বারিদ সিংহ—জল্লাদ! আমাদের হত্যা কর—যত শীঘ্র সম্ভব—যে উপায়ে ইচ্ছা।

বারিদ। সন্ধি কর্‌বে না ?

আনর্ত্ত ও রেবত। না।

মঙ্গল। আমাদের পূজা ?

উভয়ে। না।

আনর্ত্ত। যাও তোমরা এখান হ'তে। মৃত্যুকালে দেবতার মুখটা আর দেখ্‌ব না

বারিদ। না, এত শীঘ্র তোমাদের মরা হবে না! এস আমার সঙ্গে—জীবন্ত-মৃত্যুতে।

আনর্ত্ত। চল—যেথা ইচ্ছা।

রেবত। কোথা যাবে, বাবা? কারাগারে? কেন যাবে—বাবা, চোরের মত? কারো ত সাধ্য নাই, আমাদের অনিচ্ছায় জীবন্ত অবস্থায় এক পা এখান হ'তে টলাতে।

আনর্ত্ত। তা জানি, পুত্র—তবু চল, দিনকতক বাঁচাই যাক্—দেখা যাক্, নিজের ভাই কতদূরে দাঁড়ায়। আর দেখান যাক্—জগতে এমন কোন যন্ত্রণার আবিষ্কার হয় নাই—যার সম্মুখীন হ'তে আনর্ত্ত, রেবত পশ্চাৎপদ! চল, বারিদ!

রেবত। চল, ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক!

বারিদ। চল, সৈন্যগণ!

[মঙ্গল ও বুধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মঙ্গল। চল—ভায়া, আমাদেরও চল! ষাঁড়ের শত্রুকে ত বাঘ লেলিয়ে দেওয়া গেল।

বুধ। কিন্তু কি তেজস্বিতা এই সূর্য্যবংশটার!

মঙ্গল। আরে ভায়া—মূল কেমন? মহাদশমূল পাঁচন বল্‌লেও হয় যে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

শোক-বিহ্বলা দক্ষিণা দাঁড়াইয়াছিলেন—
চঞ্চল তাঁহাকে বুঝাইতেছিল

দক্ষিণা। তারা নাই—তারা নাই! আমায় মিছে বোঝাচ্ছিস্, চঞ্চল—তারা আর নাই!

চঞ্চল। সে কি, মা? বন্দী হয়েছে—সংবাদ ত এই! সিংহ জালে পড়ে, চন্দ্রকেও মেঘে ঢাকে! তা ব'লে এত নিরাশ হওয়া চলে? জাল ছেঁড়ে—মেঘ কাটে! কি ক'রে জান্‌তে পার্‌লে তারা নাই?

দক্ষিণা। জান্‌তে পারে—জান্‌তে পারে, চঞ্চল—স্বামীর কথা স্ত্রীতে জান্‌তে পারে। পুত্রের মলিন মুখ, মা অন্ধকারেও দেখ্‌তে পায়! স্বামী-পুত্রের শুভাশুভ, জ্যোতিষ গণনার মত নারী-জাত্‌টার নখদর্পণে। তারা নাই! দেখ দেখি আমার সিঁথির সিন্দূর—আর সে শোভা আছে? ম্লান হ'য়ে গেছে! দেখ দেখি আমার বুকে হাত দিয়ে—কোন সাড়া-শব্দ আছে? একটী ক্ষীণ তরঙ্গের একটু নাড়া-চাড়া আছে? নাই—নাই! স্নেহের উত্তাল সমুদ্র শুক্‌নো খট্‌খটে—ধূ ধূ মরুভূমি! তারা নাই—তারা নাই—তারা নাই!

চঞ্চল। তারা আছে—তারা আছে—তারা আছে! তোমাদের কপালে আয়তি-চিহ্ন—তোমাদের বুকে স্নেহের সাগর—তোমরাই জগতের সবজান্তা জ্যোতিষী! আমাদের কি কিছু নাই—মা, তোমাদের মত ঐ রকম অলক্ষ্য বিপদের শুভাশুভ নির্ণয় কর্‌বার? আছে। চোখ দেখ্‌ছ

—এক ফোঁটা জল নাই! দাদার অশুভ হ'লে এতে আজ অজস্র ছিদ্র হ'য়ে যেতো! কণ্ঠস্বর শুন্‌ছ—একটা কম্পন নাই! দাদা না থাক্‌লে সে এতক্ষণ রুদ্ধ হ'য়ে যেতো। দেখ্‌তে পাচ্ছ, দাঁড়িয়ে রয়েছি—ভ্রাতৃ-ভক্তিতে ভর্‌পূর প্রাণখানা নিয়ে? দাঁড়াতে পার্‌তুম না—প'ড়ে যেতুম! দাদার অভাব হ'লে আমার মধ্যে প্রাণের অভাব হ'য়ে যেতো! তারা আছে।

দক্ষিণা। আছে! তারা আছে? বল—বল, চঞ্চল—সত্য হোক্‌, মিথ্যা হোক্‌, ঐ একটা কথা! আমি একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াই—শুক্‌নো গলাটায় সরস ক'রে নিই, বুঝি—আমি এ জগতেই আছি! না না—তারা নাই—তারা নাই! আকাশ জুড়ে কান্নার রোল—ঐ বাতাসে তাদের শেষ নিঃশ্বাস ব'য়ে আস্‌ছে! ঐ বুঝি দেখা যাচ্ছে রক্তাক্ত তাদের—ওহো-হো—[চক্ষু আচ্ছাদিত করিলেন]

চঞ্চল। মা, তুমি না ক্ষত্রিয়-নারী?

দক্ষিণা। যে নারীই হই—নারী ত? নারীজাতির বাইরে ত নই? চঞ্চল, জল জ'মে যতই কঠিন হোক্‌, সে জল—সূর্য্যের তাপ পাবার অপেক্ষা।

চঞ্চল। না—মা, আমি তোমায় বোঝাতে পার্‌লুম না! দু-দণ্ড দাঁড়াবারও আমার অবসর নাই—সৈন্য সজ্জিত। আর আমি তোমায় বোঝাতেও আসি নাই—এসেছিলুম একটী প্রণাম কর্‌তে—তোমার সেই ঢল-ঢল মাতৃমূর্ত্তিখানি প্রাণভ'রে দেখে যেতে। একবার বুক বাঁধ, মা! একবার মা হ'য়ে দাঁড়াও, মা! একবার সেই সজল নয়নে আশীর্ব্বাদ-ভরা সোনার হাসি হাস, মা! আমি সেই মহিমময়ী শক্তি-মূর্ত্তির ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে উল্কার মত ছুটে যাই—দাদার সকল অমঙ্গলে বুক দিয়ে পড়ি। হাস—মা, হাস—মা মঙ্গলময়ি! রণশ্রান্ত হ'লে ঐ মুখ মনে কর্‌ব,—দ্বিগুণ জোর ধর্‌ব—জন্মদাতা পিতার বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে অস্ত্র চালাব।

দক্ষিণা। তবে আর একটা কাজ ক'রে যা—বাবা, আরও জোর পাবি ; আমায় হত্যা ক'রে যা।

চঞ্চল। [রোষভরে] মা!

দক্ষিণা। তা' হ'লে যেতে পাবি না। ওরে, যা গেছে তা গেছে—তুই আমার থাক্! আমি বুক বাঁধ্‌ব—আবার হাস্‌ব—তুই যা বল্‌বি কর্‌ব।

চঞ্চল। [সরোষে] তুমি কাঁদ—তুমি মর—তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি আর তোমায় কিছু কর্‌তে বলি না! তুমি মা নও! আমার দাদা শত্রু-কারাগারে—জল্লাদের খড়্গতলে, আর তুমি পাষাণী—তুমি আমায় কোলে ক'রে অমন সাগর-প্রমাণ অশ্রুজল, বুক ফুলিয়ে চুরি কর্‌তে চাও? তুমি মা নও! আমি ভুল করেছি তোমার পূজা ক'রে! আর তোমার কথা শুন্‌ব না! দাদার উদ্ধারে প্রাণ দিতে যে নিষেধ-বাক্য, সে আমার মাতৃ-বাক্য নয়! হতভাগিনি! আজ এই একটা কথায় সব হারালে? এখনও মঙ্গল চাও ত মা হও! বিদায় দাও—বল—যাও চঞ্চল, তোমার প্রাণের ভাই রেবত যেখানে! বিচার নাই—মর্ত্তরাজ্য-মৃত্যুরাজ্যের!

দক্ষিণা। [উদ্দেশে] দেবর! দেবর! ভাই, দেখে যাও--তোমারই পুত্র!

শশব্যস্তে শর্য্যাতি উপস্থিত হইলেন।

শর্য্যাতি। চঞ্চল, আছিস্? চঞ্চল, আছিস্?

চঞ্চল। এই যে, দাদামশাই—প্রস্তুত হ'য়ে।

দক্ষিণা। [ব্যাকুলভাবে] বাবা! বাবা!

শর্য্যাতি। কাঁদ্‌ছিস্—তুইও কাঁদ্‌ছিস্? ছিঃ, আমার আনর্ত্ত, রেবতের অমঙ্গল হবে যে! এই দেখ্, আমি কাঁদি নি! শুধু তোরই কপাল পুড়েছে কি? এ বৃদ্ধেরও বুক ভাঙা গেছে—তবু কাঁদি নি। আমার আনর্ত্ত, রেবতের জন্য বনের পশুপাখী কাঁদ্‌ছে, দেখ আমি স্থির!

চোখের জল সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে বাইরে আস্‌তে চাচ্ছে, আমি ভিতরেই তাকে জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছি। দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রাণখানা শুদ্ধ নিয়ে উড়ে যেতে চায়, আমি দাঁতে দাঁত চেপে আট্‌কে রেখেছি। পৃথিবী আমার পা দুখানা ছুড়ে দিতে চায়, আমি চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! কাঁদি নাই— কেন কাঁদ্‌ব? মনে বল আছে—শর্য্যাতি ভগবানের পায়ে কোন অপরাধ করে নাই—সে প্রতিফল পাবে কিসের? কাঁদিস্ না—চুপ্ কর্, ক্ষেপা মেয়ে! আমার আনর্ত্ত রেবত কারাগারে, তার জন্য তোর চোখে জল কেন? এখনও ত আমি রয়েছি—এখনও ত অস্ত্র ধর্‌বার ক্ষমতা যায় নি। এখনও ত রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—জয় মা রণরঙ্গিণী ব'লে ডাক্‌বার গলা আছে! তবে কান্না কিসের? এখনই যাচ্ছি—এখনই আমার আনর্ত্ত রেবতকে কোলে ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তোর কাছে ফিরে আস্‌ছি। চুপ্ কর্—বেটী পাগ্‌লি। চঞ্চল, চ' ভাই—আমি রাজা, তুই আমার সেনাপতি! শিশু আজ বৃদ্ধের পৃষ্ঠপোষক। [গমনোদ্যত]

দক্ষিণা। [বাধা দিয়া] কোথা যাবে, বাবা? এই জরাজীর্ণ শিথিল দেহ—এই রুদ্ধপ্রায় ক্ষীণ দৃষ্টি—এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের উন্মত্ত অবস্থা! তুমি কোথা যাবে, বাবা? আর কি জন্যই বা যাবে? শত্রু-করে—দেব-চক্রান্তে এখনও কি তারা আছে?

শর্য্যাতি। [শিথিল হইয়া] য়্যাঁ, তারা নাই—তারা নাই? আমায় কাঁদিয়ে দিলি? ওহো-হো! কর্‌লি কি? আমি যে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রেখেছিলুম! আমার আনর্ত্ত রেবত কারাগারে আছে ভেবে, বৃদ্ধ আমি—শত মত্ত যুবকের বল ধরেছিলুম! কর্‌লি কি? পাগ্‌লি, কর্‌লি কি? আমার বাঁধা বুক চুর্‌মার ক'রে ভেঙে দিলি— তুফান কানায় কানায় ছিল, তাকে একেবারে উথ্‌লে দিলি? এই এক কথায়—এক মুহূর্ত্তে আমায় যে-বৃদ্ধ সেই বৃদ্ধই সাজালি? আমার আনর্ত্ত

রেবত নাই ? আকাশ—ভেঙে পড়্ ! ভূগর্ভ-পাবক—সৃষ্টি গ্রাস কর ! মহা সমুদ্র—তুমি সংসারটায় তলিয়ে দিয়ে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাও। বাপ্ আনর্ত্ত ! ভাই রেবত ! কোথায় তোরা ? তোদের উদ্ধারের ত আর উপায় নাই—তোদের অন্বেষণে যাব ! ভূরিসেন—রইলি তুই—রইল তোর দ্বারবতী—রইল তোর বন্ধু বারিদ সিংহ ! চল্‌লাম আমরা পথের কণ্টক এক সঙ্গে !

[আত্মহত্যায় উদ্যত হইলেন, সহসা গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন।]

গ্রহাচার্য্য। কোথা যাবে, রাজা ?

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য, ছেড়ে দাও—যাব অনেক দূর ! আমার আনর্ত্ত রেবত কতদূর গেল বল্‌তে পার ?

গ্রহাচার্য্য। তারা কোথাও যায় নি, রাজা ! তারা কুশলেই আছে।

শর্য্যাতি। হ্যাঁ, তারা আছে—তারা আছে ! অস্তমিত সূর্য্যের কনক-লালিমা এখনও পশ্চিমাকাশ হ'তে নিঃশেষ হয় নি ? তুমি কি ক'বে জান্‌লে, গ্রহাচার্য্য ? গণনায় দেখ্‌লে ? তোমার গণনা নির্ভুল ! কিন্তু আমায় প্রবোধ দাও নি ত ? তুমি আর একবার গণনা কর—এইখানে —আমার সাক্ষাতে। তারা কোথায়—কি অবস্থায়—কোন্ জঘন্য নরক-নিবাসে ?

গ্রহাচার্য্য। না—রাজা, তারা এখন জগজ্জননী মায়ের কোলে—নির্ব্বিঘ্নে—পরম শান্তিতে।

শর্য্যাতি। [মহোল্লাসে] গ্রহাচার্য্য ! তোমায় আমি পুরস্কার দেবো, তোমার এ জ্যোতিষ গণনা নয়—শর্য্যাতির জীবন দান ! তোমার পুরস্কার —আমি তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করব, দ্বারবতী প্রাসাদে অভ্রভেদী মন্দির

নির্ম্মাণ ক'রে! একদিনের অশ্রুজল তোমার যোগ্য নয়—যতদিন সূর্য্যবংশ জগতে থাক্‌বে, প্রতি প্রাতঃসন্ধ্যায় তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি পড়্‌বে। আমার পুত্র-পৌত্র মায়ের কোলে—এখন আমি কি করি, গ্রহাচার্য্য?

গ্রহাচার্য্য। তুমি আবার কি কর্‌বে, রাজা? কি কর্‌বার শক্তি তোমার? বায়ুচালিত বনের শুষ্ক পত্র তুমি—বুলি ধরানো পিঞ্জরের বিহঙ্গ তুমি—পরের বাঁধা বীণা তুমি—কি কর্‌বার অধিকার তোমার? কোন কিছু কর্‌বার অভিমান ছেড়ে দিয়ে বরং প্রাণভ'রে ডাক তাঁকে—যিনি এই শুষ্ক পত্রে মর্ম্মর ধ্বনি তুলেছেন! পোষা পাখীকে বিদ্যুজ্জ্বলসিত আকাশ মার্গে উড়িয়ে দিয়েছেন! ভৈরবী রাগিণী সাধা শান্তির বীণায় আজ বেসুরে বেঁধেছেন, সেই বিপত্তারিণী মহাভৈরবী ইচ্ছাময়ী মাকে! তাঁর কার্য্য তিনিই করুন! তুমি শুধু বল—জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা!

শর্য্যাতি। জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা! তারিণি, বিপদে পড়েছি, মা! চিরদিন ষোড়শোপচারে প্রাণের নৈবেদ্যে তোর পূজা ক'রে আস্‌ছি, আজ আর নেংটা হ'য়ে জিভ্ বের্ ক'রে পাষাণী সেজে ঘরে ব'সে ভোগ খেতে গেলে চল্‌বে না, আজ পাষাণ ফুঁড়ে উঠ্‌তে হবে! দেখাতে হবে তোর সেই সদ্যোরক্তস্নাত সদ্যোমুণ্ডমালিনী সজীব মাতৃমূর্ত্তি! আন্‌তে হবে এ নিম্নমুখী অশ্রুর নদীতে করুণার উজান! এই আমি পায়ের তলায় পড়্‌তে চল্‌লুম; মা হ'স্ ত হাত বাড়ানোই আছে—কোলে তুলে নিবি! তা না হ'লে তুই কি জন্য? তোর মন্দির ভাঙ্‌ব—তোকে জলে ডোবাব—জগৎ হ'তে তোর নাম লোপ ক'রে দিয়ে যাব।

[বেগে প্রস্থান।

চঞ্চল। কোথা যান্—কোথা যান্—দাদা মশায়, সৈন্য সুসজ্জিত!

[পশ্চাদ্ধাবন।

শর্য্যাতি। [নেপথ্য হইতে] এই যুদ্ধটাই আগে করব, ভাই!

দক্ষিণা। তারা নাই—তারা নাই—সব মিছে—তারা নাই!

[প্রস্থান।

গ্রহাচার্য্য। তোমার কর্ম্ম তুমিই কর, মা বিশ্বকর্ত্রি! তোমার খেলাঘর—তুমিই খেল, চির বালিকা! তোমার ভগ্নস্তূপে তুমিই উদয় হও, আনন্দময়ি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির

গীতকণ্ঠে দিগম্বর উপস্থিত হইল

দিগম্বর।—

গান।

মায়ের বাড়ীর পাণ্ডা আমি নামটী দিগম্বর।
পাঁচসিকের কম নিই নে পূজো, আমার বাঁধা দর॥
যাত্রী এলে ফুলে ফলে, পুষিয়ে নিই হরেক রকমে,
লাগিয়ে দিই ভ্যাবাচ্যাকা, বুঝিয়ে দিই ধরেছে যমে;
আমার চাপ্ দেখে সব বাপ্ ব'লে যায়,
ঠাকুর-তলায় ক'র গড়॥

মাগীগুলো বেজায় চালাক্ গাঁট্‌টী খুল্‌বে না,
আর ভাতার পুতের মঙ্গল চাবে আঠারো আনা,
যাদু তা হবে না আমার কাছে, বাবার আমার নিষেধ আছে,
ঠিক্ বামুনের ব্যাটা আমি, পয়সা দাও—
আর নাও অমর বর॥

পূজাপাত্র হস্তে নাগরিকাগণ গীতকণ্ঠে উপস্থিত হইল।

নাগরিকাগণ।—

গান

সিঁথির সিঁদুর হাতে লোয়া রেখে দে বজায়।
মিনতি মা কালী তোর পায়॥
গোলা ভরা থাকুক্ ধান,
সব্জীভরা হোক্ বাগান,
গোয়াল ভরা থাকুক্ গরু, বোরজ ভরা পান ;
পুরুষেরা সব ভালবাসুক,
দোষে গুণে সদাই হাসুক,
আসি যেন আর বছরে খোকা কোলে তোর তলায়॥

[দিগম্বর সহ সকলে মন্দিরাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ সংজ্ঞা উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। পুত্রদ্বয়! আজ আমি মায়ের পূজা কর্‌ব। কেন জান? আমাদের আশ্রয়দাতা, বংশধর বিপন্ন—আমাদেরই জন্য—দেব-চক্রান্তে। আজ আমি মায়ের পূজা কর্‌ব। তোমাদের যজ্ঞাংশ প্রার্থনায় নয়—মহারাজ শর্য্যাতির বংশ-রক্ষায়! পূজা কর্‌তাম নিজের জন্য—আজ কর্‌ব পরের জন্য! তোমরা—এ পূজার পরিসমাপ্তি কি জান? আত্মোৎসর্গ!

১ম কুমার। কর—মা, মায়ের পূজা! মন, প্রাণ, আত্মা, উদ্ধার-কামনা, জন্মের যা কিছু সুস্বাদ—যা কিছু সুগন্ধ সব ঢেলে আশ্রয়দাতার প্রীতিকামনায়! শিশু আমরা— মায়ের করা মায়ের পূজা দেখি—প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মা'র নাম গাই! যা চাই—অনুষ্ঠান যোগাই!

সংজ্ঞা। শুধু অনুষ্ঠান যোগালে চল্‌বে না, পুত্র! অনুষ্ঠান হ'তে হবে।

২য় কুমার। তাই হবে। আশ্রয়দাতার কল্যাণে—গর্ভধারিণী জননীর পৌরহিত্যে—বিশ্ব জননী মহামায়ার অর্চ্চনার অনুষ্ঠান হ'ব আমরা, সৌভাগ্য আমাদের—ধন্য আমরা তৃপ্ত জন্মের আস্বাদনে। এত তৃপ্তি যজ্ঞাংশ ভোগে ছিল না।

সংজ্ঞা। বাঃ, পুত্র—বাঃ। তবে পূজায় বসি?

উভয়ে। নির্ভাবনায়—নিঃসঙ্কোচে।

সংজ্ঞা। জয় মা জগজ্জননি। [আসনে উপবেশন] ব'স পুত্রদ্বয়—পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে।

উভয়ে। জয় মা জগজ্জননি। [উপবেশন]

সংজ্ঞা। মা, তোর বাশনামটা কি, মা? একডাকে সাড়া দিতে কি নামে ডাক্‌ব? এক পংক্তিতে পাষাণ ফাটাতে কি মন্ত্র পড়্‌ব? এক নিমেষে ও যোগনিদ্রা ভাঙাতে কোন্ ধ্যান ধর্‌ব? ওঁ কালী করাল বদনা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা—না, ওঁ কুলকুণ্ডলিনী ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা মূলাধারা তারা—না, ওঁ দুর্গে দশভুজে দশ প্রহরণধারিণী দুর্গতিনাশিনী অপরাজিতা অভয়া—না, না, না—কি করি, মা? তোর ঐ অচিন্তনীয় উচ্চভাব যে আমার ভাষায় পায় না। কোন মন্ত্রই যে আমার মনের কথা টেনে নিয়ে গিয়ে তোর ছায়া ছোঁয়াতে পারে না। এ অচেতনার অন্ধকার রাজ্যে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী চির চৈতন্যময়ীর মহিমালোক দেখাতে কই কোন ধ্যানই ত দেখি না? কি হবে, মা? কি উপায় এর? অন্তর্যামিনি—আয় তবে অন্তরে আয়। আমার স্পন্দহীন হৃৎপিণ্ডের অতি গুপ্ত অন্তস্তলে হাত বুলিয়ে খুঁজে নে—নীরবতা ভাষা—অশ্রুময় ভাব—দীর্ঘশ্বাস পূজা। নির্ব্বাক্ আমি—নিশ্চেষ্ট আমি—নির্ব্বাণ দীপশিখার নিষ্প্রয়োজন ধূম মাত্র আমি।

গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দের অবির্ভাব।

রুদ্রানন্দ।—   গান।

পাষাণ ফুঁড়ে উঠ্‌তে হবে,
পড়েছে আজ প্রাণের ডাক্।
চল্‌বে না আর ল্‌কোচুরি মহামায়া গো,
খাট্‌বে না তোর ঘুরোণ পাক॥
আজ হ'তে হবে তোরে প্রকাশ
সেই ভুবনভোলানো রূপে,
যত লালসা কামনা আশা আসক্তি
ডুবায়ে ভাব-কূপে
আজ চলেছে সব উজানে,
তোর চরণ-পদ্ম পানে,
আয় আয় শ্যামা মানে মানে,
নইলে ফুরিয়ে গেল নামের জ াঁক;
বুঝ্‌লো জগৎ মিথ্যা গো তুই,
তোর বিজয়ার বাজ্‌ল ঢাক্॥

[অন্তর্দ্ধান।

সংজ্ঞা। [ধ্যান ভঙ্গে আসন ত্যাগ করিয়া] পুত্রগণ! পূজা সাঙ্গ। যা মুখে বল্‌বার নয় বলেছি; যা কোন কিছুতে জানাবার নয়—মা জেনেছে! এইবার—

ক্ষিপ্তবৎ শর্য্যাতি উপস্থিত হইলেন।

শর্য্যাতি। বলি চাই? মায়ের পূজার বলি চাই?

সংজ্ঞা। রাজা, এসেছ? ভালই হয়েছে! হাঁ, বলি চাই! তবে এ যা-তা বলিতে ত হবে না?

শর্য্যাতি। আমিও যা-তা বলির কথা ত বলি নাই। আমায় বলি—রাজবলি—মন্দ হবে না ত?

সংজ্ঞা। হাঁ, তা মন্দ নয়! তবে এ অপেক্ষাও উচ্চ বলি আমার সংগ্রহ আছে।

শর্য্যাতি। এ অপেক্ষাও উচ্চ? কি সে বলি?

সংজ্ঞা। পুত্র-বলি!

শর্য্যাতি। পুত্র-বলি! রাক্ষসি! ব'লস্ কি? পুত্র-বলি? যে পুত্রদের রক্ষার জন্য ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে ফিরেছিস্?

সংজ্ঞা। হাঁ, আজ দেখাব—যে পুত্রদের জন্য সংজ্ঞা সংজ্ঞাশূন্যা—এক বস্ত্রা—এলোচুলে সারা ভুবন উদ্‌ভ্রান্ত ছুটে বেড়ায়, আশ্রয়দাতার উদ্ধারে সেই পুত্রদের সে স্বহস্তে বলি দিতে পারে।

শর্য্যাতি। তা হবে না—তা হবে না—পার্‌লেও তা হবে না! আমার পুত্রপৌত্রের কল্যাণে আমায় বলি দাও—ওদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিয়ো না—ওরা আমার আশ্রিত।

সংজ্ঞা। সে এখানে নয়—তোমার রাজসভায়; এ মায়ের মন্দির—এখানে আশ্রিত-আশ্রয়দাতায় ভেদ নাই। এখানে সবাই সমান—সব এক—সব ঐ বিশ্বরাজ্যেশ্বরী মায়ের আশ্রিত! স্থির হও, রাজা! ব'স—মায়ের পূজা দেখ। এমন পূজা কখনও দেখ নাই—পুত্রগণ—বলির সময় যায়!

উভয়ে। আমরা ত প্রস্তুতই আছি, মা! [জানু পাতিয়া বসিলেন]

সংজ্ঞা। বেশ, তবে আমিও প্রস্তুত—[দুই হস্তে খড়্গ ধরিলেন]

শর্য্যাতি। [স্বগত] এ যে আমায় অবাক্ করলে! মন্ত্রমুগ্ধ পাথরের পুতুলের মত স্থির, নিশ্চল, চেতনাশূন্য জড় ক'রে রেখে দিলে! পুত্র-পৌত্রের মুখ আমার মন হ'তে একটা প্রচণ্ড ঝড়ে ছাইয়ের মত উড়িয়ে দিলে!

সংজ্ঞা। পুত্রগণ, পরের জন্য প্রাণ দিতে বসেছ, রক্ষাকর্ত্তার কল্যাণে আপনাদিগকে রেণু রেণু ক'রে ছড়িয়েছ, অদ্ভুত আত্মত্যাগে বিশ্বমাতাকে পর্য্যন্ত চমকিত ক'রে—ঐ দেখ তার পাষাণ-বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়ে তুলেছ!

মাকে প্রণাম কর—মায়ের মূর্ত্তি মুগ্ধনেত্রে দেখে নাও—মার নামে জয় দাও।

উভয়ে। জয় বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহাসতীর জয়!

শর্য্যাতি। [স্বগত] এ বেটী ডাকিনী—এ বেটী ডাকিনী! একধার হ'তে যাদু কর্‌ছে। [প্রতিমার প্রতি] মা! মা! তোকেও কি ভেল্কি লাগিয়েছে? কর্‌ছিস্ কি? কর্‌ছিস্ কি? আমি আর পুত্র-পৌত্র চাই না! এ রাক্ষসীকে ফেরা—এর হাতের খড়্গ কেড়ে নে—একে দেবী ক'রে দে!

সংজ্ঞা। [উন্মত্তভাবে] আনন্দ কর—আনন্দ কর—আনন্দময়ী জেগেছে! ঐ মায়ের রক্তচক্ষুঃ জ্বল্ জ্বল্ জ্ব'লে উঠ্‌ল! জয় মা বিশালাক্ষি! ঐ মায়ের লোল রসনা লক্ লক্ খেলে উঠ্‌ল! জয় মা ছিন্নমস্তা! ঐ মায়ের নিদ্রিত অসি ঝন্ ঝন্ বেজে উঠ্‌ল! জয় মা—[খড়্গ উঠাইলেন]

শর্য্যাতি। ওঃ! [হস্ত দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

সহসা রুদ্রাণী আবির্ভূতা হইয়া উদ্যত খড়্গ ধরিলেন।

রুদ্রাণী।— গান।

কোথায় শুনি নি, মা চায় শোণিত,
কে ফেলিলে এ ফাঁদে।
মা চায় শুধু মা ব'লে ডাকা,
মা দ্যাখে—কে কাঁদে॥
ধূপ ধূনা ফুল, ফল মূল বলি,
কিছুই সাজাতে হয় না,
নাই কালাকাল মন্ত্র,
প্রাণের একটি টান্ সে সয় না;—
মা চিরদিন মা মায়াময়ী,
কেউ কোন কিছু না দে॥

যা পাগলিনি—সাঙ্গ পূজা, তৃপ্তা মহামায়া,
ওই দ্যাখ্ তার ললিত হাসি, ওই পুলকিত কায়া,
আতপে গো তোর ওই আসে ছায়া
আঁধার ঘুচিল চাঁদে ॥

[খড়্গ লইয়া অন্তর্দ্ধান।

সংজ্ঞা। [প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে] মা! মা! এত সহানুভূতি তোর? শত ত্রুটিতেও তুষ্টি? এমন মা তুই—করুণায় কাঁদিয়ে দিলি? পুত্রগণ, ওঠ—বিনা বলিতেই মা প্রসন্না!

উভয়ে। জয় মা জগজ্জননি! [গাত্রোত্থান]

শর্য্যাতি। [সাশ্চর্য্যে] এ বেটী কে? এ বেটী আবার কে? এল আর ডাকিনী বেটীকে গলিয়ে দিয়ে গেল! পাষাণে জল ঝরিয়ে দিয়ে গেল! মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল! কি এ বিদ্যা? কে এ বেটী?

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। এই সেই বেটী, রাজা! যে সকল অবিদ্যার উচ্ছেদ ক'রে দশমহাবিদ্যারূপে ধবলগিরি শিবকে পর্য্যন্ত টলিয়ে দিয়েছে! শূন্য যার শির—বায়ু যার অঙ্গ—বিশ্ব যার চরণ-রেণু, যার ইঙ্গিতে চন্দ্র সূর্য্য—যার নামে সৃষ্টির নামকরণ—যার কোলে তোমার পুত্র-পৌত্র নিরাপদে ঘুমিয়ে—এই বেটীই সেই বেটী, রাজা!

শর্য্যাতি। এই বেটীই সেই বেটী! গ্রহাচার্য্য! গ্রহাচার্য্য! আমার পুত্র পৌত্র কারাগারে থাক্, আমার অহমিকার পাপ কেটে যাক্, আমি আর একবার এই মূর্ত্তিটী দেখ্‌তে পাই না?

গ্রহাচার্য্য। দেখ্‌বে? তা এ মূর্ত্তি কেন? স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখ! শুধু তোমার পুত্র-পৌত্র নয়—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেখানে। [উদ্দেশে] উদয় হও ত, মা! সূচিভেদ্য অন্ধকারে ব্রীড়াময়ী বিদ্যুল্লতা দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের

দর্শনোৎসুক নেত্রপথে? উদয় হও ত, মা—শরদেন্দুনিভাননা, সিংহ-বাহিনী তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রক্তবস্ত্রপরিহিতা তুষার-শুভ্র-কিরীটিনী—একটী হাসির চমকে সমস্ত বিশ্ব চুম্বন ক'রে এই স্বপ্ন কল্পনার সুপ্ত ভাবরাজ্যের রত্নবেদিকায়!

[দুর্গামূর্ত্তির আবির্ভাব]

ঐ দেখ মা! প্রভাতের অলস-গগনে অরুণিমার মত কি ধীর উদয়! আচণ্ডালে আলিঙ্গন করা কি মধুময় পুষ্পস্পর্শ! উপমাহীন অচিন্তনীয় বিশ্বের প্রতি কি সস্নেহ-দৃষ্টিপাত! রাজা, দেখ্ছ?

শর্য্যাতি। দেখ্ছি।

গ্রহাচার্য্য। কি দেখ্ছ?

শর্য্যাতি। বল্তে পারব না—বল্তে পার্ব না, গ্রহাচার্য্য! ভাষা জানি—কিন্তু জিভ্ জড়িয়ে যাচ্ছে!

[মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

ঐ যা—

গ্রহাচার্য্য। এস, রাজা। [হস্ত ধরিলেন] সংজ্ঞা দেবি! তোমার পূজা সার্থক—তুমি সতী! [প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

সংজ্ঞা। [উদ্বিগ্নতার সহিত] তুমি কে? তুমি কে?

গ্রহাচার্য্য। আমি? [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] নির্ব্বাক্ যন্ত্রণা—নিষ্ফল রোদন—নিষ্পাপ কর্ম্মভোগ! [শর্য্যাতি সহ প্রস্থান।

সংজ্ঞা। [কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিলেন] নির্ব্বাক যন্ত্রণা—নিষ্ফল রোদন—নিষ্পাপ কর্ম্মভোগ! [দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন] পুত্রগণ! এস। [চিন্তিত অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন] নির্ব্বাক্ যন্ত্রণা—নিষ্ফল রোদন—নিষ্পাপ কর্ম্মভোগ!

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুশস্থলী—রাজসভা

সিংহাসনে বারিদ সিংহ, পার্শ্বে রণঞ্জয়,
সম্মুখে বন্দিগণ গাহিতেছিল

বন্দিগণ ।—

গান ।

তুমি সূর্য্যের মত দীপ্ত তেজে ওঠ ।
তুমি চন্দ্রের মত রূপ-গৌরবে,
পুষ্পের মত ভরা সৌরভে ফোট ॥
তুমি গর্জ্জন ক'র বারিধির মত
জ্ঞান-উজ্জ্বল-রত্ন বুকে বেঁধে,
তুমি ভৈরব হও ন্যায়ের বিধানে
শক্তিভক্তি চন্দন-চূয়া মেখে ;
তুমি কর্ম্মময় এ জীবন-প্রবাহে,
ফুল্ল আননে পূর্ণোৎসাহে,
বাঁধের ছোড়া তীরের মত
অবিরাম বওয়া কালের মত ছোট ॥

[প্রস্থান ।

বারিদ । আজ বন্দীদের বিচার হবে, সেনাপতি !

রণঞ্জয় । বন্দীদের অপরাধ ?

বারিদ । তারা আমায় হীন দেখে ।

রণঞ্জয় । কি দণ্ড দেওয়া হবে এ অপরাধের ?

বুধ ও মঙ্গল উপস্থিত হইল।

বুধ। জীবন-দণ্ড—জীবন-দণ্ড!

মঙ্গল। মুখ বন্ধ ক'রে এক চোটে!

বারিদ। এসেছেন আপনারা? আপনাদের ত বড় অযাচিত অনুগ্রহ দেখ্‌তে পাই!

মঙ্গল। হবে না! ছিলাম গ্রহ, আপনার জন্য বহুকষ্টে একটী 'অনু' সংগ্রহ ক'রে হয়েছি—মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ। যেমন স্বর থেকে অনুস্বর, স্বয়ং নির্ব্বাক্, নিষ্ক্রিয় চৈতন্য স্বরূপ; ঝঙ্কার তোলে কারো পায়ে লেগে।

বারিদ। আচ্ছা, আপনারা এখন আস্‌তে পারেন। আমি বিচারে প্রস্তুত হব।

বুধ। আমরা উপস্থিত থাক্‌লে কি মহারাজের বিচারের কোন ব্যাঘাত হবে?

মঙ্গল। দরকার কি? দরকার কি? আমাদের কাটামুণ্ড নিয়ে কথা। হেতেরেই কাটুক, চাই নখেই কাটুক—চল—চল।

বুধ। সাবধান—মহারাজ, শার্দ্দূল শৃঙ্খলাবদ্ধ—সুযোগ হারাবেন না।

মঙ্গল। আরে, সেটা কি আর মহারাজকে অত ক'রে ব'লে যেতে হয়! দাঁতের ঘা যে ওঁরও গায়ে দগ্‌দগ্ কর্‌ছে! আমাদের কি? আমাদের শুদ্ধ ওঁর ওপর অনুগ্রহ—এই! আসি—মহারাজ, মুণ্ডু দুটো রেখে দেবেন্—ও পুরোহিতদের পাওনা।

[বুধ সহ প্রস্থান।

রণঞ্জয়। মহারাজ কি বন্দীদের এই দণ্ডই স্থির ক'রেছেন?

বারিদ। এখনও কিছু স্থির কর্‌তে পারি নি, সেনাপতি! দেখা যাক্ কার্য্যক্ষেত্রে! ঐ বুঝি বন্দীদের নিয়ে আস্‌ছে।

রক্ষী বেষ্টিত আনর্ত্ত ও রেবত উপস্থিত হইলেন।

বারিদ। কি ? তোমরা সন্ধি কর্‌বে না ?

আনর্ত্ত। এখনও তোমার সেই ছেলেমী, বারিদ! আমি সন্ধি কর্‌ব—দ্বারবতীকে করদ ক'রে ? কুশস্থলীতে প্রতিভূ রেখে ? কেন, তোমার চক্রান্তে বন্দী ব'লে ?

বারিদ। আচ্ছা, তুমি কি হ'লে সন্ধি কর্‌তে পার ? এ স্বত্ব ছেড়ে দাও।

আনর্ত্ত। তুমি সন্ধি শব্দই ছেড়ে দাও—অন্য কথা থাকে ত কও।

বারিদ। কেন—আমি কি সন্ধির অযোগ্য ?

আনর্ত্ত। সম্পূর্ণ।

বারিদ। কিসে ? তোমার হাতে পরাজিত হয়েছি ব'লে ? গুপ্ত-ভাবে সুকন্যার পাণিপ্রত্যাশী হয়েছিলুম ব'লে ? তোমায় কৌশলে বন্দী করেছি ব'লে ? তাতে আমি হীন কিসে ? যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই-ই আছে; অনূঢ়ার গন্ধর্ব্ব-বিধান ক্ষত্রিয়-সমাজে চলে; কৌশলে বন্দীও রাজনীতির বাইরে নয়। ঘৃণা ক'বো না—আমি হীন নই। সন্ধি কর—যে প্রকারে ইচ্ছা; মঙ্গল হবে।

রেবত। আমরা আর মঙ্গল চাই না, রাজা! তুমি যত পার আমাদের অমঙ্গল কর।

বারিদ। মঙ্গল হবে।

রেবত। মঙ্গল চাই না।

বারিদ। জল্লাদ।

জল্লাদ উপস্থিত হইল।

এই শিশুকে আগে নিয়ে যাও—মুণ্ড এনে দেখাও।

রণঞ্জয়। [ব্যাকুলভাবে] মহারাজ—

বারিদ। [বাধা দিয়া] না—সেনাপতি, ওরা মঙ্গল চায় না; আমি জয়ী—যেচে সন্ধি কর্‌ছি—ভিক্ষুকের মত—যে প্রকারে ইচ্ছা—পদাঘাত! ওঃ মনে করেছিলাম—কি একটা কর্‌ব; কিন্তু—না—এ তেজস্বিতা আমি মেখে নিতে পার্‌লুম না। যাও—যাও, জল্লাদ!

[জল্লাদ রেবতের হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হইল]

আনর্ত্ত। [ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া] বারিদ—একটা কথা।

বারিদ। দাঁড়াও, জল্লাদ!

[জল্লাদ ফিরিল]

কি?

আনর্ত্ত। তুমি আমার ছিন্নমুণ্ড আগে দেখ।

বারিদ। সন্ধি কর।

আনর্ত্ত। মহাশত্রু আমরা, কিন্তু তোমার পিতা হ'লে বোধ হয়, এ আদেশ দিতে পার্‌তেন না। তোমার মুখ মনে পড়্‌ত—বুক কাঁপ্‌ত—জিভ্‌ জড়িয়ে যেতো।

বারিদ। সন্ধি কর।

আনর্ত্ত। একটা কথা—এই একটা কথা, বারিদ! আমি এ অপমৃত্যুতেও তোমার মঙ্গল কামনা কর্‌ব।

বারিদ। আমারও এই একটা কথা, তুমি একবার মুখেও বল—সন্ধি কর্‌লাম; তোমায় আমি মাথায় কর্‌ব।

রেবত। পিতা, আপনারই না কথা—যে চোরের মত সুযোগ অনুসন্ধানে ঝোপের পাশে ব'সে থাকে, দস্যুর মত অতর্কিতভাবে নিরস্ত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বর্ব্বরের মত সজাগ অবস্থায় আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে, তার কাছে সব প্রার্থনা নিষ্ফল? আপনারই না দৃঢ়তা—জগতে

এমন কোন যন্ত্রণার আবিষ্কার হয় নাই—যার সম্মুখীন হ'তে সূর্য্যবংশধর পশ্চাৎপদ ?

আনর্ত্ত। ভাবি নাই—ভাবি নাই—পুত্র, পুত্রের জন্য প্রার্থনা নিষ্ফল হ'লেও—প্রার্থনার। পুত্রশোক—আবিষ্কৃত যন্ত্রণার বাইরে।

রেবত। সেটা একদিন মায়ের পক্ষে—পিতার কাছে নয়।

আনর্ত্ত। [অধীরভাবে] পুত্র—পুত্র! [আপনাকে সাম্‌লাইয়া] না, ঠিক বলেছ—আমি নারী নই। যাও, আমি যাব—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব তোমার রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড। হাস্য করব-তোমার বীভৎস ওষ্ঠ-ভ্রুকুটীতে! লিখে দেবো প্রাণের সমস্ত আশীর্ব্বাদ—মৃত্যুচ্ছায়া মণ্ডিত তোমার লালট-ফলকে।

রেবত। [দৃঢ়ভাবে] এই ত আমার পিতৃস্নেহ! অশ্রুজল এর তুলনায় অনেক নীচে! তবে আসি, পিতা! [প্রণাম] চল, জল্লাদ!

[জল্লাদ রেবতকে লইয়া অগ্রসর হইল]

বারিদ। দাঁড়াও, জল্লাদ!

[জল্লাদ ফিরিল]

সেনাপতি, মানুষ না হয় নিজের দোষ নিজে দেখ্‌তে পায় না, আপনি বল্‌তে পারেন—আমি হীন কোন্‌খান্‌টায়? মর্‌তে চায়, তবু সন্ধি কর্‌তে চায় না! আমি যেন অস্পর্শীয়, অপবিত্র নরকের একটা কি? আমার সঙ্গে মিলন হ'লে জাত যাবে!

[রণঞ্জয় নীরব রহিলেন]

চুপ্ ক'রে যে? আমি হীন নই, কেমন? যাও, জল্লাদ!

[জল্লাদ গমনোদ্যত]

[আনর্ত্তের প্রতি] আচ্ছা, তুমিই বল আমার মধ্যে কিসের অভাব? আমি পূরণ করব—ইহকাল পরকাল যা দিয়ে পারি। দেখ, আমার হৃদয় আছে, আমি হত্যা চাই না—জয় চাই না—সন্ধি চাই।

[আনর্ত্ত নির্ব্বাক্]

নির্ব্বাক্! একটা মুখের কথা কইতেও ঘৃণা? আর আমার দোষ নাই। জল্লাদ, যাও—যাও!

[জল্লাদ গমনোদ্যত]

[কম্পিত পদে ভুরিসেন উপস্থিত হইলেন ও বাধা দিলেন]

ভুরি। এ কি—কাকে? কোথা নিয়ে যাও?

রেবত। [বিস্ময়ে] কাকা! [আবেগে] কা—

ভুরি। [স্নেহোচ্ছ্বাসে] বাবা! বাবা! [রেবতকে বক্ষে ধরিলেন] জল্লাদ, করেছ কি? কার গায়ে হাত দিয়েছ? এ যে আমাদের বংশধর—মহারাজ শর্য্যাতির নয়নের মণি—দ্বারবতীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা! না—তুমি জান না। [জল্লাদকে হত্যা করিতে উদ্যত ও আত্মসংবরণ করিয়া] পাষণ্ড! দাঁড়িয়ে রয়েছ? পালাও—পালাও—জীবন নিয়ে পালাও—প্রায়শ্চিত্ত কর গে পাপের!

আনর্ত্ত। ভুরিসেন!

ভুরি। দাদা!

আনর্ত্ত। চমৎকার!

ভুরি। কি চমৎকার, দাদা?

আনর্ত্ত। তোমার এই অভিনয়।

ভুরি। এ অভিনয় নয়—দাদা, এ স্বাভাবিক।

আনর্ত্ত। স্বাভাবিক? এই স্বভাবেই ত তোমার বংশধরকে বন্দী করিয়েছ তুমি?

ভুরি। আমি নই—আমি নই—আমার মধ্যে কে একজন ছিল—সে।

আনর্ত্ত। তবে তুমি আর শেষটায় এর মধ্যে এস কেন, ভাই? তাকেই ছেড়ে দাও—যে এ যজ্ঞানল জ্বেলেছে, সেই এর পূর্ণাহুতি দিক্।

ভুরি। সে চ'লে গেছে—দাদা, সে চ'লে গেছে। তাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না—তার যজ্ঞানলের পরিবর্ত্তে আমার জন্য রেখে গেছে—অনুতাপের এক অবিশ্রান্ত চিতানল!

আনর্ত্ত। ভুরিসেন—ভুরিসেন—ভাই! সত্যই কি আমি যা দেখ্ছি, তাই?

ভুরি। তুমি কি দেখ্ছ, তা বলতে পারি না; তবে সে ভুবিসেন আর নাই, দাদা! বংশের প্রদীপে জল্লাদের নিঃশ্বাস পড়্তেই তাব মৃত্যু হয়েছে। জল্লাদ! যাও নি? এখনও দাঁড়িয়ে? যাও তবে একেবারেই। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন]

আনর্ত্ত। [বাধা দিয়া] জল্লাদের কি অপবাধ, ভাই? ও ত বিক্রীত-জীবন—আদেশবাহী।

ভুরি। য়্যাঁ! [বারিদের প্রতি] তবে কি এ আদেশ দিয়েছ তুমি? তুমি আমার বন্ধু! ও—তুমি বুঝি মনে কবেছ—বন্দী করিয়েছি, তার পব তোমার এই আদেশ দেওয়ার অযাচিত উপকাবে আমি আবও সুখী হ'ব? না—ভাই, তা হয় না—হ'তে পারে না। ভাই—ভ্রাতুষ্পুত্র—যা করেছি- কবেছি; কেন যে করেছি, তা জানি না! এই দেখ, এখন যা পড়্ছে—একজাতীয় নিঃশ্বাস—এক অশ্রু চোখের কোণে—এক কম্পন তিন বুকে। আদেশ প্রত্যাহার কর, ভাই! আমাব ভাই-ভ্রাতুষ্পুত্র বেঁচে থাক্, আমি সহস্র দুঃখেও সুখী হব। চুপ্ ক'বে যে? ওকি—ভাব্ছ কি? অমন ভীষণ ললাট-কুঞ্চন ত কখনও তোমার দেখি নি? সর্ব্বনাশ! তবে কি—তবে কি তুমি এর ওপর আর কোন উদ্দেশ্য রাখ? বল।

[বারিদ নীরব]

রণঞ্জয়—

রণঞ্জয়। হাঁ, তবে বিশেষ কিছু নয়! আমাদের মহারাজ সন্ধি কর্‌তে চান্।

ভুরি। সন্ধি? কিসের সন্ধি? সে কথা এখানে? তার জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জল্লাদের হাতে? রণঞ্জয়! তোমাদের মহারাজ কি জানেন্ না—সূর্য্যবংশীয়েরা বিপদে প'ড়ে বন্ধুত্ব করে না? আর তিনি এ সন্ধির সুযোগ পেয়েছেন—শুদ্ধ আমার বন্ধু ব'লে? [অর্দ্ধ-স্বগত] য়্যাঁ, কি বল্‌ছি। [আপনাকে গুছাইয়া লইয়া] বন্ধু! বন্ধু! ভাই! ভাই! আমার জীবন নাও—আমার পুত্রকে টেনে এনে আমার চোখের উপরে হত্যা কর—আমার এ অপকীর্ত্তির জ্বলচ্চিতা হ'তে মুক্তি দাও—আমি তোমার পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা—

আনর্ত্ত। চুপ্! ভুরিসেন—ভিক্ষা! সূর্য্যবংশের বংশধর তুই—মহারাজ শর্য্যাতির আত্মজ তুই—আমার প্রাণের সহোদর ভাই তুই! আমাদের এ অন্যায় মৃত্যু ততটা অপকীর্ত্তির নয়—ভুরিসেন, যতটা অপকীর্ত্তির—তোর মুখে ভিক্ষা চাওয়া! চুপ্, যা হয়েছে হয়েছে—ভ্রম হয়—তার সংশোধনের উপায় এ নয়। আর ভ্রমই বা কিসের? আমাদের জীবনের পরিণতি এইরূপই ছিল। বৃদ্ধ পিতাকে দেখিস্—দ্বারবতীর সিংহাসনে বসিস্! আমরা জন্মভূমির গৌরব বুকে নিয়ে তোর মঙ্গল কামনা ক'রে পরম শান্তিতে চল্‌লাম।

ভুরি। শান্তি! মঙ্গল! বহুদূরে—বহুদূরে! দাদা! দাদা! মূর্খ আমি—মহা পাপিষ্ঠ আমি—নরকের দূত আমি—আমার পাশবিক আক্রোশে পবিত্রাত্মা তুমি—জল্লাদের কুঠারে জীবন দিলে?

আনর্ত্ত। দিলাম—পরম সুখে! জল্লাদের কুঠারে নয়—জাহ্নবীর পবিত্র নীরে! জীবন দিলাম—কিন্তু জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে আমি ভাই পেলাম! [ভুরিসেনের গলদেশ বেষ্টন করিলেন]

বারিদ। [সিংহাসন হইতে লাফ দিয়া উঠিলেন] তোমরা মুক্ত—তোমরা মুক্ত! যাও—বীর, ভাই পেলে যদি ভোগ কর গে! দেখ্‌ছ কি? আমি ধরেছি—আমাতে হীনতা যদি থাকে, তবে ভাইয়ের কাছ হ'তে ভাই কেড়ে নিয়ে জয়লাভ করা—এই এর মধ্যে! যাও—আমি এ ত্রুটি সংশোধন করব—আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াব—যদি পারি—সন্ধির কথা পরে আবার তুলব।

ভূরি। [সানন্দে] বন্ধু! বন্ধু!

বারিদ। না, আর তুমি আমার বন্ধু নও—তুমি ভূরিসেন—সূর্য্যবংশধর বীরবর আনর্ত্তের সহোদর! আমি বারিদ সিংহ।

জনৈক দূত উপস্থিত হইল।

কি সংবাদ?

দূত। দ্বারবতী হ'তে অসংখ্য সৈন্য এসে কুশস্থলী ঘেরাও করেছে।

বারিদ। কুশস্থলীকে সাজ্‌তে বল—মৃত্যুর সাজে!

[দূতের প্রস্থান।

[আনর্ত্তের প্রতি] যাও—বীর, মুক্তি দিয়েছি, পুত্র ভ্রাতা নিয়ে আপন সৈন্যে যোগ দাও। ইচ্ছা থাকে, এই সুযোগেই আমার সন্ধির সাধ মিটিয়ে যাও। আসুন—সেনাপতি! [গমনোদ্যত]

আনর্ত্ত। [মুগ্ধ হইয়া] বারিদ! তুমি সন্ধি কর।

বারিদ। এখন? আর তা হয় না—বীর, সময় ব'য়ে গেছে! সন্ধি চেয়েছিলাম—যখন আমি তোমার সমান ছিলাম! এখন তোমার পশ্চাতে অগণিত সেনা—তোমার পার্শ্বরক্ষী বাহুবল ভাই—তুমি আমার উচ্চে—আর তা হয় না। সূর্য্যবংশীয়েরা বিপদে প'ড়ে বন্ধুত্ব করে না—বারিদ সিংহও মর্‌তে কাতর নয়! সেও সন্ধি করবে—অন্ততঃ একটা দিনের

জন্য মাথা তুলে—নীচেয় প'ড়ে ভিক্ষুকের মত নয়! যদি পারি—সন্ধির কথা তুল্‌ব।

[গমনোদ্যত]

আনর্ত্ত। [আরও মুগ্ধ হইয়া] বারিদ! বারিদ! আমি বন্দী!

বারিদ। তুমি মুক্ত!

[প্রস্থান।

আনর্ত্ত। [উদ্দেশে উচ্চস্বরে] সন্ধি কর।

বারিদ। [নেপথ্য হইতে] যদি পারি—একদা সন্ধির কথা তুল্‌ব।

রণঞ্জয়। বড়ই অবজ্ঞা কর্‌লেন, বীরবর! চিন্‌তে পার্‌লেন না। বারিদ সিংহ শত্রু নন্—আপনাদের সখ্যতাই চান্! অপরাধ—তিনি একটু অভিমানী! যাঁর পুত্রের সঙ্গে এমন একটা বন্ধুত্ব সম্বন্ধ জীবন-মরণের স্বর্গীয় ঘনিষ্ঠতা—সেই মহারাজ শর্য্যাতিকে এক পিতৃযোগ্য প্রণাম ছাড়া, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবর আনর্ত্তকে এক ভ্রাতৃ-ভক্তি ব্যতীত রাজকর দিয়ে অন্য-ভাবে প্রণাম তাঁর ধাতে সইল না; কিন্তু আপনার পিতা বা আপনি তাঁর এ দাবীটুকু পূরণ কর্‌লেন না। যদি কর্‌তেন, দেখ্‌তেন—বারিদ সিংহ হীন নন্। বারিদ সিংহ মহারাজ শর্য্যাতির তৃতীয় পুত্র—বীরবর আনর্ত্তের আর এক ভাই।

[প্রস্থান।

[সকলে স্তম্ভিত হইলেন]

চঞ্চল সহ গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। [চঞ্চলের প্রতি] দেখ—বালক, মা আছেন! শুন্‌লে না—বৃথা সৈন্য চালনা কর্‌লে! ঐ দেখ—তোমার দাদা মুক্ত—নির্ব্বিঘ্ন—মায়ের শীতল ছায়ায়।

চঞ্চল। দাদা! দাদা! [ছুটিয়া রেবতের কাছে গেল]

রেবত। ভাই! ভাই! [পরস্পরে গলদেশ জড়াইয়া ধরিল]

আনর্ত্ত। চঞ্চল! চঞ্চল! আমাদের উদ্ধারে সৈন্য নিয়ে এসেছিস্—তুই? তুই আজ সকলকে পরাজয় কর্‌লি, বালক? এ পরাজয়ের গৌরবে আমি কি কর্‌ব, ভেবে পাচ্ছি না।

চঞ্চল। এলুম বটে, জ্যেঠামশাই! কিন্তু আক্ষেপ রইল—আপনাদের বন্দিকর্ত্তাকে দেখ্‌তে পেলুম না।

ভূরি। এই দেখ্—এই দেখ্, বালক—বন্দীকর্ত্তা এই দেখ্ তোর সাম্‌নে—আত্মদ্রোহী—মূর্ত্তিমান্ ধ্বংস—ললাটে কলঙ্কের ছাপ! তিরস্কার কর্—দণ্ড দে—জীবন নে—বন্দিকর্ত্তা আমি!

চঞ্চল। তুমি? তুমি? না—না—কি বল্‌ছ? তাকি হয়? তুমি ত দেখ্‌ছি আমার বাবা! তিরস্কার কর্‌ব কি—তুমি আজ আমার প্রণাম নাও। [প্রণাম]

ভূরি। [স্বগত] কোথা যাই—কোথায় নিস্তার পাই—এ লজ্জার অবিরাম বৃশ্চিক-দংশন হ'তে?

গ্রহাচার্য্য। চল—মহারাজ শর্য্যাতি তোমাদিগে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছেন।

ভূরি। [স্বগত] যেতে হবে! যেথায় উঠি—পিতৃ প্রণামটাই প্রথম সোপান—জীবনালোকের প্রভাত-রশ্মি—সকল ভ্রমণ-কাহিনীর প্রস্তাবনা!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তপোবন

চ্যবন ও সুকন্যা দাঁড়াইয়াছিলেন

চ্যবন। রাজকন্যা!

সুকন্যা। রাজকন্যা সম্বোধনটা যে আর আমার সম্মানসূচক নয়, প্রভু? কেন, এখনও কি আমি দাসীর স্থান পেতে পারি নি?

চ্যবন। দাসীর স্থান? জানি না—সুকন্যা, তোমার আসন কোথায়? কোন্ অপূর্ব্ব কৈলাস-মন্দিরে চামরধারিণী অসংখ্য দেব-কিঙ্করী-পরিবৃতা স্বপ্নময় রত্ন- সিংহাসনে! চির সংসার-বিদ্বেষী আমি—কিন্তু তোমার এই প্রাণ-ঢালা শুশ্রূষায়—অকপট আত্মোৎসর্গে, নিষ্কাম তপস্যায় আমায় আর এক নূতন জগতে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছ, সতি! দেখেছি যা—ভ্রান্ত! এখন দেখ্‌ছি, প্রকৃত স্থান—সংসার-আশ্রম; প্রকৃত সাধনা—অকৃত্রিম সেবা; প্রকৃত শক্তি—অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী! তবে—

সুকন্যা। তবে?

চ্যবন। আমি তোমায় পেয়েছি—অভিশাপের আকারে বর! আমার জ্ঞান গর্ব্বের প্রতিফল বা সুফল! তুমি কি অপরাধে এ দণ্ডে দণ্ডিত, হতভাগিনি?

সুকন্যা। [চমকিত হইয়া] দণ্ড! অপরাধ!

চ্যবন। নয়? এই অতৃপ্ত বাসনায় উদাসিনী—প্রভাতের অরুণিমায় প্রদোষের তিমির—নবীন বয়সে স্থবিব স্বামী! দণ্ড নয়? এ যে তোমাব নিবপবাধে জন্মদণ্ড, জন্মদুঃখিনি?

সুকন্যা। না—প্রভু, এ আমাব দণ্ড নয়—ভগবানেব অসীম দয়া! আমাব ব্রহ্মচাবী ঋষি স্বামী—সীমন্তিনী-কুলেব শ্রেষ্ঠ আমি! আমায় লালসা স্পর্শ কব্‌তে পেলে না—একি কম কথা? এ পবিত্রতা বশিষ্ঠ পত্নী মহাসাধ্বী অরুন্ধতীতে পর্য্যন্ত নাই।

চ্যবন। জানি, শুচিস্মিতে! বাধ না তুমি ভোগবাসনা—হৃদয়েব যতদূব দৃষ্টি চলে তার মধ্যে! অলঙ্কৃত তুমি তপস্বিনীব আভবণে! তৃপ্তা তুমি—আমাব এই নির্ম্মম নিস্পৃহ সঙ্গবাসেই। কিন্তু স্বর্গীয় একটা আস্বাদনে যে তুমি বঞ্চিতা বইলে, বাজকুমাবি? জন্মেব একটা আবিষ্কাব যে তোমাব চোখেব ওপব অন্ধকাবাচ্ছন্ন ব'য়ে গেল, উদাসিনি? ভগবন্নিয়মেব একটা স্তব যে তুমি অবহেলায় লঙ্ঘন ক'বে চল্‌লে, অভিমানিনি?

সুকন্যা। ভগবানেব নিয়ম মাথায় থাক্—শত জন্ম অন্ধকাবাচ্ছন্ন ব্যর্থ যাক্—স্বর্গীয় আস্বাদন স্বর্গেব গুপ্তধন হ'য়েই থাক্, আমি ঐ চবণ সেবা ক'রে এই ক'দিনেই বিশ্বপ্রেমেব আস্বাদন পেয়েছি—জন্মেব মুখ্য কাবণেব আবিষ্কাব কবেছি—ভগবানেব নিয়ম আপনাব শ্রীমুখে, বেদে, উপনিষদে আদ্যোপান্ত শুনেছি—আমি অনেক দূবে উঠে গেছি।

চ্যবন। আমিও অনেক দূবে উঠে পড়েছিলুম, বালিকা! কিন্তু ঐ বকম কি যেন একটা বাকী ছিল—নেমে এসেছি।

সুকন্যা। নেমে এসেছেন নিজেব জন্য নয়—এই দাসীকে সঙ্গে ক'বে তুলে নিয়ে যাবার জন্য। পায়ে ধবি, প্রভু, নিয়েছেন যদি পবিত্র স্পর্শে গঙ্গাজলেব মত এ পাঙ্কলাকে পবিত্র ক'বে, আব এ দুর্ম্মতি জাগিয়ে দিয়ে দূবে ফেলে দেবেন্ না।

চ্যবন। যাক্, বুঝ্‌লাম-- রাজকন্যা, এ জন্মটা তোমার এই ভাবেই চিত্রিত—এই গুপ্তঘাতী তুলিকায়—এই রুদ্ধশ্বাস-কাহিনীতে! কাজ নাই আর এ কথার প্রসঙ্গে! ফল কি? উপায় ত নাই?

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। উপায় কিন্তু একটা ছিল, ব্রাহ্মণ!

চ্যবন। [সাশ্চর্য্যে] উপায় ছিল! ও—তা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে! তোমাব অসাধ্য নাই—তুমি সেই গ্রহাচার্য্য না? কি উপায় ছিল?

গ্রহাচার্য্য। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে আবার যৌবন নিতে পার্‌তে।

চ্যবন। হা হা-হা-এইবাব হাসালে, গ্রহাচার্য্য! একি তোমাব চক্ষুদান? এ লুপ্ত যৌবন—

গ্রহাচার্য্য। না—ব্রাহ্মণ, বিধাতাব দেওয়া কে ন বস্তু লুপ্ত হয না, সুপ্ত থাকে। জাগিযে নিতে পার্‌লেই আবার যা তাই।

চ্যবন। কি বল্‌ছ—গ্রহাচার্য্য, যৌবনকেও আবার জাগানো যায়?

গ্রহাচার্য্য। অন্যের না যাক্, কিন্তু তোমার যায়—তুমি ত কখনও শক্তির অপব্যবহার কর নাই—চাও কি?

চ্যবন। [ক্ষণেক চিন্তা] তুমি আবার এব মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এস নি ত?

গ্রহাচার্য্য। আমার উদ্দেশ্য থাক্ না-থাক্, কিন্তু তোমাব দেখ্‌ছি প্রয়োজন—তুমি যৌবন চাও কি?

চ্যবন। [চিন্তিত হইলেন।

সুকন্যা। [চ্যবনের প্রতি] প্রয়োজন নাই—প্রভু, আর ও পতনের বীজ—প্রবৃত্তির জন্মদাতায়! কি জন্য ঈশ্বর প্রেমের আধার পবিত্র এ বার্দ্ধক্য ছেড়ে যৌবনের আবিলতায় জড়িত হ'তে চান্? কার জন্য জঘন্য এ আত্মবলি? আমি ত কই বৃদ্ধ স্বামী ব'লে ভ্রমেও দুঃখ করি নাই?

বরং সুখী—আমার মধ্যে কোন সঙ্কোচ নাই—আমার মধ্যে বিরহ-মিলনের বুকভাঙা ঘাত-প্রতিঘাত নাই! আমার মধ্যে যা—সব মিলনময়—সব উন্মুক্ত—সব পূজা-অর্চ্চনার। আমি চাই না—আমার স্বামীর কামিনী-মনোমোহন কিংশুক সৌন্দর্য্য! আমি চাই—তাঁর লোল ললাটে বিশ্ব-বিমুগ্ধকারী অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃ। আমি দুঃখিতা নই—আমার স্বামীতে লালসার মাদকতা নাই ব'লে। আমি দুঃখিতা হ'ব—তাঁর মধ্যে লালসার একটু ছাপ দেখ্‌লে। আমার বাসনা নয়—প্রভু, স্বামী নিয়ে উপভোগ! আমার সাধ—স্বামীর সঙ্গে শুভ মিলনে সেই সচ্চিদানন্দের চরণতলে বিমল শান্তিভোগ!

গ্রহাচার্য্য। ভেবো না তুমি—রাজকন্যা, যৌবন-লালসার নিয়ামক ব্রহ্মপদের অন্তরায়—পতনের বীজ! যৌবন জীবনের কেন্দ্রস্থল—কর্ম্মের মহোৎসব—ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরম সহায়। এতেও যা চাও—তাই পাবে। বার্দ্ধক্য হ'তে যৌবন কোন অংশে হীন নয়—বরং শ্রেষ্ঠ। বার্দ্ধক্যের প্রেম—এক ঈশ্বরে; যৌবনের প্রেম—পত্নী, পুত্র, মিত্র. ভ্রাতা, নদ নদী, ফল ফুল, অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত প্রসারে—অনন্ত হ'য়ে ছড়িয়ে! বার্দ্ধক্য চায়—আত্মত্রাণ; যৌবন জগৎ নিয়ে উন্মত্ত। বার্দ্ধক্য—জল; যৌবন—অগ্নি, সব শুদ্ধ করে—সলিলেরও যা সাধ্যাতীত, তবে যে তাতে গৃহদগ্ধ হয়, সে শুধু গৃহীর কর্ম্মের ফল। সর্পের কাছে অন্যমনস্ক হলেই সর্ব্বনাশ; কিন্তু সাবধানে তার বিষ তুলে নিতে পার্‌লে, সে এক ফোঁটায় একদিন এমন একটা কাজ ক'রে দে'ব, যা সুধার কলস ঢেলেও হবার নয়। আলোক দেখ্‌তে হ'লে অন্ধকারকেও চাই। স্বর্গ নরক এক সঙ্গে বিধাতার নিয়ম প্রতিকূল দ্বন্দ্ব ব্যতীত কারও পরিস্ফুটন নাই! ততটা সুন্দর তোমার স্বামী নন্ বার্দ্ধক্যে যোগী—যতটা সুন্দরী তুমি তাঁর স্ত্রী—যৌবনে যোগিনী! তুমি স্থির হও। আর তোমার ত এ বিষয়ে কোন

প্রতিবাদ চলে না ? বরং পোষকতা প্রয়োজন—তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে। দেখাতে হবে—তোমার হৃদয়, ত্যাগ, নিস্পৃহতা, যুবার কাছ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে! শত্রুহীনের জয় নয়, জয় তার—যার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপদে। কি—ব্রাহ্মণ, কি চাও ?

[চ্যবন পূর্ব্ববৎ চিন্তামগ্ন রহিলেন ; ক্ষণকাল নীরবতার পর গ্রহাচার্য্য পুনরপি কহিতে লাগিলেন]

ভাব্‌ছ কি ? তোমায় নিতেই হবে! যৌবন যদিও ইন্দ্রিয়ের লীলাভূমি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস নয়—ইন্দ্রিয়ের প্রভু! তাদের গতি ফিরিয়ে নিলেই হ'ল। তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে, ব্রাহ্মণ, সাধনা তোমার হয় নাই! সাধনার অর্থ—সকল ইন্দ্রিয়কে একমুখী করা। তোমার ইন্দ্রিয়ই নাই, সাধনা কর্‌ছ কি নিয়ে ? যৌবন ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের স্থান নাই, আর সতেজ সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হয় না, শুষ্ক প্রাণে এ রসের আস্বাদ চলে না ; ত্যাগীর প্রেমের রাজ্যে অনধিকার। ঈশ্বর প্রেমময়—ঈশ্বর চির নবীন—তাঁর যত মূর্ত্তির যত ধ্যান—সব নবযৌবনসম্পন্ন। তুমি এই মহা তৃষিত মরুভূমে সে তৃপ্তিময় শান্তিরসের প্রবাহ আন্‌তে চাও ? যদিও পাও, সে জল নয়—মরীচিকার ছলনার মত পাগল করা কি একটা! ব্রাহ্মণ—উদরপূর্ত্তিই যদি ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, পাথর চিবুলেই ত হ'ত! খাদ্য সরস হবার কি প্রয়োজন ছিল ? ফিরেছ—ফিরে এস! প্রেমের দ্বারে দাঁড়িয়েছ—রাজ্যে প্রবেশ কর—সংসার করেছ—যৌবন নাও।

চ্যবন। দাও—গ্রহাচার্য্য, যৌবন দাও ; যদিও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আমার এ জীবনের পরিণতি কোথায়—আলোক-রাজ্যে না অন্ধকারে, তবুও আমায় যেতে হবে পতনের সর্ব্বনিম্ন চত্বালে। নিজের ভোগের জন্য নয়—আমাতে যে আত্ম-সমর্পণ করেছে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আমি যার সুখ-দুঃখ সমস্ত জীবনের ভার নিয়েছি, যদিও সে-ও চায় না, তবু আমায় রাখ্‌তে

হবে—আমার মধ্যে যা-কিছু—তারই ভোগ্য ; সে-ই বেছে নিক্ ইচ্ছামত তার তৃপ্তিকর। দাও—গ্রহাচার্য্য, যৌবন।

গ্রহাচার্য্য। স্মরণ কর স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের—যারা একদিন চক্ষু দিয়ে গেছে।

চ্যবন। তার পর ?

গ্রহাচার্য্য। তারা বল্‌বে—তার পর।

চ্যবন। [চক্ষু মুদিত করিয়া] কোথায় তোমরা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমাদ্বয় ?

অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবির্ভূত হইলেন।

১ম কুমার। কি জন্য আমাদের স্মরণ কর্‌লে, ব্রাহ্মণ !

চ্যবন। আমায় যৌবন দাও।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন]

গ্রহাচার্য্য। ইতস্ততঃ কর্‌ছ কি ? পুরস্কার—তোমরা যা চাও,তাই পাবে।

সুকন্যা। পুরস্কার ?

গ্রহাচার্য্য। ওরা ত আর তোমার স্বামীর কাছে পুরস্কার চাইবে না, তবে আর চম্‌কে উঠ্‌ছ কেন ?

চ্যবন। বেশ, আমার দ্বারা যদি তোমাদের কোন উপকার হয়—প্রতিশ্রুত রইলাম।

২য় কুমার। স্বীকার ?

চ্যবন। ব্রহ্মবাক্য !

১ম কুমার। তবে শুনে রাখ—ব্রাহ্মণ, আমাদেরও প্রার্থনাটা ! মর্ত্ত-যজ্ঞে সকল দেবতার অংশ আছে, সূর্য্য-পুত্র হ'য়ে—অশ্বিনী-গর্ভজাত ব'লে কেবল আমরা দুটী ভাই সে অধিকারে বঞ্চিত। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে দাবী করায়, তিনি আমাদের পতিত—স্বর্গচ্যুত—নিরাশ্রয় করেছেন।

ব্রাহ্মণ, তোমার শক্তি আছে—তোমায় আমাদের উদ্ধার কর্‌তে হবে। মর্ত্ত-যজ্ঞে আমাদের নামে আহুতি দিতে হবে—এই আমাদের প্রার্থনা—এই আমাদের পুরস্কার।

গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দের আবির্ভাব।

রুদ্রানন্দ।—

গান।

এই ভিক্ষা ঋষি তব চরণে।
পতিতে তার' পরম প্রভু, করুণা-কণা বিতরণে ॥
কোথাকার দেখ গো মোরা এসেছি নেমে কতদূর,
গিয়েছে নিবে জীবন-জ্যোতি—হৃদয় ভেঙে শতচূর ;
নয়ন ফেটে অশ্রু আসে,
শুষ্ক করি দীর্ঘশ্বাসে,
লুকায়ে বদন আঁধার বাসে অতি গোপনে মনে মনে ;
পাঠ করি ললাট-লিপি জনমব্যাপী জাগরণে ॥

[অন্তর্দ্ধান।

চ্যবন। গ্রহাচার্য্য, এইবার তোমায় চিনেছি। এর জন্যে আমায় এত দূরে নিয়ে এলে ? যাক্—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাই হবে।

বুধ ও মঙ্গল উপস্থিত হইল।

বুধ। কেন সেধে কলঙ্ক নেবে, ব্রাহ্মণ ? জান নাকি এ যজ্ঞাংশ-দানের বিরোধী বজ্রধর ?

চ্যবন। জানি।

মঙ্গল। তবে বাবা, জেনে-শুনে এ বিছুটী বনে আরাম কর্‌তে চৌদ্দ-পোয়া হচ্ছ কেন ? বলি—বাবাজি, ধূনীর আগুনে গায়ে আঁচ লাগে না ব'লে কি বাজ্‌টাকেও তাই মনে কর ? বাজ কি রকম জান ?

চ্যবন। জানি—জানি!

জয়ন্ত উপস্থিত হইলেন।

জয়ন্ত। তার দাহিকার কথা? তার বৃত্রবধের কথা? তার ত্রিলোক-শাসনের শক্তি?

চ্যবন। সব জানি। তোমরাও কি জান না—তোমাদের ঐ বজ্র সৃষ্টি * হয়েছিল যে জিনিষের একটা খণ্ড নিয়ে, আমার মধ্যে তার সবটা? সেই হাড়েই আমার সর্ব্বাঙ্গ—সেই ব্রাহ্মণই আমি!

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। [চ্যবনের প্রতি] ব্রাহ্মণ, আমি দেবরাজ ইন্দ্র—তবু তোমার কাছে অবনত হ'তে আমার অপমান নাই—তুমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ, আমি অনুরোধ কর্‌ছি—এদের আশ্রয় দিয়ো না; এরা আমার পরিত্যক্ত—পতিত।

চ্যবন। অপরাধ?

ইন্দ্র। এরা অশ্বিনী-গর্ভজাত—অশ্বের ঔরসজাত; পশুমূর্ত্তিতে পশুভাবে এদের উৎপত্তি।

চ্যবন। সূর্য্যপুত্র কি-না? সংজ্ঞাদেবীর গর্ভজ কি-না? যে মূর্ত্তিতেই হোক্।

ইন্দ্র। এই কি সমাজ-রক্ষক মহা জ্ঞানী ব্রাহ্মণের বিচার? যে মূর্ত্তিতেই জন্ম হোক্, দেবতা ব'লে মান্‌তে হবে, দেবতার অধিকার দিতে হবে?

চ্যবন। হবে। দেবতার মূর্ত্তিলাভ করেছে যে! এদের উৎপত্তি যদি পশুর গর্ভে, পশুর ঔরসে পশুভাবেই হ'ত—আকৃতি-প্রকৃতিও পশুর মতই হ'ত! তা যখন হয় নাই, যাও—ইন্দ্র, আমি এদের দেবতার সঙ্গেই সমান আসন দেবো।

---

* গ্রন্থকার তদ্বিরচিত "বজ্রসৃষ্টি" নামক নাটকে দধীচি ও বৃত্রবধ আখ্যান অবলম্বনে বজ্রসৃষ্টির সবিশেষ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকাশক।

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ—না—আর আমি তোমায় ব্রাহ্মণ ব'লে সম্ভাষণ কর্‌তে পারি না—তোমার বিচার-বিবেচনা মিথ্যাকথা—অশ্বিনীকুমারেরা তোমায় যৌবন দেবে, তুমিও তারই বিনিময়ে তাদের যজ্ঞাহুতি দিতে প্রতিশ্রুত! তা' হ'লে আমারও দেবত্বে দোষারোপ ক'রো না তুমি—তুমিই আমায় ব্রাহ্মণের অসম্মান করালে।

চ্যবন। ব্রাহ্মণের অসম্মানে ত তুমি চির-অভ্যস্ত! তার প্রতিফল ত তোমার সর্ব্বাঙ্গে!

ইন্দ্র। [রোষভরে] চ্যবন!

চ্যবন। যাও, ইন্দ্র!

ইন্দ্র। আচ্ছা—ব্রাহ্মণ, চল্‌লাম এখন—তোমার ঐ রক্তচক্ষুঃ—ক্রুদ্ধ গ্রীবাভঙ্গী—নিষ্ফল গর্জ্জন নীরবেই মেখে নিয়ে! মনেও স্থান দিয়ো না তুমি—বজ্রধর বাসবের বিরুদ্ধে অশ্বিনীকুমারদের সোমদানে সফলকাম হবে! তুমি যদি ব্রাহ্মণ—আমিও তথা দেবতা। তুমি চ্যবন—আমি ইন্দ্র! তুমি ঋষি—আমিও মহর্ষি কশ্যপের পুত্র! পরিচয় পাবে যজ্ঞক্ষেত্রে।

চ্যবন। যজ্ঞকুণ্ডই স্থান নির্দ্দেশ রইল।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

জয়ন্ত। যজ্ঞকুণ্ড পরিণত হবে তোমার শ্মশান-চিতায়!

[প্রস্থান।

বুধ। মিছে ও পাপদের মাথায় নিলে—ব্রাহ্মণ, ডুব্‌লে!

[প্রস্থান।

মঙ্গল। আমি কিন্তু কিছু বল্‌লুম না—বাবা, আমায় চিহ্ন দিয়ে রাখ—আমি বুঝে নিয়েছি যা হবে! সে সময় যা কর্‌তে হয়, ঐ বড় বড় ভুঁড়ীদের উপর দিয়ে সেরো, আমার দিকে একটু আল্‌গা দিয়ো! আমিও

ঠিক থাক্‌ব, ফাঁক পেলেই পিছনে সর্‌ব! চিনে রেখো—বাবা, এই কটা গোঁফ, এই বেড়াল চোখ, এই ভাঙা কোমর, এই খোঁড়া পা!

[প্রস্থান।

১ম কুমার। ব্রাহ্মণ—সত্যই ব্রাহ্মণ তুমি! আমাদের জন্য সমস্ত দেবতার বিদ্বেষ নিলে?

চ্যবন। তোমাদের জন্য নয়—ধর্ম্মের উদ্ধারে—কর্ত্তব্যের জন্য।

২য় কুমার। চল, তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধ করি! ঐ সরোবরে স্নান কর্‌বে চল।

চ্যবন। সুকন্যা, তুমি কুটিরে যাও!

সেবকরাম উপস্থিত হইল।

সেবক। তার পর—গুরুর কৃপায়—আমি কোথায় যাব ব'লে যাও?

চ্যবন। সেবক, তুই আবার যাবি কোথায়?

সেবক। থাক্‌ব কোথায়? গুরুর কৃপায়—এত আর তপোবন নাই—কাঁটার বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তুমি ত না হয় উড়্‌তে জান, উড়্‌ছ—বস্‌ছ—কত খেলা খেল্‌ছ—ইচ্ছামত—আটক নেই—নির্ভাবনা! এখন আমি করি কি? দাঁড়াই কোথা? আমার যে এখনও ডানা ওঠে নি!

চ্যবন। কেন—বৎস, তোর কিসের অভাব? আমি ত তোকে আমার যা দেবার সব দিয়েছি।

সেবক। গুরুর কৃপায়—ছাই দিয়েছ! দিয়েছ কি? তুমি ত কেবল—গুরুর কৃপায়—ক্ষিধে বাড়িয়েই দিয়েছ; ক্ষিধে মেটাবার কি ক'রেছ?

চ্যবন। ও আর আমার সাধ্যের নয়, প্রাণাধিক! আমি গুরু—আমার কর্ম্ম শুধু ক্ষুধা জাগিয়ে দেওয়া, তার নিবৃত্তি তোমার নিজের শক্তি-সাপেক্ষ! ক্ষুধায় তুমি অন্ধ হয়েছ, আমার কর্ম্মও শেষ হয়েছে। আর

আমাতে কিছু পাবে না—এইবার নিজের পায়ে ভর দাও। হরিকল্পবৃক্ষের তলে যাও, তার সুরসাল ফল কুড়িয়ে খাও—সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি!

[অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ প্রস্থান, তদনুসরণে সুকন্যার প্রস্থান।

সেবক। আরে ঠাকুর, দাঁড়াও—একবার দাঁড়াও! গাছটা কি রকম—তার চেহারা কেমন ধারা—আমায় বুঝিয়ে দিয়ে যাও। খুঁজে নিতে হবে—আমি যে ছাই কিছু জানি না—এক তোমা ছাড়া!

গ্রহাচার্য্য। ওহে, হরি-কল্পবৃক্ষ কি রকম শুন্‌বে? ঐ যে ঐ আকাশের নীলিমা দেখ্‌ছ, গাঢ়, নির্ম্মল, দিগন্ত-বিস্তৃত—

সেবক। [বাধা দিয়া] আরে, যাও—যাও! ওটা ত কিছু নয়—ওটা ত শূন্য?

গ্রহাচার্য্য। তোমার হরি-কল্পবৃক্ষও ঐ শূন্যের মতই কোন একটা রকম।

সেবক। তবে অশ্বডিম্ববৎ—নাম আছে, নামী নাই।

গ্রহাচার্য্য। এই—ঠিক বুঝেছ।

[প্রস্থান।

সেবক। [উদ্দেশে] তুমি দূর হও! গুরুর কৃপায়—তুমি ব্যাটা নিপাত যাও! এ ভিটেয় ঘুঘু ত চরালে তুমি! [নিজমনে] না—এ লোকটা খুব জাঁহাবাজ, ধড়ীবাজ, ধাপ্পাবাজ, এ লোকটাকে বিশ্বাস ন-কর্ত্তব্য! গুরুদেব যখন বলেছেন—হরি-কল্পবৃক্ষ—তখন নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই কেন—একেবারে খুব নিশ্চয়ই—দেখা যাক্!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আশ্রম-সান্নিধ্য বনপথ

গীতকণ্ঠে তীর্থযাত্রিগণ যাইতেছিল

তীর্থযাত্রিগণ।—

গান।

করি সব তীর্থ-পর্য্যটন—
গোবিন্দ বল মন।
এবার ঘুচ্‌লো লোকের শালা বলা,
শালাদের বাবাজী এখন॥
চুরিদারী দাগাবাজী যত করেছি,
তীর্থে এসে সকল পাপের সাবাড় মেরেছি,
বাবা, পয়সা হ'লে আপনি মোক্ষ,
যথা লক্ষ্মী তথা নারায়ণ॥
দ্বারকা মথুরা গয়া প্রয়াগ কি কাশী,
সব সেরেছি দেখিয়ে কলা একটী গাল হাসি,
এখন বাকী কেবল সেবাদাসী,
চলি তাই শ্রীধাম বৃন্দাবন॥

[প্রস্থান।

সেবকরাম উপস্থিত হইল।

সেবক। যা হোক্—বাবা, এই মেয়েমানুষ—গুরুর কৃপায়—একটা জিনিষ বটে! আমার গুরু—পাকাদাড়ী বুড়ো, তাকেও কর্‌লে কিনা তারের পুতুল! সেও ছুট্‌ল—কেঁচে আবার যৌবন নিতে! তার আর

বিচিত্র কি? শিব অত বড় একটা লোক—তার বুকে একটা মেয়েমানুষ, মাথায় একটা মেয়েমানুষ! ভগবান্ স্বয়ং—সে-ও আবার মেয়েমানুষের পায়ে ধ'রে প্রেম কর্‌ছে! আহা-হা—আমার সোনার গুরু—শেষ বয়সটায় কামিনীর গ্রাসে পড়্‌ল গা! যাক্, তাঁর ক্ষমতা আছে বাঘকেও পোষ মানাবার। এখন—গুরুর কৃপায়—আমায় এখান হ'তে সর্‌তে হয়েছে! আমার বুকে ত সে বল নাই! আর মেয়ে-রোগ সংক্রামক ব্যাধি! ঘরের একজনকে যখন ধ'রেছে, তখন পাল না মজিয়ে ছাড়্‌বে না! ঐ বাঘিনী বেটীর সঙ্গে আবার এক বেটী সিংহিনী আছে; সে ত ক'দিন হ'তে আমার পিছুই নিয়েছে—কোন্ দিন ধর্‌বে চোখ টিপে! না—বাবা, স'রে পড়া যাক্—গুরুর কৃপায়—হরি-কল্পবৃক্ষের দেশের দিকে। দণ্ডবৎ বাবা, মেয়ে মানুষ! তোমাদের ফাঁদ রইল চাঁদের গা ঢাকা! [গমনোদ্যত ও আলোকলতাকে আসিতে দেখিয়া] ও বাবা—ও আবার কে আসে! সেই সিংহিনী বেটী না? সেই ত বটে! সর্ব্বনাশ! এরা কি সবজান্তা। এই গো—ধর্‌লে বুঝি! দাঁড়াই চোখ বুজে এইখানেই একটু—বেটী স'রে যায় ত যাক্! আর আপনা হ'তে কোলে গিয়ে পড়ি কেন? [চোখ বুজিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

আলোকলতা উপস্থিত হইল।

আলোক। চোখ বুজে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কে গো?

সেবক। হয়েছে! অন্য কেউ নয় গো—একটা নিরীহ খরগোসের বাচ্ছা!

আলোক। বা-বা-বা! তবে ত শীকার মিলেছে দেখ্‌ছি?

সেবক। বলি, ক্ষিধের জোরটা কি আজকাল এতই বেশি—চুনো-পুঁটিটী পর্য্যন্ত বাদ দেবে না? রক্ষে কর, মাণিক! অয়ি বিড়ালাক্ষি মটরমুখী লম্ফঝম্ফ প্রদায়িনি—ক্ষুদ্রমহম্—কৃপয়া অন্যত্রম গচ্ছ!

আলোক। অন্যত্র আর কোথা যাব—বঁধু, তুমি থাকৃতে ?

সেবক। সেরেছে ! কেন—চাঁদ, আমার ওপর এ বদিয়তি কেন ?

আলোক। আমি কে দেখ ?

সেবক। আর দেখ্‌তে হবে না—ও গুরুর কৃপায় এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি ! তুমি বেটী সেই ছেলে-ধরা !

আলোক। চোখ মিলেই দেখ না ?

সেবক। চোখ মিল্‌লেই ত মুণ্ডপাত !

আলোক। মুণ্ডু যায় আবার নূতন মুণ্ডু গ'ড়ে দেবো ! আমাদের হাতে হয় না কি ?

সেবক। আরে তা আর জানি না ! তোমরা হচ্ছ—বিধাতা পুরুষের পদ্মহাতের ঢালাই—চাঁদের তাপে চোলাই করা—তোমাদের হাতে হয় না কি ? দেব-দৈত্যে বিরোধ বাধাতে—সমুদ্র-মন্থনের সময় তোমরাই ত নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছিলে ! তবে দেখি চেয়ে—যায় যাক্ মুণ্ডু—গর্দ্দান নিয়েই ভিক্ষে ক'রে খাওয়া যাবে।

আলোক। চেয়ে দেখ খাও হে মাথা।
আমি তোমার সেই আলোকলতা ॥

সেবক। [চক্ষু মেলিয়া] য়্যাঁ—আলোকলতা !
[এক মুখ হাসিয়া]
ওরে আমার সাধের আলোকলতা !
এতক্ষণ ছিলে কোথা ?
দিচ্ছ যত প্রাণে ব্যথা,
রইল সব এই মর্ম্মে গাঁথা !

আলোক। ওরে আমার রসিক নাগর রসেতে টল্‌টল্।
থাকৃতে সোহাগ বিরাগ কেন—একি প্রেমের ছল ?

সেবক। দোহাই তোমার আলোকলতা !
খেয়ো না আর আমার মাথা !

আলোক। বালাই ষাট্ ষষ্ঠীর ধন।
বেঁচে থাক্—যাক্ জীবন ॥
তুমি আমার প্রাণের পোষা পাখী।
আমি তোমার জন্য
ছোলা ভিজিয়ে খোলাগুলি রাখি ॥
বলি নামটী কি হে নটবর।
দেখি হবে কিনা আমার বর ?

সেবক। আরে তাতে ঠিক আছি ! তোমার নাম যখন আলোক-লতা, তখন গুরুর কৃপায়—আমার নাম কি আর আকাশকুসুম না হ'য়ে যায় ?

আলোক। বাঃ বাঃ বাঃ রাজযোটক মিল ! যেমন মন্দিরে গো-চিল ! তা' হ'লে আমায় বিয়ে কর্‌ছ ত ?

সেবক। [স্বগত] এই রে—এইবার বেটীর প্রেম কাণা ছাপিয়ে উঠেছে ! [প্রকাশ্যে] কেন—মাণিক, ফাঁকা আওয়াজে কি কাজ মিট্‌ল না ? তা হবে—তার আর কি ?

আলোক। হবে—তা কখন্ ? লগ্ন ভস্ম হ'য়ে গেলে নাকি ? না, আর আমি ওজর শুন্‌ব না—যে কথা সেই কাজ ! আজই হ'তে হবে—এখনই—এই দণ্ডে—এইখানে !

সেবক। একে কি বিয়ে বলে, চাঁদ ? বিবাহ ত তিন প্রকার—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্। তা এ গাছের তলায় গোপনে গোপনে কি উদ্ভিদ্-বিবাহ হবে নাকি ? যাও—যাও—ঘরে গিয়ে সেজে-গুজে থাক গে—আমি বরযাত্রী সমেত গিয়ে চেতন-বিবাহই কর্‌ব। এখন একটা কথা

জিজ্ঞেস্ করি—তোমাদের ত ছেলে-ধরা ব্যবসা—অনেক জায়গায় যাতায়াত আছে, হরি-কল্পবৃক্ষ কোথায় বল্‌তে পার ?

আলোক। আরে থু-থু-থু ! বিয়ের বাসরে নারদ-সংবাদ ! ছি-ছি-ছি ! এ দেশটার কি এই ধারা ? মদন-পূজোয় তর্পণের মন্তর ! দূর-দূর-দূর ! আর তোমার চেতন বিয়েতে কাজ নাই, চাঁদ ! বুঝেছি তোমার প্রেমের দৌড় ! তুমি একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর অচেতন হও !

[প্রস্থান।

সেবক। আহা-হা ! যাও কোথা ? পথ ভুলে যাচ্ছ—যমের বাড়ী যে এদিকে। যাক্ বাবা—ফাঁড়া কাট্‌ল ! দেখি এবার হরি-কল্পবৃক্ষ কোথায় ? এতদিন ত হরীতকীর ছায়ায় সন্দিগর্ম্মি হ'য়ে গেছে, দেখা যাক্ এ আবার কেমন ? প্রভেদ ত তেমন কিছু দেখি না ! হরি-কল্প—আর হরীতকী ! দুয়েরই আগে হরি—আমি যার ভয় করি !

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোবর

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণ আবির্ভূতা হইল

অপ্সরাগণ।—

গান।

আমরা নবীনতায় ভ'রে আছি।
হেথা অণু হ'তে অসীম সকলি নবীন,
ওলো সই নাই বাছাবাছি॥
হেথা নবীন হিল্লোলে নবীন তরঙ্গ,
নবীন হাসি কেলি নব-রসরঙ্গ,
হেথা নব-বসন্তে লীলা নব-নলিনীর
নবীন যত মধুমাছি॥

সুকন্যা উপস্থিত হইলেন।

সুকন্যা। একি হ'ল! আমি যে এই সরোবরে অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে আমার স্বামীকে ডুব্‌তে দেখে গেলুম! অনেকক্ষণ ত হ'ল—এখনও যে এদের কোন চিহ্ন নাই! কুটিরে গিয়ে স্থির হ'তে পার্‌লুম না—আমার বৃদ্ধ স্বামী! কি করি আমি? জলের ভিতর মানুষ কি এতক্ষণ থাকতে পারে? য়ঁ্যা—আমার গলা শুকিয়ে আস্‌ছে যে! আমি কোথায়? এ কি সরোবর?

অপ্সরাগণের পুনরাবির্ভাব

অপ্সরাগণ।— [পূর্ব্বগীতাবশেষ]

এ যৌবন-সরোবর,
হেথা ডুব দিলে সই অমনি নবীন অজর অমর,
আর একটি ছোট ঢেউ—
লাগ্‌লে গায়ে নবীন সরস—যতই নীরস থাক্‌না কেউ ;
এর একটি ফোঁটা জল—
ভরা চাঁদের সুধা, পাখীর কুহু, ফুলের পরিমল,
খুলে যায় বদ্ধ প্রাণের আটক শিকল,
হও যদি এর কাছাকাছি ॥

[অন্তর্দ্ধান।

সুকন্যা। সুর ওঠে কোথা হ'তে ? অস্ফুট সঙ্গীতে কারা কি কথা কয় ? কই, দেখ্‌ছি না ত কাকেও ? অশরীরী আকাশ-বাণীর মত ওঠে—ভেসে যায় ! একি মায়া ? হবে ! তবে—তবে ত সব মায়া ! স্বামীর যৌবনে প্রবৃত্তি মায়া ! উত্তেজক সে দেবতাদ্বয় মায়াবী ! এ সরোবর মায়ার ! আমি অনাথিনী—আমি অনাথিনী—আমিও ঐ জলে ঝাঁপ দেবো—আমি অনাথিনী !

[অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের ন্যায় মূর্ত্তিধারী যুবক চ্যবন সহ অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সরোবর মধ্য হইতে উঠিলেন।]

অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। না—দেবি, তুমি আয়ুষ্মতী !

সুকন্যা। [তিন মূর্ত্তি এক প্রকার দেখিয়া] এ আবার কি অপরূপ মায়া ! একই মূর্ত্তি তিনটী যুবক ! তিনিই সেই অশ্বিনী-কুমার ! এক মুখ—এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এক বেশভূষা ! দেবগণ—দেবগণ—মান রাখ ! প্রাণ যায়—আমার বৃদ্ধ স্বামী কই ?

১ম কুমার। তোমার বৃদ্ধ স্বামীর জন্য ত আমরা দায়ী নই, দেবি ?

সুকন্যা। তোমরা দায়ী নও ? কি বল্‌ছ ? তোমরাই ত তাঁকে হাত ধ'রে এই গভীর জলে নামিয়েছ ?

২য় কুমার। ভুল কর্‌ছ—রাজকুমারি, আমরা দায়ী—তোমার যুবক স্বামীর জন্য।

সুকন্যা। তা' হ'লেও আমার স্বামী কই ?

১ম কুমার। এই আমাদের তিন জনারই মধ্যে—চিনে নাও।

সুকন্যা। চিনে নেবো! সে কি ? [তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল] তোমাদের তিন জনেরই এক রূপ—এক মূর্ত্তি—এক সব! কেমন ক'রে চিন্‌ব—কে আমার স্বামী ?

২য় কুমার। তবে আর সতী কি ? আমরা যাকে স্বামী ব'লে দেখিয়ে দোব, তুমি তাকেই মেনে নেবে ? নাও—রাজকন্যা, এই ফুলের মালা। যদি সতী হও—স্বামী চিনে নাও—তাঁর গলায় মালা দাও। [মালা ছুড়িয়া দিলেন]

সুকন্যা। [দূর হইতে] দাঁড়াও তবে তোমরা তিনমূর্ত্তি ঐখানেই। আমি এইখানেই ব'সে স্বামী-পূজা কর্‌ব; আমার এই পুষ্পাঞ্জলি যাঁর পায়ে পড়্‌বে, তিনিই আমার স্বামী।

উভয়ে। আশীর্ব্বাদ করি—পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হও!

সুকন্যা। [নতজানু হইয়া] স্বামি! আমি ধ্যান কর্‌ছি—তোমার সেই শ্বেত শ্মশ্রুবিমণ্ডিত শিথিল বার্দ্ধক্য মূর্ত্তির! আমি পূজা কর্‌ছি—তোমার সেই স্খলিত জড়িত সামর্থ্যহীন শ্রীপাদ-পদ্মের! আমি কাঁদ্‌ছি—তোমার সেই অবাধ উন্মুক্ত কাম-গন্ধহীন প্রেমের একাকারে আপনাকে হারিয়ে! আমি ত কিছুই জানি না তোমা ছাড়া! আমি

ভেসে যাচ্ছিলুম স্রোতের টানে—সংসারের আবর্ত্তে; তুমি আমায় অনাহূত তুলে নিয়েছ—প্রকৃত চক্ষু খুলে দিয়েছ—অপার্থিব যা—দেখিয়েছ! তোমায় ত ডাক্‌তে হবে না, প্রভু! তোমায় ত বল্‌তে হবে না কিছু—তুমি যে আমার স্বভাব-দয়ালু! একবার উদয় হও—তোমার সেই স্নেহ ঢলঢল স্বর্গীয় মূর্ত্তিখানি নিয়ে—আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও—তোমার পূজার অর্ঘ্য তোমার পায়ের দিকে তুমি টেনে নাও! তোমার দাসীকে তুমি টেনে নাও! তোমার দাসীকে তুমি রক্ষা কর!

[পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন—গীতকণ্ঠে ভক্তি আবির্ভূতা হইয়া সেই অঞ্জলি ধরিলেন।

ভক্তি।—

গান।

আমি ব'য়ে নিয়ে যাব অর্ঘ্য তোমার বাঞ্ছিত চরণে।
আমি রাখিব তোমার পুণ্যশ্লোকে প্রাতঃস্মরণে॥
তুমি চেনো না আমায়,
যত অসাধ্য সাধনের আমি শক্তি,
আমি বুকভরা হ'য়ে আছি গো তোমার,
নাম মম পরাভক্তি;
আমি ছিদ্রকুম্ভে ধরায়েছি জল শ্রীরাধার ভরণে॥
নাও ঋষি নাও ভক্তির অর্ঘ্য,
নিয় এ হ'তে চতুর্ব্বর্গ,
দেখ, কি উজল প্রীতির স্বর্গ মহিমা আভরণে॥

[অঞ্জলি চ্যবনের পায়ে রক্ষা করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ধন্য! ধন্য! ধন্য!

চ্যবন। সতি! সতি! [সুকন্যাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।]

গীতকণ্ঠে মনুর আবির্ভাব।

মনু।—

গান।

ওগো মহিমময়ী মা আমাদের।
কি তুই অমিত তেজস্বিনী—কি শক্তি তোর সতীত্বের॥
কোন্ সতী তুই মোদের কুলে,
শিব-সতী কি গো আসিলি ভুলে,
আশিস্ করি আমি গো মা তোর পিতৃ-লোক,
চির সুখী হ', রবে না হৃদয়ে বিষাদ শোক,
আমাদের কুলকুমারী ছিলি,
যৌবনে ঋষি সঙ্গ নিলি,
এইবার তুই স্নেহ-মমতায়—মা হ' সারা জগতের॥

[অন্তর্দ্ধান।

অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। বিদায়, ব্রাহ্মণ!

চ্যবন। স্মরণ রইল তোমাদের প্রার্থনা।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রস্থান।

সুকন্যা, চমৎকার তোমার জীবনী—চমৎকার এ পতিত অশ্বিনী-কুমারদ্বয়! চির সংসারদ্বেষী অকৃতদার চ্যবন আমি—চমৎকার আমার দর্পচূর্ণ!

[সুকন্যার হাত ধরিলেন]

গীতকণ্ঠে সংসার ও মায়ার আবির্ভাব।

সংসার, মায়া।—

গান।

বাজি জিৎ—বাজি জিৎ।
প'ড়ো ঘরে উঠ্‌ল আবার পাকা ক'রে নূতন ভিত্॥

দেখ মন্দির নূতন, নূতন শিব, নূতন ত্রিশূল নূতন জাঁক,
চল্‌লো আবার নূতন গাজন, নূতন ঢাকী নূতন ঢাক্,
শুক্‌নো বীজে নূতন আঁকুর,
ফুটি ফিরে কচি কাঁকুর,
কপিল দলের বাবাঠাকুর মদন-যাগের পুরোহিত ॥
কে এড়াবে আমাদের হাত, বল্‌বে না কেউ বাতুল বই,
ক্ষিধেয় সারা সকল যাদু—আমরা ভবের চিঁড়ে দই ;
কালায় শোনাই মোহন বাঁশী,
কানায় দেখাই মুচ্‌কি হাসি,
বোবার গলায় ফোটাই মোরা বাহার রাগে বাসর-গীত ॥

[অন্তর্দ্ধান ।

চ্যবন। ধন্য—ধন্য তুমি মহাশক্তিমান্ সংসার! ধন্যা অঘটন ঘটনপটীয়সী তোমার জীবন-সঙ্গিনী মায়া!

অদূরে আনর্ত্ত সহ শর্য্যাতি আসিতেছিলেন সহসা দাঁড়াইলেন।

শর্য্যাতি। [দূর হইতে] ঐ আমার সুকন্যা! আহা-হা, অনেক দিন দেখি নি বাছাকে! মা—মা—[চমকিত হইয়া] ওকি রে আনর্ত্ত! সুকন্যা ও কার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে?

আনর্ত্ত। তাই ত—পিতা, ওযে যুবা—ও সেই অশ্বিনীকুমারদেরই একজন।

শর্য্যাতি। যুবা! অশ্বিনীকুমারদের? আমার চোখের বেশ ঠাওর নাই। ঠিক্ দেখেছিস্?

আনর্ত্ত। হাঁ, পিতা!

শর্য্যাতি। হাত ধ'রে?

আনর্ত্ত। হাত ধ'রে—হাস্যমুখে!

শর্য্যাতি। সুকন্যাই বটে ত?

আনর্ত্ত। সেই কলঙ্কিনীই—আমার চোখের দোষ হয় নি!

শর্য্যাতি। আমার দুর্ভাগ্য! [কপালে করাঘাত করিলেন]

আনর্ত্ত। শুধু ভাগ্যের ওপর ঘা মেরে আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌ব না, পিতা; আমি ওদের দুজনকেই হত্যা কর্‌ব।

চ্যবন। [সুকন্যার প্রতি] যাক্, যা হবার হ'য়ে গেল, মিছে অনুশোচনা! সন্ধ্যা সমাগতা; যাও—সতি, কুটিরে! আমি সান্ধ্যকৃত্য সমাপন ক'রেই যাচ্ছি। [যুক্তকরে] ভগবন্! আর নামিয়ো না—অনেক দূরে প'ড়েছি।

[অন্য পথে প্রস্থান করিলেন।

আনর্ত্ত। কোথা যাবি—লম্পট, কুলে কালি দিয়ে—আশ্রয় দেওয়ার ঋণ এভাবে পরিশোধ ক'রে। পিতা, দাঁড়ান্ আপনি এইখানে—পাপিষ্ঠা যেন না পালায়! আমি ঐ নারকীর মুণ্ডটা আগে নিয়ে আসি।

[পশ্চাদ্ধাবন।

শর্য্যাতি। এ আবার কি কর্‌লে, ভগবন্! কোথায় কন্যার মুখ দেখে ধন্য হ'ব—কোথায় এ অসহ্য দাবদাহ! একি তোমার প্রতিকূল নিয়ম, পরমেশ্বর? আকাশে অমন জীবনরাখা জল রেখেছ, তার সঙ্গে আবার বজ্র কেন? বুক যে যায়! সুকন্যা— [নতবদনে সুকন্যার নিকটস্থ হইলেন]

সুকন্যা। [আবেগ ভরে] কে! বাবা? বাবা, আমায় দেখ্‌তে এসেছ—এতদিন পরে মেয়ে ব'লে মনে পড়েছে? এস—বাবা, আমার ত আর অন্য স্থান নাই—এই গাছের তলাতেই ব'স! আমি তোমার পা ধোবার জল নিয়ে আসি; যাব-কি আস্‌ব! হাঁ, দাদারা বেশ ভাল আছেন ত? আমার মা নাই—বৌ-দিদি আমায় মায়ের মত মনে রেখেছে ত? আমার রেবত চঞ্চল কুশলে আছে ত? তোমার কোন অসুখ নাই?

শর্য্যাতি। [অধোবদনে নীরব]

সুকন্যা। ওকি বাবা—কথা কইছ না যে! মুখ তুল্‌ছ না কেন? কি হয়েছে—বাবা, কি হয়েছে? কোন অমঙ্গল—[কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

শর্য্যাতি। সুকন্যা! ওহো-হো—তুই আমার সেই সুকন্যা?

সুকন্যা। কেন—বাবা, কি হয়েছে? আমি তোমার সেই সুকন্যাই! তবে রাজ-ভবনে রাজ-পরিচ্ছদে রাজকুমারী ছিলাম, এখন তপোবনে গৈরিক-বসনে ঋষি-সঙ্গিনী হয়েছি।

শর্য্যাতি। কই তোর ঋষি-সঙ্গ? এ যে মূর্ত্তিমান্ পাপ-সঙ্গ! সুকন্যা! ওঃ কন্যার কামনা কেন করেছিলাম? ভেবেছিলাম, তুই আমার স্বর্গের সোপান; কিন্তু কর্‌লি কি? কর্‌লি কি? সূর্য্যবংশটায় ডুবিয়ে দিলি?

সুকন্যা। [সাশ্চর্য্যে] কি বল্‌ছ—বাবা, কি করেছি! কই, আমি ত কোন অন্যায় করি নি?

শর্য্যাতি। করিস্ নি? আমি যে স্বচক্ষে সব দেখ্‌লুম! তুই না বৃদ্ধ চ্যবনের সহধর্ম্মিণী? কার হাত ধ'রে—[আর বলিতে পারিলেন না]

সুকন্যা। ও এই কথা! তিনিই যে—বাবা, তোমার সেই বৃদ্ধ জামাতা! অশ্বিনীকুমারদের সাহায্যে—

শর্য্যাতি। [বাধা দিয়া] চুপ্, অশ্বিনীকুমারদের নাম আর কানে তুলিস্ নি—তারা খুব শিক্ষা-দিয়েছে! এই জন্যই বুঝি তাদের যমুনার জল হ'তে তুলে আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলি? এই পশুর স্বার্থে?

ক্ষিপ্ত ভাবে আনর্ত্ত পুনঃ উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। অদ্ভুত মায়াবী—অদ্ভুত মায়াবী সে লম্পট! পিতা! অস্ত্র ধর্‌লুম, হাত সর্‌ল না—হাতের অস্ত্র হাতে রইল! পশ্চাদ্ধাবন কর্‌ব, পা উঠ্‌ল না—মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলুম! একটা যে কথা কইব, মুখ ফুট্‌ল না—সে অবাধে কোন্ দিকে চ'লে গেল! দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে? কি

দেখ্‌ছেন পাপিষ্ঠার মুখপানে চেয়ে? চাইতে পার্‌ছেন? না—আমার অসহ্য! দেখি, এতে আবার কি মায়া আছে! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সুকন্যা। দাদা, শোন!

আনর্ত্ত। কিছু শুন্‌তে চাই না—স্বচক্ষে দেখেছি! ব্যভিচারিণীরা প্রত্যুৎপন্নমতি!

সুকন্যা। হত্যা কর—আমায় হত্যা কর, দাদা! আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই! আমি——না, আমায় হত্যা কর—এই মুহূর্ত্তে। এ মরণে আমার কোন দুঃখ নাই! কেবল একটা ক্ষোভ—চিরপবিত্র তুমি—তোমায় পাপস্পর্শ কর্‌ল! আমি নারী—আমি ব্রাহ্মণী—আমি সতী!

আনর্ত্ত। চুপ্; সতী—রসনায় বোঝাবার নয়! করুক আমায় পাপস্পর্শ—যাক্ আমার হাত খ'সে—থাকি আমি জন্ম-জন্ম নরকে! পাপিষ্ঠা—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

শর্য্যাতি। [উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া] আনর্ত্ত—থাক্!

আনর্ত্ত। কি থাক্‌বে, পিতা? ঐ জ্বালানো স্মৃতি? ঐ পাপের চিহ্ন? এই চোখের ওপর?

শর্য্যাতি। [স্নেহভরে] থাক্; হোক্ ও জ্বালানো স্মৃতি—হোক্ ও পাপের চিহ্ন—হোক্ ও সূর্য্যবংশের কলঙ্কধ্বজা—তবু আমার কন্যা!

আনর্ত্ত। [রোষভরে] কন্যা! এখনও কন্যা?

শর্য্যাতি। হাঁ—পুত্র, এখনও কন্যা! যাই করুক্—আমি পিতা! আর যা কর্‌বি কর্—ও প্রাণে বেঁচে থাক্!

আনর্ত্ত। থাক্—পিতা, আপনার কন্যা! থাকুন আপনি কন্যাকে নিয়ে—আত্মঘাতী হ'ল পুত্র! [আত্মহত্যায় উদ্যত, শর্য্যাতি হাত ধরিলেন]

শর্য্যাতি। করিস্ কি—করিস্ কি—বাবা? মা-বাপের যে কন্যা-পুত্র সবাই সমান!

আনর্ত্ত। না—পিতা, মা-বাপের পুত্র হ'তে কন্যা-স্নেহ বেশি! সে-ই পিতাই ত আপনি—একটু অবাধ্যতা-দোষে ভূরিসেনকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?

শর্য্যাতি। তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু তাকে একটীবারের জন্যও মর্ বলেছিলুম কি?

ভূরিসেন উপস্থিত হইলেন।

ভূরি। কি হয়েছে—দাদা, কি হয়েছে?

আনর্ত্ত। ভূরিসেন, এসেছিস্ ভাই? ওরে তুই যা বলেছিস্, তাই হয়েছে; পাপিষ্ঠা মরেছে—নরকে নেমেছে!

ভূরি। সে কি! সুকন্যা?

আনর্ত্ত। হাঁ, ভাই! বলেছিলি তুই— বৃদ্ধ-করে কন্যা-সম্প্রদান ক'রো না, ভক্তি রাখ্‌তে পারবে না—কন্যার জাতি চায় রূপ! ঠিক কথা! পাপিষ্ঠা বৃদ্ধ চ্যবনকে বঞ্চনা ক'রে রূপের সেবাই করেছে! আমরা স্বচক্ষে দেখ্‌লাম!

ভূরি। [সগর্ব্বে] ভুল দেখেছ তোমরা! কি হয়েছে, ভগিনি?

সুকন্যা। [অভিমানে] আমায় হত্যা কর—আমায় হত্যা কর! আমি—

ভূরি। তুমি সতীর শিরোমণি! আমি তোমায় জানি। কি হয়েছে বল?

সুকন্যা। কে আমার কথা শুন্‌বে, দাদা?

ভূরি। আমি শুন্‌ব। যদিও আমিই সেদিন বলেছিলাম—কন্যার জাতি চায় রূপ, কিন্তু কথাটা আমার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তার সঙ্গে —আমাদের সুকন্যা ছাড়া, এই কথাটা যুড়ে দিয়ে আজ আমি পূর্ণ ক'রে দিলাম। বল—ভগিনি, তোমার কথা! আমি তোমায় বিশ্বাস করি।

সুকন্যা। দাদা, সত্যই আমি যুবা পুরুষের হাত ধ'রে অসংযতভাবে ছিলাম। কিন্তু সে যুবা অন্য কেউ নয়—আমার বৃদ্ধ স্বামীই অশ্বিনী-কুমারদের সাহায্যে ঠিক তাদেরই মত আকৃতি, রূপ-যৌবন লাভ করেছেন।

ভুরি। হবে—হবে—হবে!

আনর্ত্ত। [আশ্চর্য্য হইয়া] হবে! ভুরিসেন, তোতেও বুঝি মমতা এল? বৃদ্ধের যৌবনলাভ—সন্ধ্যায় মধ্যাহ্ন—এ কখনও হয়?

ভুরি। হয়! না হ'লেও হয়। এ সুকন্যার কথা—মিথ্যা হ'লেও সত্য! যতই অসম্ভব হোক্—সম্ভব!

আনর্ত্ত। পাপিষ্ঠা সম্বন্ধে তোর এতদূর দৃঢ় বিশ্বাসটা কিসের, ভুরিসেন?

ভুরি। কিসের? তোমরা জান্‌বে না, দাদা! বারিদ সিংহ হ'তে রূপবান্ পুরুষ স্বর্গেও আছে কিনা সন্দেহ! স্বয়ং রতিও বোধ হয়, তার স্পর্শের লোভ করে। সেই বারিদ সিংহকে সুকন্যার প্রত্যাখ্যান ত দেখ নাই। আমি আড়ালে ছিলুম, স্বচক্ষে দেখেছি। সে কি সমুন্নত গ্রীবাভঙ্গী—সে কি গর্ব্বিত অধরোষ্ঠের স্ফীতি—কি ললাটের নিষ্কলঙ্ক প্রসারণ—কি বদনমণ্ডলের তেজোময় রক্তিমাভা—সে কি বীরত্ব-মহত্ত্ব ত্যাগের মহা সমারোহ-মূর্ত্তি—সে কি ভীষণ অথচ কি সুন্দর! আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি, তাই সদর্পে বল্‌ছি - সেই সুকন্যা কখনও রূপের সেবিকা হ'তে পারে না! ও যাই বলুক, তাই ঠিক!

আনর্ত্ত। ভুরিসেন—

ভুরি। আর আমার বোঝাবার কিছু নাই, দাদা! তবে অনুরোধ—ওকে তিরস্কার ক'রো না; ওকে না হয় এখন তোমাদের দ্বারবতীতে নিয়ে যাও।

আনর্ত্ত। পূজা কর্‌তে ?

ভূরি। বিচার কর্‌তে। তোমরা রাজা—অবিচারে—না বুঝে হঠকারিতায় যা-নয়-তাই একটা ক'রো না। আমি তার মর্ম্ম বেশ জানি।

শর্য্যাতি। তাই হোক্—বাবা, তাই হোক্! আমারও মন যেন অনেকটা নিচ্ছে। আর অশুভ কার্য্যে কালহরণ মহাপুরুষের বাক্য। চ, বাবা—বাড়ী চ! সুকন্যা, সঙ্গে চ।

সুকন্যা। আমাকে যে আমার স্বামী কুটিরে যেতে ব'লে গেলেন, বাবা ?

ভূরি। মনে কর, তুমি বন্দিনী।

সুকন্যা। তা' হ'লে আমার স্বামীর ব্রহ্মকোপে তোমাদের উপায় ?

আনর্ত্ত। আমরা মর্‌ব—আমরা মর্‌ব! ম'রেও আমরা সুখী—যদি এ অপকীর্ত্তি হ'তে বাঁচি!

শর্য্যাতি। তাই কর—তাই কর। ভগবন্—আমায় একটা ব্রহ্মশাপই ভিক্ষা দাও।

[অগ্রসর ও শর্য্যাতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যমুনাতীর

চ্যবন দাঁড়াইয়াছিলেন

চ্যবন। একি হ'ল! ধ্যানে তন্ময় হ'তে পারলুম না যে! শত চেষ্টাতেও আসন স্থির হ'ল না! বশীভূত ঋষির মন—আজ যেন কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারে উধাও! জ্ঞানের সহস্র দৃষ্টি সহস্র প্রকারেও আর তার উদ্ধার কর্‌তে পার্‌ছে না! এ আবার কি হ'ল আমার?

ছদ্মবেশে মঙ্গল ও বুধ উপস্থিত হইলেন।

বুধ। সর্ব্বনাশ হ'ল, ব্রাহ্মণ তোমার! তুমি এখানে নিশ্চিন্ত—স্থির, ওদিকে যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বড় বিপন্না?

চ্যবন। [সাশ্চর্য্যে] সুকন্যা! কি হ'য়েছে তার?

বুধ। তাঁর পিতা আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা এসে তাঁকে জোর ক'রে এখান হ'তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

চ্যবন। [অধিকতর কৌতূহলে] জোর ক'রে! টেনে নিয়ে যাচ্ছে! কেন? কেন? কি অপরাধ তার?

মঙ্গল। অপরাধ তার নয়—বাবাজি, যত অপরাধ এখন দেখ্‌ছি, তোমার ঘাড়েই চাপ্‌ছে। তুমি নাকি ভিখারী হ'য়ে রাজার মেয়েকে বিয়ে করেছ—পেটে ভাত দিতে পার না, পরণে ছেঁড়া কাপড়, তার ওপর তার সোমত্ত মেয়েকে বনের মাঝে আল্‌গা ছেড়ে রেখেছ, তার ধর্ম্মরক্ষার সামর্থ্যটুকুও তোমার নাই—

চ্যবন। এই, আগে এরা এ বিচার করে নাই ? এখন আমায় এত হীন কিসে বুঝ্‌লে ?

মঙ্গল। সে কথা আমরা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, বাবা! তবে যা শুন্‌লুম, একটু হীন বোঝাবারই কথা !

চ্যবন। কি শুন্‌লে শুনি ?

মঙ্গল। বল্‌ব ? তা বলি—জান্‌তে চাচ্ছ যখন। অশ্বিনীকুমারদের মধ্যে কে একজন নাকি তোমার স্ত্রীকে একলা পেয়ে অত্যাচারের উপক্রম করেছিল, শর্য্যাতি ঠিক সেই সময়েই এসে প'ড়ে স্বচক্ষে দ্যাখে—এই আর কি ?

চ্যবন। [ক্রোধোদ্দীপ্ত] কি—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর উপর অত্যাচার ! অশ্বিনীকুমার—যাদের আমি উদ্ধার কর্‌ব—সমগ্র দেবতার বিরুদ্ধে ?

মঙ্গল। দেখ, বাবা—দেখ !

বুধ। কুক্কুরকে মাথায় তুল্‌লে সে দংশন কর্‌বে আর কাকে ?

চ্যবন। যেন তোমাদের কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে ! যে-ই হও—যা বল্‌ছ, এ সব কি সত্য ?

মঙ্গল। আরে, দেখ্‌বে এস না নিজের চক্ষে ! শোনা কথায় কাজ কি ? এখনও বোধ হয়, তারা এ বন পার হ'তে পারে নি।

চ্যবন। আর কাকেও কোথাও যেতে হবে না, আমি এইখানে দাঁড়িয়েই প্রতিকার কর্‌ব।

বুধ। প্রধান অপরাধী তোমার অশ্বিনীকুমার।

মঙ্গল। ও দুজনেই—দুজনেই—দুই-ই সমান ! অশ্বিনীকুমাররা পরদারলোভী—শর্য্যাতিও দত্তাপহারক।

চ্যবন। নিশ্চয় ! সে ও দেখুক্ ঐ অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে—চ্যবনের পত্নী-রক্ষার সামর্থ্য আছে কি না।

মঙ্গল। [জনান্তিকে বুধের প্রতি] ভায়া, এক ঢিলে দুই পাখী শিকার!

চ্যবন। [উপবীত ধরিয়া] রে দুর্ব্বৃত্তগণ! আমি ব্রাহ্মণ—

[গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন]

গ্রহাচার্য্য। তবে আর কেন এ অধঃপতন?

চ্যবন। গ্রহাচার্য্য! পড়েছি—পড়্ব—পতনের নিম্নস্তরই দেখ্ব!

গ্রহাচার্য্য। নিম্নস্তরেই ত আছ! জিতেন্দ্রিয় পরমজ্ঞানী যোগী তুমি—প্রতারিত, ক্রোধান্ধ! আর ত পড়্বার স্থান নাই? এইবার পড়্তে গেলেই যে চুর্‌মার!

চ্যবন। তা ব'লে তুমি কি আমায় এ অপমান মেনে নিতে বল?

গ্রহাচার্য্য। অপমান ত তোমায় কেউ করে নি, ব্রাহ্মণ! তা' হ'লে বাধা দিতাম না, বরং উত্তেজিত কর্‌তাম। অধর্ম্মের দমন তোমাদেরই কর্ম্ম! শুন্‌বে ঘটনাটা? কথা ক'টা এঁরা যা বলেছেন, নিতান্ত মিথ্যা নয়; তবে তার মর্ম্মটা ঠিক উল্‌টো।

মঙ্গল। কি রকম? যতদূর দেখেছি, একদম নাকের সোজা! কে হে? তুমি কিনা বল উল্‌টো? আর ওর কথা শুনো না, ঠাকুর!

গ্রহাচার্য্য। শোন, ব্রাহ্মণ! যৌবন লাভ ক'রে যে সময় তুমি সুকন্যার হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, ঠিক সেই সময়েই মহারাজ শর্য্যাতি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে তোমাকে তাঁর অশ্বিনীকুমারদের সোমদান-যজ্ঞে বরণ কর্‌বার জন্য তপোবনে উপস্থিত হন্; অন্তরাল হ'তে দেখেন—তাঁর কন্যা অশ্বিনীকুমারের পার্শ্বে। তোমার মূর্ত্তি আর অশ্বিনীকুমারদের মূর্ত্তি এক—দেবতারও ভ্রম হবে! তিনি ভাব্‌লেন—তাঁর তনয়া অসতী! তার পর তুমি সেখান হ'তে চ'লে এলে আনর্ত্ত তোমার অনুসরণ করে; কিন্তু সে তোমার যোগবলিষ্ঠ শরীরের ছায়া স্পর্শ কর্‌তে না পেরে স্বীয় ভগিনীকে

হত্যা করতে যায় ; ভূরিসেন উপস্থিত হ'য়ে বাধা দেয়, তার পর শর্য্যাতি অনেক প্রকারে আনর্ত্তকে শান্ত ক'রে কন্যাকে নিজের গৃহে নিয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত করেছে—পাপ যদি থাকে ত সে আমার মধ্যেই থাকুক্, সে আর পবিত্র ঋষির আশ্রমে কেন ?

মঙ্গল। [বিদ্রূপ করিয়া] ওঃ একেবারে যে ভৃগুপদাঘাতের পালা ! আমার বুক যাক্, প্রভুর পায়ে ব্যথা লাগে নি ত ?

চ্যবন। [কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া] তা হবে—তা হবে—তা হবে ! [গ্রহাচার্য্যের প্রতি] তোমার ভাষার ঝঙ্কার আমার কর্ণমূল ভেদ ক'রে মর্ম্মস্থলে পৌঁছেছে ! তোমার ঐ উন্নত অকুঞ্চিত নির্ম্মল ললাটে বিশ্বাসের স্বচ্ছ দীপ্তি আমার চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে। তোমার ঐ সুধাস্রাবী রসনা সহস্র মূর্ত্তিতে বিশ্বমণ্ডলে সত্যের জয় ঘোষণা করছে ! তাই হবে—তাই হবে ! কিন্তু এ আবার কি হ'ল, গ্রহদেব ?

মঙ্গল। হ'ল আর আমার গুষ্টির মাথা ! তোমার সর্ব্বনাশ হ'ল দেখ্‌ছ না ?

গ্রহাচার্য্য। ঠিকই ত হয়েছে, ব্রাহ্মণ ! তুমি যা চেয়েছিলে, তাই হ'ল। তুমি যৌবন লাভের পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলে—"ভগবন্, অনেক দূরে পড়্‌লাম—আর যেন আমায় নামিয়ো না !" তিনি দয়াময়, তোমার ডাক্ শুনেছেন, তোমায় দয়া করেছেন—নবীন তপস্বী—তোমার কাছ হ'তে তরুণী স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়েছেন—শান্ত হও, ব্রাহ্মণ !

[প্রস্থান।

চ্যবন। [আনন্দে] বাঃ দয়ালু—বাঃ দয়ালু ! এত দয়া না থাক্‌লে—তুমি জগদীশ্বর ! এ অনুভূতি না থাক্‌লে—তুমি অন্তর্যামী ! তোমায় প্রণাম—শত কোটী প্রণাম ! আর আমায় ধন্যবাদ—এখনও আমি তোমার অনুগৃহীত ! [প্রস্থান।

মঙ্গল। আরে—আরে—কোথা যাও—কোথা যাও? কার দমে পড় হে! যাঃ, ও ভায়া! এ আবার কি হ'ল? শিকার যে ফস্‌কাল? ছুটোর একটাও যে লাগ্‌ল না!

বুধ। আচ্ছা, এ লোকটা কে—কিছু ঠাওরাতে পার্‌লে?

মঙ্গল। আরে, ওকে আমি বিলক্ষণ চিনি! ও একজন দৈবজ্ঞ, মেয়ের দলে হাত দেখে বেড়ায়—ছেলে হবার কবচ দেয়।

বুধ। যাই হোক্‌, এ কিন্তু সামান্য নয়।

মঙ্গল। যাই হোক্‌, আমরা কিন্তু কোন কাজের নই।

বুধ। কি আর কর্‌ছি, চেষ্টা কর্‌লুম—হ'ল না।

মঙ্গল। তবে আর না—এইবার একেবারে গা ঢাকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কানন

পুরুষ ও প্রকৃতি বালক-বালিকা বেশে আবির্ভূত

উভয়ে।—

গান।

খেলা চলেছে অশেষ।
অনাদি হ'তে অবিরাম অনিমেষ ॥
নাই বিরতি খেলার,
নাই বাধা অ-বেলার,
নাই শকতি কাহারো কিছু
তার অবহেলার ;—
খেলায় নত তরুরাজ,
খেলায় তৃণ ডাকে বাজ,
খেলায় বালুকা স্বরগে ওঠে
সুমেরু পায় লাজ ;
খেলায় বুঝিবে কে আছে বা কে—
ভোলা সে মহেশ ॥

[অন্তর্দ্ধান।

সেবকরাম উপস্থিত হইল।

সেবক। হরি-কল্পবৃক্ষ! বাবার কালে নামই শুনি নি, তা জিনিষ খুঁজে পাব কোথায়? মনে কর্‌লুম, গুরুর কৃপায়—একটু কষ্টে-সৃষ্টে গাছটা খুঁজে নিয়ে—খাবার ভাবনা যাবে—বাবাজী হ'য়ে কোথাও জাঁকিয়ে ব'সে

মজা ওড়ানো যাবে, তা বাবা, হরি-কল্পবৃক্ষ কোথা? যত দেখি, সবই সেই মন-মজানো হরীতকী! দণ্ডবৎ! যাকে জিজ্ঞেস করি, সে-ই গায়ে ধূলো দিতে আসে—দে দৌড়! দুটো ছোঁড়া-ছুঁড়ীতে এই বনের ধারে খেলা কর্‌ছিল, তারা ত শুনেই এ ওর গায়ে পড়ে, ও ওর গায়ে পড়ে—হেসেই অস্থির! শেষ হাততালি—ব্যঙ্গ—রঙ্গ কত! ভাব্‌লে—বুঝি পাগল; বহু কষ্টে তাদের হাত এড়িয়েছি! দূর হোক্ গে ছাই, পারি না আর—ঘুরে ঘুরে গেল বুঝি জীবনটা! আপাততঃ পা দুখানা গেছেই—আর চলে না। বসি একটু—হাঁপ্ ছেড়ে নি। [উদ্দেশে] ও বাবা হরি-কল্পবৃক্ষ! কোথায় বাবা তুমি? একবার দেখা দাও, ক্ষিধেয় যে ম'রে গেলাম! এমন বেয়াড়া গাছ তুমি—লোকের ক্ষিধে দেখ্‌লে লুকিয়ে পড়? ভয় নাই—বাবা! আমি বেশি কিছু কর্‌ব না তোমায়—শুদ্ধ গোটা চার ফল পেড়ে নেবো! গোণা চার্‌টে—তার বেশি যে নেবে, সে ব্যাটা চণ্ডাল! [উপবেশন] এস না—বাবা, এইখানে; আমি ত তোমার ধ্যান জানি না, তবে অনুমান—তুমি প্রকাণ্ড একটা কিছু! একবার এস ত বাবা—প্রকাণ্ড ডাল-পালায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল ঝুলিয়ে এস ত বাবা প্রচণ্ডবেগে মহাপ্রকাণ্ড তুমি নিজগুণে আমার সাম্‌নে—আমি এক ঢিলে কাজ বাগিয়ে নিই।

[অতর্কিতে পুরুষ-প্রকৃতি উপস্থিত হইল; পুরুষ সেবকের চোখ টিপিয়া ধরিল।]

হয়েছে—ফল না চাইতেই কর্ম্মফল!

পুরুষ। বল দেখি, আমি কে?

সেবক। তুমি? তুমি সেই সে।

পুরুষ। সে কে?

সেবক। সেই—যে, ক'দিন হ'তে আমার পিছু নিয়েছে! গাছের তলায় উদ্ভিদ্-বিবাহ কর্‌তে আসে—সেই ছেলেধরা বেটী।

পুরুষ। [চোখ ছাড়িয়া] হ'ল না—হ'ল না—হ'ল না!

সেবক। [চোখ বুজিয়া] না হ'লেও আমি আর চোখ খুল্‌ছি না!

পুরুষ। কেন, চোখ খুল্‌লে কি হবে?

সেবক। কি হবে? জান না? একবার চোখ চেয়ে আমার সাত দিন গেছে তাল সাম্‌লাতে!

পুরুষ। তুমি যা ভাব্‌ছ, আমি তা নই।

সেবক। বেশ—তা নও! সেই কথা, সেই হাত, সেই ফাঁকায় পেয়ে ভদ্রলোকের ছেলের চোখ টিপে ধরা। তোমাদের চোখে কি কিছু ছাপা নাই, মাণিক? এখানেও এসেছ শিকারে?

প্রকৃতি। চোখ মিলে দেখ—ঐ তোমার হরি-কল্পবৃক্ষ!

সেবক। য়্যাঁ! হরি কল্পবৃক্ষ! কই—কই? [লাফ দিয়া উঠিল] এ তোমরা—সেই দু'জনা? হরি-কল্পবৃক্ষ শুনে হেসে উল্‌টে পড়্‌ছিলে? যাও—যাও—আমি পাগল নই!

প্রকৃতি। পাগলের মত ত বল্‌ছিও না! যা বল্‌ছি ঠিক্—ঐ তোমার হরি-কল্পবৃক্ষ!

সেবক। [বিরক্তভাবে] বেশ, যাও—ক্ষিধের সময় আর জ্বালাতন ক'রো না।

প্রকৃতি। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ ক'রে দেখ, ক্ষিধে মিটে যাবে। অবাক্ হ'য়ে রইলে যে? বিচার কর্‌ছ কি? সে বৃক্ষ চেনো কি? কখন দেখেছ?

সেবক। আরে, একবার দেখ্‌লে কি আর এত ভোগ ভুগি?

প্রকৃতি। তবে যা দেখিয়ে দিচ্ছি নাও—ঐ তোমার সেই হরি-কল্পবৃক্ষ!

সেবক। বটে, আমায় গাধা পেয়েছ? এই যদি হরি-কল্পবৃক্ষ, তবে এর সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডালপালা কই?

প্রকৃতি। এ গাছের ডালপালা হয় না, এ শুধু এক কাণ্ড—এর দ্বিতীয় নাই!

সেবক। [স্বগত] না, এরা আমার মাথা বিগ্‌ড়ে দিলে! বনে ঢুক্‌তেই পিছু নিয়েছে; হাস্‌ছে—গাচ্ছে—যা-না-তাই বোকার মত বোঝাচ্ছে, এরা আমায় পাগল কর্‌লে! যাও না, বাছারা—এখান হ'তে! আমি কোথায় মর্‌ছি মনের দুঃখে—পেটে একটু জল নাই—ঘুরে ঘুরে গলদঘর্ম্ম—বসেছি একবার হাঁফ্‌ নিতে—মজা দেখ্‌তে এসেছ তোমরা! যাও—যাও—আমায় একটু ঠাণ্ডা হ'তে দাও! ও রকম হরি-কল্পবৃক্ষ আমি চাই না।

পুরুষ। আচ্ছা, তুমি ব'স এইখানে! আহা-হা বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, না? আমরা খানিক তোমার শুশ্রূষা করি, এখনই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে; তার পর তুমি যে রকম হরি-কল্পবৃক্ষ চাও, তা পাবে। [সেবকের হাত ধরিল]

সেবক। কি বিপদেই পড়্‌লুম গা! এ যে আবার সেই ছেলেধরা বেটীর চোদ্দপুরুষ! নে—যা হয় কর্‌! চল্‌তে ত আর পারি না যে পালাব!

[উপবেশন]

[পুরুষপ্রকৃতি গীতকণ্ঠে শুশ্রূষা করিতে লাগিল]

গান।

পুরুষ।— তোমার উপল-শয্যা কুসুম-কোমল,
দেখ রে পান্থ আমার ছায়।
প্রকৃতি।— অঞ্চলে মম দেখ প্রবাহিত,
ধীর দখিন মলয় বায়॥

পুরুষ।— আমি বরদ হস্তে, এস রে ক্লান্ত,
কপালের ঘাম মুছায়ে নিই
প্রকৃতি।— আমি স্নেহ ঢলঢল নয়ন-সলিলে
মরমের তাপ ঘুচায়ে দিই ;
পুরুষ।— আমি সুখ,
প্রকৃতি।— আমি শান্তি,
পুরুষ।— আমি মাথাই আদরে পরমানন্দ
পূরিত অজানা অমিয়ায় ;
প্রকৃতি।— আমি মুখ চুম্বনে যতনে মিটাই
জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়॥

সেবক। আহা-হা! বেশ—বেশ! বেঁচে থাক তোমরা—বেঁচে থাক! কী তোমাদের মিষ্টি গান! কী মোলায়েম তোমাদের হাত! আমার সর্ব্বাঙ্গটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে! তবে ব'লে রাখ্ছি—বাপু, আমার কাছে কিন্তু কিছু নেই—শেষে যে দাবী ক'রে বস্‌বে!

উভয়ে।— [গীতাবশেষ]

আমরা বিনামূলে সেবা করি,
আমরা চাই না দানের প্রতিদান,
আমরা রাখি না কোন কামনা,
আমরা ভিখারী ধরার হাসির
ক্ষুদ্র চাওয়া প্রাণ কি চায়॥

সেবক। [স্বগত] না, এরা ত মন্দ নয়! আমায় চাঙ্গা ক'রে তুল্‌লে যে! পেটে কিছু নেই, অথচ আপনাকে খুব সবল বুঝ্ছি! কে এরা? তাই ত—হরি-কল্পবৃক্ষ—

পুরুষ। কি ভাব্ছ?

প্রকৃতি। সেই কল্প-বৃক্ষের কথা—না ?

পুরুষ। আচ্ছা, এ কথা তোমায় কে বললে ?

সেবক। আমার গুরু।

পুরুষ। ঠকিয়েছে—ঠকিয়েছে। সঙ্গ ছাড়্‌বে না ব'লে একটা যা না তাই ব'লে ভুলিয়ে দিয়েছে। তুমি ফিরে যাও।

সেবক। উঁহুঁ, ফিরব না। গুরু না হয় আমায় ঠকিয়েছে, কিন্তু আমি ঠকব কেন ? আমি যে তাঁকে জীবন দিয়ে বিশ্বাস ক'রে আসছি। ও হরি কল্পবৃক্ষ থাক-না থাক, সত্য হোক, মিথ্যা হোক্‌, গুরুর মুখ হ'তে যখন কথাটা একবার বেরিয়েছে, তখন গুরুর কৃপায় আমি দেখব'ই দেখ্‌ব।

পুরুষ দেখ্‌বে বটে—আছেও।

সেবক। তবে—অনেক দূর ?

প্রকৃতি। না, আর বেশি দূর নাই।

পুরুষ। দূর যদিও বেশি নাই, তা হ'লেও মাঝে একটা বড় নদী আছে।

সেবক। কি নদী ?

পুরুষ তার নাম সাধনা নদী।

সেবক। না—বাবা, ও পথে আমি যাব না। ভেসে যাই ত, ফল খাওয়ার বদলে জল খেয়েই পেট ফুলবে। এই সহজ ডাঙা পথে কোন উপায় আছে ?

ভক্তির আবির্ভাব।

ভক্তি। আছে বই কি, প্রাণাধিক। এও যে একটা পথ। তুমি একবার চোখ বুজে দেখ দেখি—কোথায় এসেছ ?

সেবক। [সবিস্ময়ে] তুমি কে ?

ভক্তি। আমি তোমার সর্ব্বস্ব ! আমি তোমার গুরুভক্তি—আমি তোমার মা। চোখ বুজোও।

সেবক। [ভক্তির উচ্ছ্বাসে] মা ! মা ! তবে তুমি একবার আমায় কোলে কর, মা ! একবার ঐ কোমল মৃণাল বাহু-বল্লীতে আমায় অভয়-বেষ্টনে ঘিরে ফেল, মা ! আমি মায়ের বুকে প'ড়ে নির্ভয় শিশুর মত দু'চোখ বুজে হাসিভরা বিরাট্ আনন্দের স্বপ্ন দেখি।

[ভক্তির পদতলে ঢলিয়া পড়িল]

ভক্তি।—

গান।

দাঁড়াও হরি কল্পতরু হ'য়ে ॥
হেমলতা বিজড়িত বঙ্কিম ঠামে,
দাঁড়াও বারেক দেখাও স্বরূপ—অশ্রুব বিনিময়ে ॥
চরণে পবিত্রা গঙ্গা, বদনে আহ্বান বাঁশী,
হৃদয়ে প্রকৃতি রাণী, শান্তি সেবিকা দাসী,
দেখাও সে রূপ—
(বিশ্বরূপ যে রূপের কণা)
জগত দেখুক্—
(অপরূপ তুমি)
(বর্ণনাতীত রূপময় তুমি)
পড়ুক শীতল ছায়া—
যাক্ মরুতে প্রেমের বন্যা ব'য়ে ॥

[বালক-বালিকার লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ ও যুগল ভাবে অবস্থান।]

ভক্তি।—

গান।

চেয়ে দেখ রে আমার জীবন ধন।
তোর সাধন-বলে ধরাতলে
বিকাশ গোলোক বৃন্দাবন॥
দেখ রে সজল জলদ মূরতি,
জড়িত উজল বিজলী,
শোন রে যমুনা উজান বহানো
জীবন জুড়ানো মুরলী,
ওই তোর হরি কল্পতরু,
কল্প-লতিকা বেড়া,
ওই তোর সেই হৃদয়ের চাঁদ,
হাসিরাশি দিয়ে ঘেরা
দেখ পদতলে সেই চারিফল,
কর রে সেবক জনম সফল,
দেখ রে নয়নে, দেখ রে হৃদয়ে
দেখ রে নামে কি আস্বাদন॥

[অন্তর্দ্ধান।

সেবক। [আনন্দাতিশর্য্যে উঠিয়া] গুরু! গুরু! পেয়েছি—পেয়েছি! তোমার চোখ ফোটানো পরম কৃপায় আজ আমি হরি-কল্পবৃক্ষ পেয়েছি! শুধু হরি কল্পবৃক্ষ নয়—জগন্মাতা কল্পলতা বেষ্টিত হরি-কল্পতরু! এখানে অন্য ফল নাই—এর পাদমূলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল! এস—গুরু! কোথায় তুমি? আমি যে তোমার প্রসাদ ছাড়া কখনও কিছু আগে খাই নি। আজ একবার এস—সারা জন্মের সেবা, সকল অনুষ্ঠানের সমষ্টি, প্রাণভরা নৈবেদ্য প্রাণভ'রে ভোগ কর। আমায় এক কণিকা তোমার মহাপ্রসাদ দাও।

যুবক চ্যবন উপস্থিত হইলেন।

চ্যবন। কই—প্রাণাধিক, কই তোর প্রাণভরা নৈবেদ্য? কোথা তোর হরি-কল্পতরু?

সেবক। এসেছ, গুরু? এই সম্মুখে শান্তির স্থির আবির্ভাব—শোভায় ভুবন ভরিয়ে!

চ্যবন। [ইতস্ততঃ দেখিয়া] কই? কই? আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না কিছু? পাব না—পাব না—আমি যে আর তোর সে গুরু নই—আমি তার অন্ধ অনুতাপ, এখন তুই আমার গুরু! হাত ধর—চোখ ফোটা—দেখা ঐ আনন্দ।

সেবক। না—গুরু, তুমি আমার সেই গুরু। হাত ধরতে হবে না—এই আমি তোমার পায়ের তলায় বস্‌লুম—[উপবেশন] দেখ রূপ।

চ্যবন। [দিব্যদৃষ্টি পাইয়া রূপ দেখিলেন] অপরূপ। অপরূপ। নির্মেঘ হেমন্ত প্রভাতের নীলাভ নিটোল গণ্ডে অরুণ লালিমার তরুণ চুম্বনের মত—মলয়ানিল-কম্পিত মধুর বাসন্তী-সন্ধ্যায় মুক্তাবগুণ্ঠনা মল্লিকার নির্দোষ চাহনির মত—কৃষ্ণতড়াগ তরঙ্গক্ষুব্ধ অলকরাজির অভ্যন্তরে উজ্জ্বল সিন্দূররেখার ঐশ্বরিক মহিমার মত প্রেম আর ভক্তি. জ্ঞান আর শান্তি, ত্যাগ আর মুক্তিতে জড়ানো এ রূপ অপরূপ। মায়ের আশীর্ব্বাদ, শিশুর হাসি, জগতের প্রণয়—সব কোমলতা ঐখানে। ইন্দ্রের নন্দন, কুবেরের ভাণ্ডার, মন্দাকিনীর পবিত্রতা—সব কাম্য ঐ চরণে। সরস্বতীর বীণা, নারদের কণ্ঠ, প্রণবের ঝঙ্কার—সব সুর ঐ নূপুরে। এ কি—একি! এ দেখা ত দর্শন দেখাতে পারে নি। এ বর্ণনা ত 'বিশ্বরূপে'ও বলা হয় নি। এ উপভোগ যে অনুভূতিময়—অব্যক্ত—অপ্রকাশ।

[যুগল মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

সেবক। দেখ্‌লে, গুরু ?

চ্যবন। দেখ্‌লাম ; কিন্তু এখনও আমার দেখার শেষ তৃপ্তি হয় নি। ওঠ্‌—একবার আমি তোকে দেখি ! [হাত ধরিয়া তুলিলেন]

সেবক। আমায় আর কি দেখ্‌বে, গুরু ? আমি তোমার সেই সেবক।

চ্যবন। তোর নাম আর সেবক নয়—আজ হ'তে তুই ভক্ত !

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

চঞ্চল আপন মনে গাহিতেছিল

চঞ্চল।—

গান।

কেন বল্ এত হাসি ধরণী তোর শ্যাম অধরে।
কি আমোদে এলিয়ে পড়িস্, ফুটিয়ে কুসুম থরে থরে॥
কেন মলয় দোলায় পাখা,
কিসের এত কোকিল ডাকা,
সখী সবায় বেড়ি যেমন বিয়ের ক'নে বাসর ঘরে॥
এত হাসি নয় ত ভাল,
আস্‌বে আঁধার, নিব্‌বে আলো,
কালো কি তুই ভালবাসিস্, হাস্ তবে—মর্ পালাজ্বরে॥

ভুরিসেন নগ্নপদে গৈরিক পরিচ্ছদে
ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন।

ভুরি। চঞ্চল!

চঞ্চল। কে—বাবা? বাবা, একি বেশ তোমার, বাবা?

ভুরি। চঞ্চল, আমি যাচ্ছি।

চঞ্চল। কোথায় যাচ্ছ—বাবা, কোথায় যাচ্ছ?

ভুরি। কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না, তবে সংসার হ'তে দূরে।

চঞ্চল। কেন যাচ্ছ, বাবা? সংসার তোমার কি কর্‌লে?

ভুরি। সংসার আমার কিছু করে নি, আমিই তাকে উত্যক্ত করেছি।

চঞ্চল। ও—তোমার লজ্জা হয়েছে? একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছ ব'লে? তাতে আর লজ্জা কি, বাবা? তার জন্য ত তোমায় কেউ কিছুই বলে নি?

ভুরি। না, চঞ্চল! যদিও কেউ কিছু বলে নি, তবুও আমার মনে হচ্ছে, সবাই যেন সবই বল্‌ছে। কেউ কানে কানে কথা কচ্ছে—আমার বুকের ভিতর বাজ পড়্‌ছে। কেউ হাস্‌ছে—আমার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছে! কেউ আন-মনে অন্য কিছু ভাব্‌ছে—আমি শিউরে উঠ্‌ছি—মনে কর্‌ছি, এ আমারই বিষয়। শূন্যে, পবনে, গৃহে, প্রান্তরে, হাস্যে, ক্রন্দনে সর্ব্বত্রই যেন আমি প্রতিধ্বনি পাচ্ছি—ঐ—ঐ সেই গৃহশত্রু পাপিষ্ঠ ভুরিসেন! আর না—পুত্র, দেখ্‌বার সাধ ছিল একবার তোমায়; দেখা হ'ল—এই শেষ দেখা! [গমনোদ্যত]

চঞ্চল। [বাধা দিয়া] দাঁড়াও—পিতা, আমিও যাব।

ভুরি। তুই কোথা যাবি?

চঞ্চল। তোমার সঙ্গে—তোমার পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে—তোমার পুত্র হ'য়ে!

ভুরি। কি বল্‌ছিস্, পুত্র? আমার সঙ্গে যাবি? আজ আবার একি? তুই না সেই পুত্র—একদিন সাধাসাধি ক'রেও পাই নাই?

চঞ্চল। হাঁ—পিতা, সেই পুত্রই আমি। তবে সেদিন যে তোমার সঙ্গে যাই নি—এ পিতা তুমি ছিলে না। সেদিন তুমি ছিলে—বলবান্, প্রতিহিংসাপ্রয়াসী, আত্মনির্ভর, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তোমার পুত্রের প্রয়োজনই ছিল না; আজ তুমি বড় দুর্ব্বল—বড় নিঃসহায়—বড় বুকভাঙা—আজ তোমার হাত ধ'রে দাঁড়াবার জন্য একজন পুত্রের বড় প্রয়োজন। আজ আমি তোমার সঙ্গে যাব!

ভুরি। আজ আর আমি তোমায় সঙ্গে নেবো না, পুত্র! পুত্রের প্রয়োজন ছিল আমার সেইদিনই। পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন—হত্যা-কাণ্ডেই, পাপ-পথেই চাই সঙ্গী, সহায়ের আদর—শক্তিরই লীলাক্ষেত্রে! আজ আর তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমার কোন লাভ নাই, পুত্র! এখন প্রায়শ্চিত্ত আমার লক্ষ্য—অনুতাপ আমার সাথী—সহায় আমার সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্!

দক্ষিণা উপস্থিত হইলেন।

দক্ষিণা। আবার কি পুত্রকে নিতে এসেছ, দেবর?

ভুরি। না, দেবি! এবার আর নিতে আসি নি—জন্মের মত দিতে এসেছি। [চঞ্চলকে ধরিয়া দক্ষিণার পদতলে দিয়া] ধর—দেবি, ভুরিসেনের ক্ষুদ্র উপহার। নাও—মাতা, করুণাপাতে—পুত্রের পুত্রপূজা!

দক্ষিণা। আর ত আমি এ ভার নিতে পার্‌ব না, দেবর! নিয়ে-

ছিলুম—যেদিন এর আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না—মাতৃহীন, পিতৃত্যক্ত, নিতান্ত নিরাশ্রয়, নিতান্তই জগতের একটা ভার! আজ আর তা' হয় না, দেবর! আজ ও পিতা পেয়েছে, ওর বাঁধা চোখের ধাঁধা কেটেছে, জগতের একটা পরম আস্বাদ প্রাণের সঙ্গে অনুভব করেছে—আজ আমি অনেক দূরে! আজ আমি প্রকৃতই ওর শেখানো মা!

ভুরি। না—দেবি, প্রকৃতই তুমি ওর মা! আর শুধু ওর নও—তুমি অসহায়ে ওর মা—অনুতাপে আমার মা; আমার অবসন্ন বৃদ্ধ পিতার মা, আর তার সঙ্গে অনাথ আতুর—অভাবের জগতের স্বভাবসিদ্ধ অন্নপূর্ণা মহিমময়ী মা! ধর—মা, মায়ের মতন ভার! ভেবো না, জননি! এ অনুতপ্তের পূজা—তরল অশ্রুজল! জীবনে অগ্নিমূর্ত্তি ধর্‌তে পার্‌বে না, ভুলেও তোমার অবাধ্য হবে না! বিদায়—[গমনোদ্যত]

দক্ষিণা। কোথা যাবে, দেবর? সর্ব্বসন্তাপহারী পবিত্র এ মাতৃভূমি ছেড়ে? কেন জ্বালা—দেবর, শান্তির মহা সম্মেলনে সে প্রতিহিংসা হ'তেও এ বিজয়া-প্রণামের গুপ্ত হুতাশন? কে বল্‌ছে তোমায় গৃহশত্রু, ভুরিসেন? আমি তাদের বুঝিয়ে দেবো—ভাই হ'তে শত্রু নাই, আবার ভাইয়ের তুল্য মিত্রও নাই! যদি না শোনে, চোখ রাঙিয়ে বল্‌ব—আমার দেবর অনিষ্ট চেষ্টা করেছিল—আমারই স্বামী-পুত্রের! তাদের কি? তাতেও যদি অবাধ্য হয়, এক একজনকে ধর্‌ব, জিভ্ কেটে দোব—চোখ উপ্‌ড়ে নেবো —হত্যা কর্‌ব!

ভুরি। পার—মহারাণি, তুমি এ রাজ্যের—ইচ্ছা করলে, তুমি আমায় পরের হাত হ'তে বাঁচাতে পার; কিন্তু দেবি—আমি যে আপনা-আপনি মরেছি—কি কর্‌বে তুমি তার? পরের বক্র-দৃষ্টি হ'তে নিজের মনের বিদ্রূপ যে অসহ্য—কী এর প্রতিকার? আমি যে আমার কাছেই চোর—মুক্তি কই এ তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণার?

শর্য্যাতি উপস্থিত হইলেন।

শর্য্যাতি। তার জন্য এই যে—পুত্র, আমি রয়েছি।

ভূরি। পিতা!

শর্য্যাতি। দে, তোর কী যন্ত্রণা—আমায় দে! কতখানি দুঃখ তোর—এই দুঃখের সমুদ্রে ঢেলে দে! তোদের যা কিছু মলিন, যা কিছু বাধা আমি নিই, তোরা আমার আনন্দ কর্—তোরা আমার বুকে থাক্! [ধারণোদ্যত]

ভূরি। ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না, পিতা! এ নারকীর পাপ-ছায়া আর স্পর্শ ক'রো না—এখনই মন্দাকিনীর শান্তিজল কর্ম্মনাশার মত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠ্‌বে! বসন্ত-সন্ধ্যার বুক দিয়ে হাহাকারের ঝড় ছুট্‌বে! পুণ্যের অফুরন্ত আধার পবিত্রাত্মা শর্য্যাতি তুমি—দেবালয়ে দস্যু-নর্ত্তনের মত আর এক রকম হ'য়ে যাবে! তুমি ঐখানেই দাঁড়াও—ঐ স্নেহসরস শান্ত মূর্ত্তিতে—ঐ সর্ব্বদুঃখের বিরাম কুঞ্জ সমব্যথী পিতা হ'য়ে, আমি এই দূর হ'তেই তোমায় একটা প্রণাম ক'রে নিই! [প্রণাম]

শর্য্যাতি। প্রণাম আমি চাই না—ও প্রণাম আমি নেবো না তোর! আমি তোদিগে সংসারে এনেছি—নিজে না খেয়ে খাইয়েছি—ভগবানের পায়ে প্রাতঃসন্ধ্যা মাথা খুঁড়ে এত বড় করেছি; আজ আমি বৃদ্ধ, শিথিল, দৃষ্টিহীন, সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম। আমার কত সাধ—কত আশা—কেমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! স্বার্থপর, আমার প্রাপ্য অবশেষে এই একটা শুষ্ক প্রণাম?

ভূরি। আর যা চাও, পিতা—[চঞ্চলকে দেখাইয়া] আমার এই প্রতিনিধি রইল। শিথিল—তোমার হাত ধর্‌বে; দৃষ্টিহীন—তোমার পথ দেখাবে; অক্ষম—তোমার প্রাণ ঢেলে সেবা কর্‌বে—যতটা সেবা আমার সাধ্যেও সন্দেহ ছিল। আমি তোমার ঋণমুক্ত! আর না—পিতা, আর এ লজ্জাবনত মুখ লোক-সমাজে দেখাব না! এখন আমিই আমার

চক্ষুঃশূল। আমার কর্ম্ম—আপনা হ'তে লুকিয়ে পড়া ; আমার অনুসন্ধান মনুষ্য-সমাগমশূন্য গহন কান্তার।

সহসা সুকন্যা উপস্থিত হইলেন।

সুকন্যা। আর আমার উপায় ?

ভুরি। তোমার উপায় ? তুমি ত—ভগিনি, আপনাতে আপনি খাঁটি ! তুমি ত—দিদি, মনে-প্রাণে সতী ! তোমার যা দুঃখ, পরের দেওয়া —জলের রেখা ! তুমি ত বোন্, আমার মত আত্মগ্লানি-ভরা, অনুতপ্ত, উপায়হারা নও ? তোমার উপায়--দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী সতী ! তোমার উপায় —ব্রহ্মবোক্ষ-বিহারিণী সাবিত্রী ! তোমার উপায়—ঐ দেখ, তোমার উপায় —তোমার স্বামী – সঙ্গে যাও। [গমনোদ্যত]

চ্যবন উপস্থিত হইলেন।

চ্যবন। দাঁড়াও, ভুরিসেন ! মহারাজ, আমায় চিন্‌তে পারেন ?

সুকন্যা। পায়ে ধরি – প্রভু, ক্রুদ্ধ হবেন না ; পিতা নিরপরাধ।

চ্যবন। তোমার পিতার আমি দণ্ড দিতে আসি নি, কল্যাণি ! কি মহারাজ—ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন কি ? আমি অশ্বিনীকুমার নই— অশ্বিনীকুমারদের দেবরূপ পেয়েছি। আমি সেই বৃদ্ধ চ্যবন, আর আমিই সেদিন সুকন্যার হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিলাম।

শর্য্যাতি। [নীরব]

চ্যবন। বিশ্বাস হচ্ছে না ? এস তোমরা অশ্বিনীকুমারদ্বয় !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইলেন।

১ম কুমার। নির্দোষ—নিষ্কলঙ্ক আমরা, মহারাজ !

২য় কুমার। তোমার কন্যা আমাদেরই কুলকন্যা—আমাদের আশ্রয়দাত্রী জননী।

শর্য্যাতি। [উচ্চকণ্ঠে] আনর্ত্ত—আনর্ত্ত !

আনর্ত্ত উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। পিতা—পিতা !

শর্য্যাতি। আয়—বাবা, অনেক অপরাধ করেছি আমরা! এখন পিতা-পুত্রে মিলে গলবস্ত্র হ'য়ে ব্রাহ্মণের পায়ে আছ্‌ড়ে পড়ি! [শর্য্যাতি ও আনর্ত্ত চ্যবনের পদতলে বসিয়া] ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—রক্ষা কর !

চ্যবন। নির্ভয়—নিরপরাধ তোমরা।

আনর্ত্ত। ভগিনি—দিদি—যদিও তুমি কনিষ্ঠা, তা' হ'লেও ব্রাহ্মণী ! আমি ক্ষমা চাই ; বুঝ্‌তে পারি নি—তুমি সুকন্যা !

সুকন্যা। ঋষির দয়া পেয়েছ—দাদা, কিছু আর প্রয়োজন নাই।

চ্যবন। [ভুরিসেনের হাত ধরিয়া] আর তুমি ভুরিসেন—কোথাও যেতে হবে না তোমায়। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে রক্ষা করেছ—অপমান-অপমৃত্যু হ'তে ; আমি তোমায় রক্ষা কর্‌ব—অনুতাপ জীবন্মৃত্যু হ'তে ! তুমি চিনেছ সুকন্যায়, আমি চেনাবো তোমায়—শান্তি !

ভুরি। আমি শান্তি পেয়েছি, ব্রাহ্মণ! শান্তি-সৌধের মঙ্গলধ্বজা দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, তোমার দর্শনেই তার ওপর এই করুণার তাড়িৎস্পর্শ, আমাতে আর কিছু নাই—আমার সব টেনে নিয়েছে। আমি তোমার অনুগৃহীত—আমি আজ আনন্দময়—আমি আবার সুন্দর !

সুকন্যা। [চ্যবনের প্রতি] তবে—আমার একটা ভিক্ষা, প্রভু! আপনি এ কল্পিত মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে পূর্ব্বের সেই জরামূর্ত্তিতে প্রকাশ হোন্—এ মূর্ত্তিতে আমার তৃপ্তি হয় না !

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। তা হবে না—সুকন্যা, তোমার তৃপ্তি না হ'লেও জগতের

প্রয়োজন—এখন দিন কয়েকের জন্য এ মূর্ত্তি রাখ্‌তে হবে। সাম্‌নে একটা ভয়ানক যুবার কাজ, তাতে চাই—সিংহের শক্তি—হস্তীর মত্ততা—কালের অব্যর্থ গতি—বীরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বার্দ্ধক্যের সে ম্লান অবসাদে মিল্‌বে না! রাজা, যজ্ঞের আয়োজন ক'রে দাও—জামাতা তোমার হোতা।

শর্য্যাতি। সৌভাগ্য আমার!

গ্রহাচার্য্য। আর আনর্ত্ত—তুমি এ যজ্ঞের রক্ষক। নিশ্চয় প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতার দল নিশ্চিন্ত থাক্‌বে না। আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ ধূম এককালীন উদ্গীরণের মত এইবার তারা একটা শেষ-নিঃশ্বাস ছাড়্‌বে! সাবধান—আশ্রয় দিয়েছ—তোমাদের আদিপুরুষ আদিত্যদেব তার সাক্ষ্য—স্মরণ রেখো। কোন ভয় নাই—সে তোমাদের পিছু পিছু—সম্পদে, বিপদে, সর্ব্বস্থলে সমান ভাবে বুক দিয়ে! ধর্ম্ম তোমাদের বর্ম্ম—বজ্রে তা ভেদ কর্‌তে পার্‌বে না। সহায় তোমাদের—সর্ব্ব-বিঘ্নবিনাশিনী কালী—যাঁর পায়ের তলায় প্রলয়ের কর্ত্তা।

আনর্ত্ত। প্রলয়ই হবে—এ মহাযজ্ঞের সঙ্কল্পে—ধর্ম্মের উদ্ধারে!

গ্রহাচার্য্য। আর তোমরা—সুকন্যা, দক্ষিণা, সতী সাবিত্রী তোমরা—তোমাদের পূতস্পর্শে সব পবিত্র—তোমরা দুজনে এই যজ্ঞের মঙ্গলাচারিণী! আগামী শুক্লাসপ্তমী রবিবাসরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যজ্ঞানল জ্বল্‌বে! তার রক্তমূর্ত্তি হুতাশনের লেলিহান খেলা দেখ্‌বে! সে ঊর্দ্ধ হ'তে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে—তার পূর্ব্বেই সমস্ত অনুষ্ঠান চাই।

[সুকন্যা ও দক্ষিণা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন]

গ্রহাচার্য্য। বল, জয় পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরী, সর্ব্ব-মঙ্গলার জয়!

সকলে। জয় পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরী, সর্ব্ব-মঙ্গলার জয়!

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুশস্থলী—শিবির-সম্মুখ

রণবেশে বালক, বৃদ্ধ সমবেত প্রজাগণ গাহিতেছিল ;
সম্মুখে রণঞ্জয় ও সৈন্যগণ

গান।

বৃদ্ধগণ।— সুন্দর তুমি সমর-দেবতা,
সুচারু তোমার সব।

বালকগণ।— সুললিত তোমার মৃত্যুর আহ্বান,
অট্ট হা হা রব॥

বৃদ্ধগণ।— শুভক্ষণে জন্ম তোমার সুধাপায়ী সুমহান্,

বালকগণ।— সুন্দর তুমি মহা ক্ষুধার্ত্ত ভক্ষণ কর প্রাণ,

বৃদ্ধগণ।— সুন্দর তব রক্ত-পিয়াসা,

বালকগণ।— সুন্দর মুমূর্ষু হাসা,

বৃদ্ধগণ।— সুন্দর তব ফুলশয্যা—শোভে রাশি রাশি সব শব॥

রণঞ্জয়। সৈন্যগণ! রাজভক্ত প্রজাগণ! জন্মভূমি কুশস্থলীর সুপুত্র-গণ! সুন্দর তোমাদের বীরসজ্জা! সুমধুর তোমাদের জয়নাদ! চমৎকার তোমাদের মৃত্যু-পূজার জন্ম-অঞ্জলি! আজ জগৎ দেখ্‌বে—দ্বারবতী হ'তে কুশস্থলী হীন নয়! সূর্য্যবংশের তুলনায় তোমাদের রাজা বারিদ সিংহও সর্ব্বগুণান্বিত—তিনি সন্ধির যোগ্য!

[পূর্ব্বগীতাংশ]

বৃদ্ধগণ ।— আজ চলেছি মোরা খড়্গপাণি,
তোমার উপাসনায়,

বালকগণ ।— মৃত্যুর টীকা ললাটে মোদের,
নির্ব্বাণ-অগুরু গায় ;

বৃদ্ধগণ ।— জন্ম-অঞ্জলি দিব শ্রীচরণে,

বালকগণ ।— বীরের কীর্ত্তি রাখি ত্রিভুবনে,

সকলে ।— শান্তি মোক্ষ সেই আমাদের তুচ্ছ ষড়্ বিভব ॥

রণঞ্জয় । স্পর্শ করুক্—তোমাদের এই বীর সঙ্গীতের বিষাণ-আরাব—মহাশক্তির মন্দির-সোপান ।

বারিদ সিংহ উপস্থিত হইলেন ।

বারিদ । ন'ড়ে উঠুক্ সে কম্পনে—বিজয়লক্ষ্মীর বিশ্রাম-বেদী !

সকলে । জয় মহারাজ বারিদ সিংহের জয় !

বারিদ । দ্বারবতীতে দূত পাঠিয়ে এলুম, সেনাপতি !

রণঞ্জয় । দূত ! কেন ?

বারিদ । সংবাদটা দেবে মাত্র, উত্তরের অপেক্ষা নাই । সন্ধি করতে যাচ্ছি চতুরঙ্গে সেজে—মৃত্যুকে মধ্যস্থ ক'রে—যুদ্ধ ঘোষণার চরম-পত্র একটা দেওয়া উচিত ! ত্রুটি রাখি কেন ? দেখাতে যাচ্ছি—আমি হীন নই ! [বৃদ্ধগণের প্রতি] আপনারা এসেছেন ? আমার পিতৃতুল্য পক্ককেশ বৃদ্ধগণ ! বিপন্ন সন্তানকে অভয় দিতে শিথিল-করে অস্ত্র ধ'রে মুক্ত আশীর্ব্বাদের পসরা নিয়ে শুভ্র-তুষার-গিরি আপনারাও এই রণ-তরঙ্গে ঝাঁপিয়েছেন ? আমি আপনাদের প্রণাম করি ! [প্রণাম]

বৃদ্ধগণ । জয়যুক্ত হোন্ আপনি !

বারিদ । বালকগণ ! তোমরাও এসেছ ? ধূলাখেলা ফেলে দিয়ে, জননীর কোল ছেড়ে জন্মভূমির নেত্রনীর মুছে দিতে বালকের কলেবরে

কুমার কার্ত্তিকের তেজ তোমরাও এসেছ এ আহবে? বাঃ—তোমরা! আমি তোমাদের শিরশ্চুম্বন করি!

বালকগণ। আমাদের এ রাজ-চুম্বিত শির রাজার মঙ্গলে ভূলুণ্ঠিত হোক্!

বারিদ। বড় হতভাগ্য আমি, বালকগণ! অপরিণত-অঙ্গ এখনও তোমরা—জটিল সংসারের বহুদূরে এখনও তোমরা—মায়ের বুকভরা গুপ্ত-ধন এখনও তোমরা—আমার এই স্বার্থপূজার স্রক্-চন্দনে তোমাদের রক্তের প্রয়োজন হ'ল! বড় অপদার্থ আমি—বৃদ্ধগণ, অশীতিপর, যষ্ঠিহস্ত, স্খলিত চরণ, ঈশ্বর-পথের পথিক আপনারা—আমার এ অহমিকা পথের সহযাত্রী হ'তে আপনাদের ডাক্‌তে হ'ল!

সকলে। আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি, মহারাজ; ডাক্‌তে কাকেও হয় নি।

বারিদ। ও, তা আস্‌বেন বৈকি—ভুল হয়েছে আমার। আমি কে? আমি ত আপনাদের করুণা-দত্ত অন্নভোজী—আপনাদের ভারবাহী সেবক! রাজা শব্দ যে, প্রজা-কিঙ্করেরই এক কথা—মার্জ্জনা কর্‌বেন আমায়, রাজ্য আপনাদের—মান অপমান আপনাদের—এ যুদ্ধও আপনাদের—এ কুশস্থলীর আহ্বান—এখানে দীন দরিদ্র, রাজা প্রজা, শিশু বৃদ্ধ সবাই সমান—সবারই এক দাবী—সকলেরই এক গতি! চল তবে—বন্ধুগণ! ছোট-বড় এক মায়ের সন্তান—একতালে, এক লক্ষ্যে, একটা জিনিষ দেখাতে—দ্বারবতী হ'তে কুশস্থলী হীন নয়—কোন অংশে দুর্ব্বল নয়—সন্ধির অযোগ্য নয়—আমরা তার ছেলে।

সকলে। জয় জন্মভূমি কুশস্থলীর জয়! [গমনোদ্যত]

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। দাঁড়াও কুশস্থলীর ভক্ত বীরগণ! তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছি—আমি দেবরাজ ইন্দ্র!

বারিদ। দেবরাজ! কি সৌভাগ্য আমার!

ইন্দ্র। শুধু তোমার নয়, রাজা! তোমার সাক্ষাৎও আজ অমরের বাঞ্ছিত।

বারিদ। অনুগৃহীত হ'লাম, এখন শুভাগমনের কারণ কি? সময় সংক্ষেপ।

ইন্দ্র। একটা পরামর্শ দিতে এসেছি, তোমায় বারিদ! তুমি এই বিরাট্ বাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্দিক্ অবরোধ কর।

বারিদ। সম্মুখে?

ইন্দ্র। সম্মুখে থাক্‌ব আমি।

বারিদ। [সাশ্চর্য্যে] আপনি!

ইন্দ্র। আমিও যে আজ এই পথেরই পথিক, রাজা! আমারও অমরাবতী ঠিক এই রকমই সজ্জিত। আমিও দ্বারবতীতে দূত পাঠিয়ে আস্‌ছি—চমৎকার যোগ, বারিদ! একদিকে তুমি, একদিকে আমি। একদিকে রুদ্রশূল—একদিকে বজ্রানল! একদিকে ধ্বংস—অন্যদিকে প্রলয়! ঈর্ষা আর প্রতিশোধ একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে—দ্বারবতীর চিহ্ন থাকৃবে না আজ।

বারিদ। দ্বারবতীর প্রতি দেবরাজের এ পাশবিক জাতক্রোধের কারণ কি?

ইন্দ্র। অশ্বিনীকুমাররা তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল একদিন, মনে পড়ে? তুমি দাও নি—তোমার রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ এই রকম কী একটা ওজর ক'রে। কিন্তু গর্ব্বিত শর্য্যাতি স্থান দিয়েছে তাদের—সেই আমার তাড়িতদের—সেই তোমার প্রত্যাখ্যাতদের। জাতক্রোধ এ ঠিক হয় নাই, বারিদ! যদি আমি দেবরাজ না হতাম, যদি পরমেশ্বর আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে একটা দিনের জন্য আমায় বিচার-বিবেচনাহীন দস্যু

রাজ ক'রে দিতেন, দেখ্‌তে পে'তে কতকটা। চল—বারিদ, তুমি আমার সম্মান করেছ—তুমি আমার গন্তব্য পথের সহযাত্রী—তোমায় আমি শীর্ষে তুল্‌ব—সমগ্র মর্ত্তের একাধিপত্য দেবো—উপস্থিত এই আমার আলিঙ্গন নাও। [আলিঙ্গন দানোদ্যত]

বারিদ। দাঁড়ান্‌, দেবরাজ! এ আলিঙ্গনটা নিতে আমায় একটু ভাব্‌তে হবে তা' হ'লে।

ইন্দ্র। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] ভাব্‌তে হবে! আমার আলিঙ্গন নিতে! যা কেউ সাধনা ক'রেও পায় না! বাসবের বাহুবন্ধন!

বারিদ। হাঁ—দেবরাজ, ও হ'তেও একটা দামী সামগ্রী আমার যাচ্ছে। আমি বিজয় গৌরবের ভাগ কাকেও দিতে পার্‌ব না। দ্বারবতী আক্রমণটা দেবরাজের দু'দিন পরে কর্‌লে চল্‌ত না?

ইন্দ্র। না—বারিদ, শুক্লা সপ্তমীর সূর্য্যোদয়েই শর্য্যাতির যজ্ঞানল জ্বল্‌বে—আমি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না। আর এ বাধা তোমার কি জন্য? এ ত তোমারই সৌভাগ্যের অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন যোগ! কি ছার জয়ের গৌরব! দ্বারবতীর ধ্বংস নিয়ে ত তোমার কথা?

বারিদ। কে বল্‌লে, দেবরাজ আপনাকে—দ্বারবতীর ধ্বংস নিয়ে আমার কথা? যাঃ—কর্‌লেন কি? পণ্ড ক'রে দিলেন আমার এতখানি আয়োজন? নিবিয়ে দিলেন এক ফুৎকারে আমার এ জ্বালানো যজ্ঞটা? কি কর্‌লেন, দেবরাজ? একটা প্রকাণ্ড ওলোট্‌-পালট্‌ ক'রে দিলেন?

ইন্দ্র। [সাশ্চর্য্যে] ওলোট্‌-পালোট্‌!

বারিদ। যান্‌ আপনি। সৈন্যগণ—পূজনীয় বৃদ্ধগণ—প্রাণাধিক বালকগণ! আজ এ সজ্জায় তোমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। ভগবানের অভিপ্রেত নয়—সাধ অপূর্ণ রইল। তবে সজ্জা তোমাদের ব্যর্থ

যাবে না—উল্‌টো হ'য়ে গেল। যাচ্ছিলে শর্য্যাতির বিরুদ্ধে—জয়ের গৌরব অর্জ্জনে, যেতে হবে শর্য্যাতির সাহায্যে—তাকে দেব-কোপে উদ্ধারে।

ইন্দ্র। [সাশ্চর্য্যে] কি বল্‌ছ, বারিদ ?

বারিদ। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না ? যাচ্ছিলাম শর্য্যাতির বিরুদ্ধে—যাব তার সাহায্যে।

ইন্দ্র। সে আবার কি ? যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—

বারিদ। তবু যাব তার সাহায্যে।

ইন্দ্র। যার হাতে তুমি অপমানিত—লাঞ্ছিত—

বারিদ। তবু যাব তার সাহায্যে।

ইন্দ্র। তুমিই বলেছিলে না—রাজায় রাজায় কাটাকাটি হোক্, কিন্তু কোন রাজবিদ্রোহী প্রজাকে অন্য রাজার আশ্রয় দেওয়া রাজধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ?

বারিদ। এখনও বল্‌ছি। আর সেটা আমার তখনকার ওজর নয় —প্রাণের কথা! তাতে কি ? আমি ত আশ্রয় দিই নাই—রাজধর্ম্মে পতিত হয়—শর্য্যাতিই হয়েছে।

ইন্দ্র। তবে তুমি রাজা হ'য়ে রাজধর্ম্মবিরোধীর সাহায্য কর্‌বে ?

বারিদ। তা কর্‌তে হবে বই কি, দেবরাজ! জাতিধর্ম্ম ব'লে একটা কথা আছে ত ? তা নইলে যে, আমিই তাতে পতিত হ'ব।

ইন্দ্র। বারিদ—

বারিদ। যান্, দেবরাজ! আজ শর্য্যাতি আর আমি এক জাতি। মারামারি কাটাকাটি যা করি, ঘরে ঘরেই করেছি—কর্‌ছি—কর্‌বও—তার মাঝে অপরকে পড়্‌তে দেবো না।

ইন্দ্র। এই তোমার স্থির ?

বারিদ। স্থির।

ইন্দ্র। তবে তোমার শিরই আমার প্রথম লক্ষ্য। [প্রস্থান।

বারিদ। আমিও তাই চাই! দেব-সমরে দেবরাজের লক্ষ্য না হ'তে পার্‌লে আর শির কি? সেনাপতি! আমার কি ভুল হচ্ছে? শর্য্যাতিকে সাহায্য করা—শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখা? মানুষ হ'য়ে মানুষকে অপদস্থ হ'তে না দেওয়া?

রণঞ্জয়। না—মহারাজ, ঠিকই হচ্ছে—শর্য্যাতিকে সাহায্য করাই যুক্তি সঙ্গত এ ক্ষেত্রে। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখাই বীর-ধর্ম্ম। আর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সমুজ্জ্বল আত্মগৌরব অপরের দ্বারা ম্লান না হ'তে দেওয়াই প্রকৃত জয়।

বারিদ। তা' হ'লে—সেনাপতি, এইবার আপনার সঙ্গে একটা কথা। কথা নয়—কাজ; আপনি কোন প্রতিবাদ কর্‌বেন না। [নিজের মুকুট রণঞ্জয়ের মাথায় দিয়া] ধরুন!

রণঞ্জয়। এইবার ভুল কর্‌ছেন,মহারাজ! আমার মাথায় এ গুরুভার—

বারিদ। কিছু না! আপনি পার্‌বেন। আমি যা পারি নি, আপনার দ্বারা তাও একদিন সম্ভব। সৈন্যগণ—সমবেত প্রজাগণ—আজ হ'তে তোমাদের রাজা—রণঞ্জয়। দাও—তাঁর জয় দাও।

সকলে। জয় মহারাজ—

রণঞ্জয়। জয় দিয়ো না—অত উচ্চৈঃস্বরে ও জয় দিয়ো না! এখনই আমার স্বর্গীয় প্রভু শুন্‌তে পাবেন—কটাক্ষ কর্‌বেন—শূন্য-বাণীতে স্পষ্ট বল্‌বেন—এইজন্যই কি আমি তোমায় অবোধ পুত্রের ভার দিয়ে এসেছি, অকৃতজ্ঞ?

বারিদ। কোন ভয় নাই—সেনাপতি, আমার পিতার আদেশ-বাণী আমি পেয়েছি। কি বল্‌ছেন—শুন্‌বেন? "যাও—পুত্র, শর্য্যাতির সাহায্যে—ভীষণ এ দেব-সংগ্রামে! আমার সাধের কুশস্থলী শূন্য না রেখে, তার পরম কোলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রণঞ্জয়কে বসিয়ে।" প্রতিবাদ কর্‌বেন না—এ আপনার প্রভুরই ইচ্ছা।

সন্ন্যাসীবেশে ভুরিসেন উপস্থিত হইলেন।

ভুরি। আমি একবার তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলুম, বারিদ!

বারিদ। কে! ও—এ বেশ?

ভুরি। আমি সংসার ত্যাগ করেছি—শান্তি পেয়েছি।

বারিদ। ঠিক হয়েছে! এই এতদিনে আমাদের বন্ধুত্ব! ঐ দেখ—আমিও আমার বোঝা রণঞ্জয়ের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়েছি। এইবার তোমায় আমায় সমান—দুজনেই পথের ভিখারী—দুই অভিনব বন্ধু! এস—আজ প্রাণভ'রে আলিঙ্গন ক'রে বন্ধুত্বের অতৃপ্ত পিপাসাটা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়ে নিই। [আলিঙ্গন]

ভুরি। আঃ! এমন সর্ব্বশীতল স্বপ্নাবেশ এতদিন ত পাই নি, ভাই?

বারিদ। কি ক'রে পাবে, ভাই? রাজায় রাজায় কি বন্ধুত্ব চলে? যেখানে রাজ-করের দাবী, মান-অপমানের কান্না, সেখানে কি এ বস্তু টেঁকে? সে মরুভূমিতে কি এ পদ্ম ফোটে? আজ হারা-জেতা এক কথা! নিন্দা-প্রশংসা সমান! আজ স্বপ্নের সুখ, অমৃতের আস্বাদন, পরম বন্ধুত্বের চরম বিকাশ।

ভুরি। এস—ভাই, তবে আর কাজ নাই এক মুহূর্ত্তও এ মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে! হয়েছি যদি আজ একপ্রাণ, এক অবস্থা, চল যাই গলা ধ'রে—এক পথে দুজনায়।

বারিদ। না—ভাই, তোমার পথে এখন আমার যাওয়া হবে না—এর আগে আমি আর একটা পথ ধ'রে ফেলেছি। তবে যাব একস্থানেই।

ভুরি। কি পথ ধরেছ, শুনি?

বারিদ। শুন্‌বে কি—দেখ! [রণঞ্জয়ের প্রতি] রাজা, আমায় কিছু সৈন্যভিক্ষা দেন্।

রণঞ্জয়। আমি স্বয়ং আপনার সাহায্যে যাচ্ছি।

বারিদ। না, পিতার আদেশ তা নয়—আপনি মায়ের কোল আলো ক'রে থাকুন। আমায় গোটাকতক সৈন্য—বেশ ঝাছা বাছা।

রণঞ্জয়। তবে আপনিই বেছে নিন্।

বারিদ। পরমারাধ্য বৃদ্ধগণ, আপনাদের এখন আর প্রয়োজন হ'ল না; আপনারা গৃহে যান্—সেইখান হ'তেই আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন; আমি একা—সহস্রের বল পাব। প্রাণাধিক বালকগণ, তোমরাও যাও—মায়ের মুখে চুমো দাও গে, সর্ব্বরকমে আমার মঙ্গল হবে।

[গীতাবশেষ]

বৃদ্ধগণ।— আমরা কায়মনে যাচি কল্যাণ তব, দিতেছি আশিস্ অভয়,

বালকগণ।— আমরা প্রার্থনা করি অভয়ার পদে, দাও তব পরিচয়;

বৃদ্ধগণ।— আসুক ঝঞ্ঝা—বীর তুমি হাস,

বালকগণ।— আসুক বন্যা—গণ্ডূষে নাশ,

সকলে।— চিরজয়ী হও ন্যায়বলে বীর—বিধি বিষ্ণু বাসব॥

[বৃদ্ধগণ ও বালকগণের প্রস্থান।

বারিদ। সৈন্যগণ, তোমরা সুশিক্ষিত—অস্ত্র-চিহ্ন তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে—মর্‌তে ভয় পাও না তোমরা—তোমরাই আমার সঙ্গী!

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ বারিদ—

বারিদ। [বাধা দিয়া] না, এখন আর ও জয় নয়। এখন বল—জয় মহারাজ শর্য্যাতির জয়! [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ শর্য্যাতির জয়! [পশ্চাদনুসরণ।

ভূরি। বাঃ—বাঃ—বাঃ—তোমার পথও সুন্দর, বন্ধু!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণাগার

শর্য্যাতি ও আনর্ত্ত পরামর্শ করিতেছিলেন

আনর্ত্ত। বড়ই সমস্যার কথা—পিতা, আমি একা ক'দিক্ রাখ্‌ব? ভূরিসেন ত আর এদিকে আস্‌বে না যে, দু'জনায় সৈন্য ভাগ ক'রে নিয়ে দু'দিকে যাব। দুইই প্রবল শত্রু। অপমানিত ইন্দ্র – অভিমানী বারিদ—কেউ কম নয়! [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আমি বলি, যজ্ঞ এখন থাক্।

শর্য্যাতি। সে কি—পুত্র, শত্রু-ভয়ে যজ্ঞ বন্ধ থাকবে?

আনর্ত্ত। উপায় কি? দুজনেরই দূত এসেছিল – দুজনেই একসঙ্গে আস্‌ছে। বারিদের সম্মুখে আমাকেই দাঁড়াতে হবে; তার পর ইন্দ্রের গতিরোধ?

শর্য্যাতি। আমি। কেন, তুমি কি আমায় নিতান্তই বৃদ্ধ বিবেচনা কর?

আনর্ত্ত। আমার ইচ্ছা নয়—পিতা, আপনাকে আর এ বয়সে অস্ত্র হাতে দিয়ে হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিই।

রেবত ও চঞ্চল উপস্থিত হইল।

রেবত। আপনার বাবাকে কোথাও ছেড়ে দিতে হবে না, বাবা! ইন্দ্রের ভার আমাদের।

শর্য্যাতি। ভাল—ভাল—বাঁচিয়ে রাখুন মা! নিতে হবে বৈকি এইরকম ভার! বড় হ'—ভাই, বড় হ'!

চঞ্চল। বড় তা' হ'লে আর কি ক'রে হ'ব, দাদামশাই? আপনি থাক্‌তে আর আমাদের ভাগ্যে বড় হওয়া ঘট্‌ছে না! আপনি কথায়-কথায় জ্যাঠা মহাশয়কেই এখনও ছোট ছেলে বলেন। দাদামশাই, আমরা বড় না হ'লেও আপনার ইন্দ্রকে আমরা দেখেছি।

শর্য্যাতি। তা দেখ্‌বি না কেন? সর্ব্বনাশ করেছিলি যে সেদিন! আমার গুরুবল ছিল—মা রক্ষে করেছেন! ও রকম ছেলেমি ক'রে যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে বুক ফুলিয়ে যাস্ না। চিনিস্ না ত কে—কি? আনর্ত্ত, অত ভাব্‌ছ কি?

আনর্ত্ত। ভাব্‌ছি, পিতা——না—আপনার যুদ্ধে যাওয়া হবে না। গ্রহাচার্য্যকে ডাকুন্—যজ্ঞের দিন পবিবর্ত্তন ক'রে নেন্।

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। যজ্ঞের দিন পরিবর্ত্তন হবে না। এই বুঝি আশ্রয়-দান?

আনর্ত্ত। আমরা ত যজ্ঞ কর্‌ব না বলি নি? কেবল দিনটা—

গ্রহাচার্য্য। দিন পরিবর্ত্তন হবে না। সূর্য্যবংশ যুদ্ধে কাতর?

আনর্ত্ত। যুদ্ধ সূর্য্যবংশের সুপ্রভাত। তবে আজ একসঙ্গে দু'জন শত্রু, তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাব্‌তে হচ্ছে। অন্ততঃ একটা দিনও পরিবর্ত্তন—

গ্রহাচার্য্য। পরিবর্ত্তন হবে না। দু'জন কি? অমন সহস্র শত্রু যদি এক সঙ্গে আসে—দেব, যক্ষ, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি যদি একযোগে বিপক্ষে দাঁড়ায়, তবু এ ধার্য্য দিন এক মুহূর্ত্ত এদিক্-ওদিক্ হবে না। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে, ভারে ভারে উপচার আস্‌ছে, দলে দলে ঋষি তপস্বীর শুভাগমন হচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে একটা হৈ হৈ প'ড়ে গেছে, এ সময় বল কি না যজ্ঞ থাক্? তোমাদের মধ্যে থাক্‌ল তবে কি?

শর্য্যাতি। না—পুত্র, আর বিচারের সময় নাই! যজ্ঞ হ'তেই হবে। ভাব্‌ছ ত—ইন্দ্রহস্তে পিতার মৃত্যু হ'লে ভুবনভরা কলঙ্ক? হয় হবে!

শত্রুভয়ে সূর্য্যবংশীয় শর্য্যাতি আরব্ধ যজ্ঞে ক্ষান্ত হ'ল—এ কলঙ্ক হ'তে যজ্ঞের জন্য আশ্রিতবৎসল শর্য্যাতি ম'লো—এই কলঙ্কই থাক্। লোক হাসে কেন ? বরং কাঁদুক ! আমিই তোমার ইন্দ্রের সম্মুখীন হব।

আনর্ত্ত। প্রয়োজন নাই, পিতা—আর আপনার ইন্দ্রের সম্মুখীন হওয়ায়। আপনি যজ্ঞ-ক্ষেত্রে যান্, আমি একাই আপনার দুই শত্রুর সম্মুখে সৈন্য-পরিচালনার ভার নিলুম।

রেবত। আমরা দু'জনে একটা ভার পেলুম না। আপনিও কি আমাদের শিশুবোধে সন্দেহ করেন ?

আনর্ত্ত। পিতার ইচ্ছা নয়—রেবত, তিনি জীবিত থাক্তে তোমাদিগে স্বাধীনভাবে কোন শত্রুর সম্মুখে ছেড়ে দেওয়া।

চঞ্চল। [অর্দ্ধস্বগত] আঃ, বুড়ো হ'য়ে আবার মানুষ বেঁচে থাকে কেন ? যন্ত্রণা !

রেবত। আচ্ছা, আমরা যদি আপনার পার্শ্ব-রক্ষার ভার নিই, তাতে দাদামহাশয়ের কোন বাধা আছে ?

চঞ্চল। তাতে বাধা থাক্তে গেলে কিন্তু আর আমরা ছেলেমানুষটী থাক্‌ব না—দাদা, সঙ্গে সঙ্গেই বড় হ'য়ে যাব।

আনর্ত্ত। না—রেবত, আমার পার্শ্বরক্ষার আবশ্যক হবে না। তোমরাও যজ্ঞস্থলে যাও—আমার পিতার পার্শ্বরক্ষা কর। কোন গুপ্ত শত্রু যেন যজ্ঞবিঘ্ন না করে। আমার জন্য চিন্তা নাই—আমি পিতার পদধূলি নিয়ে, ধর্ম্মকে স্মরণ ক'রে, রণচণ্ডীমা'র জয় দিয়ে একাই দুই শত্রুর সম্মুখে সমান ভাবে সৈন্য চালাব।

গ্রহাচার্য্য। জয় মা সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরী সর্ব্ব-মঙ্গলা !

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য—গ্রহাচার্য্য—যজ্ঞটা একটা দিন রাখ্‌বার কোন উপায় হয় না ?

গ্রহাচার্য্য। ছিঃ রাজা—মমতা এল? পুত্র একা দুই শত্রুর সম্মুখীন হবে, অমনি ভয় পেয়ে গেলে? আচ্ছা, আমায় একটা ভার দাও। আমি তোমার একটা দিক্ ধর্‌ব। যজ্ঞ বন্ধ হবে না—ভাব্‌ছ কি? ধর্‌ব আমি একটা দিক্। আমি শুধু পাঁজি-পুঁথিই ঘাঁটি না—ও বিদ্যাও আমাতে যৎকিঞ্চিৎ আছে।

শর্য্যাতি। তুমি কে—তুমি কে তবে? তুমি কি কোন ছদ্মবেশী?

গ্রহাচার্য্য। দাও ভার—শর্য্যাতি, দেখিয়ে দিই আমি কে?

শর্য্যাতি। বল—তোমার পরিচয়?

গ্রহাচার্য্য। যজ্ঞ কর—যজ্ঞ কর! কথা কী তোমার? শুক্লা সপ্তমী রবিবাসরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যজ্ঞানল জ্বল্‌বে—এই সেই শুক্লা সপ্তমীর সুপ্রভাত। সূর্য্য ওঠ্‌বারও সময় হয়েছে। কিন্তু ঐ দেখ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বংশধরদের কাপুরুষতা দেখে সে আজ লজ্জায় উঠ্‌তে পার্‌ছে না!

শর্য্যাতি। [যুক্তকরে] উঠুন—দেব, অকুণ্ঠিত অমল গৌরবের উজ্জ্বল রক্তমূর্ত্তিতে দিগন্ত রেখার চক্রবালে! দেখুন—দেব, সেই ত্রিভুবন সাক্ষ্য বিস্ফারিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপনার কুলপুত্রগণের আশ্রয় দান। আনর্ত্ত, দু'জনার মাঝখানে তোমার যাওয়া হবে না, পুত্র! অগ্রসর হও তুমি বারিদের সম্মুখে। গ্রহাচার্য্য, যে-ই হও তুমি—আমার কাছে এ ভার পেতে পার না। তুমি মহর্ষিকে নিয়ে যজ্ঞাগারে যাও—কুণ্ড জ্বালাও—জগতে জানাও—সূর্য্যবংশের আশ্রয় দান! ইন্দ্রকে বাধা দোব আমি নিজেই।

বারিদ সিংহ উপস্থিত হইলেন।

বারিদ। ইন্দ্রকে বাধা দেবার ভারটা আজ আমায় দেওয়া হোক্, মহারাজ!

শর্য্যাতি। কে? কে? বেশ চিন্‌তে পার্‌ছি না যে!

বারিদ। চিন্‌তে পারবেন না—মহারাজ, আমার মূর্ত্তিটা আজ অন্য রকম! আমি সেই বারিদ সিংহ।

শর্য্যাতি। বারিদ সিংহ!

বারিদ। হাঁ, মহারাজ! আপনাকে আর যজ্ঞের দিন পরিবর্ত্তন করতে হবে না—আমিই আমার সে যুদ্ধের দিনটা পাল্‌টে দিয়েছি।

শর্য্যাতি। সে কি?

বারিদ। শুন্‌লুম, আপনার যজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্য সমুদয় দেবজাতি সুসজ্জিত হ'য়ে দ্বারবতীর দিকে আস্‌ছেন; ভাব্‌লুম—যখন যা-ই করি, এখন আর আমাদের শত্রুতা সাজে না—এখন শর্য্যাতি বারিদ সিংহ এক মানব জাতি—আমি তাঁর পুত্র।

গ্রহাচার্য্য। [উৎফুল্লচিত্তে] মা! মা! এত দেখেও লোকে তোকে চিন্‌তে পারে না? যা করিস্—তুই-ই, আর অবোধরা বলে কিনা, করি আমরা! মহারাজ শর্য্যাতি, একদিন মায়ের একটা মূর্ত্তি দেখেছিলে—সাকারা, সগুণা, সালঙ্কারা, প্রভাত-প্রকৃতির প্রতিফলিত গাম্ভীর্য্য! আজ আবার আর একটা দেখ—নিরাকারা, নিরাভরণা, গুণাতীতা. উদাস সন্ধ্যার অচিন্তনীয় ছায়া! এও সেই মা!

শর্য্যাতি। বারিদ! এইবার চিনেছি তোমায়—তুমি আমার প্রিয় সুহৃদ্ ভুবন সিংহের পুত্র!

বারিদ। প্রিয় সুহৃদের পুত্র হ'লেও জান্‌বেন—পরম শত্রু! তবে ইন্দ্রকে বাধা দেবার ভারটা আজ আমায় দেওয়া হোক্—মাথায় করব! আমি ভিক্ষা ক'রে নিচ্ছি।

আনর্ত্ত। সন্ধি কর—তুমি সন্ধি কর, বারিদ! আমরা পরাজিত—চমৎকৃত—নির্ব্বাক্! চির অভিমানী তুমি—আজ এই এক মুহূর্ত্তে সব

জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুর সাহায্যে প্রাণ দিতে ছুটে এসেছ! দ্বারবতী নাও —আমাদিগে তোমার রক্ষী নাও—তুমি সন্ধি কর।

বারিদ। সন্ধি কর্‌তেই আস্‌ছিলুম—বীরবর, থাকি ত আস্‌বও পুনঃ! সেজন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না তোমায়। এখন দেবরাজের সম্মুখীন হবার ভারটা আমায় দেওয়া হোক্। আমি শত্রু হ'লেও, সম্ভবতঃ হাতে রেখে যুদ্ধ কর্‌ব না। জয় পরাজয় নিয়তিই জানে।

আনর্ত্ত। জয় তোমার হ'য়ে গেছে, বারিদ! মানুষ যদি এমন হয় —মানুষ যদি মানুষের বেদনা বুঝে শত্রুতা ভুলে গিয়ে এমনি ধারা কাঁদ্‌তে আসে, সেইখানেই সে দেবতার উচ্চে।

শর্য্যাতি। তোমায় আর সন্ধি কর্‌তে হবে না, প্রাণাধিক! তুমি শুদ্ধ আজকার জন্য আমার পুত্র নও—আজ হ'তে এ শর্য্যাতি যতদিন জীবিত থাক্‌বে, তুমি তার সকল পুত্র হ'তে।

বারিদ। বড় অসময় হ'য়ে গেছে, মহারাজ! সাধ ছিল তাই—কিন্তু আর এ বিজয়ার বাসরে বোধনের উৎসবটা না দেখালেই ভাল হ'ত—বড় অসময় হ'য়ে গেছে! আর বোধ হয়, আমি আপনার এ পুত্র সম্বোধনের প্রতিদান দিতে পার্‌ব না!

[নেপথ্যে—জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়!]

আর সময় নাই, মহারাজ! দেন্ ভার—ও জয়ধ্বনির কণ্ঠরোধ করি।

শর্য্যাতি। তোমায় আর কি ভার দেবো, প্রাণাধিক। তুমি আজ এ যুদ্ধের নায়ক—আনর্ত্ত তোমার অধীন।

বারিদ। পায়ের ধূলো দেন্! চল—দাদা, চিরদিনটা ত ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করেই আস্‌ছি; আজ সেই দুই প্রতিকূল উন্মত্ত তরঙ্গের মহা মিলনে সৃষ্টির মধ্যে একটা নূতন কিছু ক'রে দিই।

আনর্ত্ত। এস—কুমারদ্বয়, তোমাদেরও কাজ এসেছে।

[বারিদ, আনর্ত্ত, রেবত ও চঞ্চল প্রস্থান করিলেন।

শর্য্যাতি। চল—গ্রহাচার্য্য, আমরা যজ্ঞস্থলে যাই—আর দেখ্‌ছ কি ওদিকে চেয়ে?

গ্রহাচার্য্য। মায়ের রূপ দেখ্‌ছি—আর এক রূপ! জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী বালার্ক-মণ্ডালাকার-লোচনত্রয়-সমন্বিতা স্তনদ্বয়ে গলদ্রক্ত ধারা, লোলজিহ্বা, ঘোরাননা করালিনী উন্মত্তা! না, আমার আর যজ্ঞস্থলে যাওয়া হ'ল না। তুমি যাও—আমায় একবার যেতে হবে রণস্থলে —দেখ্‌তে হবে ও অদৃশ্য রূপের উন্মাদ-খেলা!

[প্রস্থান।

শর্য্যাতি। [চিন্তার সহিত] এ কে? ঠিক যেন মেঘঢাকা সূর্য্য!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ ও দেবসৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন।

ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ।—

গান।

গুড়্ গুড়্ গুড়্ বাজ্ রণ-দামামা।

দেব-সৈন্যগণ।— তাথৈ তাথৈ থৈ—নাচ গো অভয়া মা॥

ডাকিনী যোগিনী তোরা কর গো রুধির পান,

ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ।— বিজলী খেলাও অসি, ছোট বাণ খরশাণ ;

দেব-সৈন্যগণ।— দেবতা মানবে রণ—হা-হা-হা-হা-প্রহসন,

ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ।— হো—হো—হো—হো জানি যত অমরার বিবরণ ;

দেব সৈন্যগণ।— স্বপন—স্বপন—তোরা দেখিস্ স্বপন,

ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণ।— জয় রাজা শর্য্যাতি—

দেব-সৈন্যগণ।— জয় জয় মা শ্যামা॥

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

মঙ্গল ও বুধ উপস্থিত হইল।

মঙ্গল। ভায়া, আর এ সখ্ বেশি ভাল নয়! এতদিন কাটানো যাচ্ছিল, এক রকম সুখে দুঃখে পরের মাথায় তাল দিয়ে ; এইবার নিজের ঘাড়ে বোঝা! স'রে পড়া যাক্ চল! ভাব্ছ কি হাঁ ক'রে আকাশ-পাতাল? এর পর আর পথ থাক্‌বে না—বুঝ্ছ ত যা ব্যাপার?

বুধ। আমি কেবল তাই ভাব্ছি—দাদা, চিন্‌তে পারা গেল না এই মানুষ জাত্‌টাকে! এমন একটা শত্রুতা—এতদিনের একটা ভীষণ আক্রোশ—এক নিমেষে ভুলে গেল, পরের সঙ্গে বিবাদ ব'লে—

মঙ্গল। ছেড়ে দাও—দাদা, ও ব্যাটার জেতের কথা! ওরা কুকুরে মারবে—হাঁড়ি ফেল্‌বে না! এখন ওদের নিয়ে অত মাথা ঘামাতে গেলে চল্‌বে না—নিজের কিনারা দেখ।

বুধ। কর্‌লুম কি আমরা! এতদিন ধ'রে বারিদ সিংহের পিছু পিছু ঘুরে শেষ শর্য্যাতিরই বল বাড়িয়ে দিলুম?

মঙ্গল। ঐ রকমই হয়, দাদা! পদ্ম ফোটায় স্যির্যি মামা, মধু খায় ভোম্‌রা যাদু।

বুধ। তাই ত, এ হ'ল কি?

মঙ্গল। যা গোড়ায় বলেছিনু—শুন্‌লে না ত আমার কথা! এখন যা হ'ল, ঘরে গিয়ে আয়না ধ'রে দেখি গে চল। ঐ বুঝি এসে পড়্‌ল! ওরে বাপ্‌রে—

বুধ। তাই ত, খুব কাছেই যে! কিন্তু—দেখ দেখ কি সুন্দর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অসম্ভব মিলন! যেন গজ-সিংহের প্রণয়-খেলা—অগ্নি জল হাত ধরাধরি ক'রে—রবি রাহু এক কেন্দ্রে!

মঙ্গল। তুমি দেখ—তুমি দেখ—তোমার গুষ্টীর যে-যেখানে আছে, ডেকে এনে দেখাও গে। আমায় ছাড়ান্ দাও—গ্রহর মধ্যে কি আবার গ্রহ ঢোকাব? [প্রস্থানোদ্যত]

বুধ। আরে যাও কোথা—যাও কোথা?

মঙ্গল। চুলোয়—চুলোয়! তোমার গণ্ডী হ'তে স'রে। বুঝ্‌তে পেরেছি—চাঁদ, আমার ভেতর ঢোক্‌বার মত্‌লবে আছ তুমিই।

[প্রস্থান।

বুধ। ঐ যুদ্ধ বাধ্‌ল! উঃ—কি প্রচণ্ড আক্রমণ! সমুদ্রের ওপর ঝঞ্ঝা!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র ও বারিদ সিংহ উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। আমার মুখেই পড়েছ, বারিদ!

বারিদ। ভুল হয়েছে আমার, দেবরাজ! বুঝ্‌তে পারি নাই—যুদ্ধস্থলে বাক্‌-পটুতা দেবরাজের পরম অস্ত্র।

ইন্দ্র। পাবে তুমি—যা চাও; তবু আমরা দেবতা, পরম শত্রুকেও আত্ম-রক্ষার সুযোগ দিই। বুঝে দেখ—বারিদ, এদিকে তোমার কোন লাভ নেই।

বারিদ। কোন্‌ দিকে আছে, দেবরাজ? আপনি আমাকে মর্ত্তের আধিপত্য দেবেন্‌, এই ত? কিন্তু সে ক'দিনের জন্য? প'ড়ে থাক্‌বে যেখান-কার আধিপত্য—সেইখানেই। মানবজাতির কিছুতেই লাভ নাই, দেবরাজ! যদি কিছু থাকে—তবে জন্মটাকে এইভাবে লোকসান করার ভিতর দিয়ে।

ইন্দ্র। তা' হ'লে তুমি রাজধর্ম্ম-বিরোধীর পক্ষ পরিত্যাগ কর্‌বে না?

বারিদ। জাতিধর্ম্ম-জ্ঞান থাক্‌তে ত নয়ই।

ইন্দ্র। তবে সাবধান, বারিদ!

বারিদ। রক্তচক্ষুঃ দেখাচ্ছেন কাকে, দেবরাজ? সহস্র চক্ষে দ্বাদশ সহস্র মার্ত্তণ্ড জ্বাল্‌লেও বারিদ—বারিদ!

ইন্দ্র। সাধ্য থাকে, আচ্ছন্ন কর—বারিদ, এই বিশ্বদগ্ধকর, ভীষণ ভাস্কর রশ্মি! [অস্ত্র ধরিলেন]

বারিদ। [অস্ত্র ধরিয়া] জ্বলুক যথাশক্তি ও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা! [যুদ্ধ ও প্রস্থান।

আনর্ত্ত, রেবত ও চঞ্চল উপস্থিত হইল।

আনর্ত্ত। বালকদ্বয়, আর তোমাদের এখানে থাক্‌লে চল্‌বে না! আমার সাহায্যের প্রয়োজন নাই। দেখ্‌তে পাচ্ছ, সম্মুখে কী ভীষণ দুর্দ্দৈব? বারিদ সিংহ একা লক্ষসৈন্য-ব্যূহে প্রবেশ করেছে; আর ব্যূহের অধিনায়ক—স্বয়ং ইন্দ্র! তোমরা যাও—আজ তোমাদের মহা

পরীক্ষা! বারিদ সিংহের সাহায্য কর—বুক দিয়ে ঘিরে তাকে রক্ষা কর। নিজেরা মাথা পেতে নাও—তার যত মৃত্যুবাণ। সাবধান, যেন শুন্‌তে না হয়—আমরা জীবিত থাক্‌তে তার একগাছি কেশপাত।

রেবত। ভগবান্ করুন—এ কথা ওঠ্‌বার পূর্ব্বে যেন সূর্য্যবংশে আর শোন্‌বার কেউ না থাকে! আয়—চঞ্চল!

চঞ্চল। [আনন্দে] আজ আমাদের পরীক্ষা—আজ আমাদের পরীক্ষা! বড় আনন্দ! রণে উত্তীর্ণ হ'তে হবে—জীবনে কিংবা মরণে।

[রেবত ও চঞ্চল গলা ধরাধরি করিয়া প্রস্থান করিল।

আনর্ত্ত। [নেপথ্যে যুদ্ধ দেখিয়া] ওঃ কি ক্ষিপ্র বাণবৃষ্টি! কি ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ! কি ক্ষিপ্ত ক্ষুধিত প্রলয়-হুঙ্কার! ধন্য বারিদ—এত তেজ তোমাতে? যোগ্য তুমি এ যুদ্ধের নায়ক! বীর তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী! ঈর্ষিত বিশ্ব তোমার এ অতুল সমর-সাহসে! চালাও বাণ—চালাও অস্ত্র—মুহূর্ত্ত বিরাম দিয়ো না এ উদ্যমের! এ ত্যাগ-গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা থাক্—একমাত্র তোমারই নাম! নির্ভয়—আমিও যাচ্ছি তোমার সাহায্যে। [গমনোদ্যত; জয়ন্ত উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন]

জয়ন্ত। তোমার সাহায্য কে কর্‌বে ডাক।

আনর্ত্ত। কে—ইন্দ্রপুত্র! পথ ছাড়।

জয়ন্ত। মৃত্যুর পথে এসে পড়েছ, যাবে কোথা?

আনর্ত্ত। ছেলেমি ক'রো না—পথ ছাড়।

জয়ন্ত। সাবধান। [অস্ত্র ধরিলেন]

আনর্ত্ত। ও, পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে বল্‌ছে! [অস্ত্র ধরিলেন]

জয়ন্ত। এ কণ্টক-পথ নয়—অপার সমুদ্র-পথ!

আনর্ত্ত। গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক কর্‌বার সামর্থ্য আনর্ত্তে আছে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল-সান্নিধ্য

গ্রহাচার্য্য

গ্রহাচার্য্য। নাচ্—নাচ্—মা আত্মহারা উন্মাদিনি, মুণ্ডপাতের তালে তালে! হাস্—হাস্—মা অট্টহাসিনী এলোকেশি, বিদ্যুৎপ্রভ বাণ-বৃষ্টির চমকে চমকে! মার্—মার্—রণোন্মাদিনী মহাকালি, অব্যর্থ প্রহারে অভিমানের রক্তবীজ। কি সুন্দর—কি সুন্দর তোর মূর্ত্তি, মা? পদতলে প্রলয়—দাবানল দৃষ্টি—মরুভূমি জিহ্বা! আমি পাগল হয়েছি—মা, তোর ঐ মরণ-দেওয়া মহা আলিঙ্গনের ঘটা দেখে! উন্মত্ত আমি—সব ছেড়ে এই শ্মশান-ক্ষেত্রে ছুটে এসেছি! ও রূপ আর সম্বরণ কারস্ না! চলুক ও খেলা উদ্দাম—আপ্রলয়—যতক্ষণ না স্বার্থপর জগতের নাম উঠে যায়!

সংজ্ঞা উপস্থিত হইলেন।

সংজ্ঞা। তুমি কে? তুমি কে?

গ্রহাচার্য্য। সংজ্ঞাদেবি, এসেছ? ভালই করেছ! এস—এস—মায়ের পূজা দেখ—মায়ের পূজা দেখ!

সংজ্ঞা। তুমি কে? নির্ব্বাক্ যন্ত্রণা—নিষ্ফল রোদন—নিষ্পাপ কর্ম্মভোগ—তুমি কে?

গ্রহাচার্য্য। পূজা দেখ—পূজা দেখ! তুমি একদিন মায়ের পূজা করেছিলে, আমি আপনা হ'তে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম; আজ আমি পূজা কর্‌ছি—তোমার আহ্বান!

সংজ্ঞা। [উত্তেজিত ভাবে] বল—বল তুমি কে ?

গ্রহাচার্য্য। দেখ্‌ছ মায়ের পূজা-দেখ্‌তে পাচ্ছ? তুমি পূজা করেছিলে প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র মন্দিরে গিয়ে- মায়ের একটা সংকীর্ণ রূপ কল্পনা ক'রে; আমি এসেছি—অনবরুদ্ধ বিশ্ব-মন্দিরে! আমার মা ব্রহ্মময়ী নিরাকারা! তুমি দিয়েছিলে মাতৃ-পদে অশ্রুজল—আমি দিচ্ছি তার প্রলয়-বাসনায় করতালি! তুমি ধরেছিলে—পুত্র-বলির খড়্গ, আমি পড়্‌ছি—ব্রহ্মাণ্ড-বলির মন্ত্র!

সংজ্ঞা। উত্তর দাও—উত্তর দাও—যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি; চাপা দিয়ো না! আমি বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি! যদিও বুঝতে পার্‌ছি—এ উন্মত্ততা আর কার সম্ভব—এত মাথাব্যথা কার, তবু একবার প্রকৃতিস্থ হও - একটা কথা বল—তুমি কে ?

গ্রহাচার্য্য। দেখ—দেখ—দেবি, রক্তের সমুদ্র তোলপাড় ক'রে মায়ের কী দম্ভের অবগাহন! পাষণ্ডদের মুণ্ড ছিঁড়ে ক্ষুধার্ত্তার কী তৃপ্তির বীভৎস চর্ব্বণ! কী কঠোর সুশ্রাব্য মায়ের তোলা হাহাকার! দেখ্‌ছ? আপনা হ'তে যথাসময়ে, যেয়ো না আর—ব'স আমার বাম জানুতে, বামা! আমি তোমার শুষ্ক, শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখখানা দেখি, আর সাধনা-কুণ্ডের মিট্‌মিটে আগুন দ্বিগুণ ক'রে জ্বালাই! তুমি আমায় আদ্যোপান্ত শোনাও তোমার অপমানের করুণ কাহিনী—আমি আমার দুর্ব্বল, শিথিল, দয়া-দোলায়মান প্রাণখানায় আরও দৃঢ় ক'রে গ'ড়ে তুলি! তুমি দেখিয়ে দাও তর্জ্জনীহেলনে—আমাদের এত নীচে নামিয়ে এনেছে কে? আমি সব শক্তি নিয়ে ক্ষুধার্ত্ত ঋক্ষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি তার মাথার ওপর!

সংজ্ঞা। আর না—আর না—স্বামি, আর আমি তোমার ও সাধনার সহযোগিনী হ'তে পার্‌ব না—সেদিন আমার গিয়েছে! এমন দিন ছিল—যেদিন সহস্র বিপদ্ বা সহস্র অপমান মেখে নিয়ে এক লক্ষ্য—

একটানা তীরের মত পৃথিবী কাঁপিয়ে ছুটেছিলাম! এমন সাহস ছিল, প্রয়োজন হ'লে, রমণী আমি—একাকিনী পুরুষ-সৃষ্টির বিরুদ্ধে অস্ত্র পর্য্যন্ত ধর্‌তে পার্‌তাম; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমার সঙ্গে দেখা, আমার সব গেছে—সব ছাপিয়ে গত পাপের সুপ্ত ছবি জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে ফুটে উঠেছে! আমি সতীত্ব সম্বন্ধে খাঁটি। তবু তুমি আমার স্বামী—আমি তোমায় প্রবঞ্চনা করেছি! তোমার তেজ সহ্য কর্‌তে না পেরে তোমার পাশে আমার ছায়া-মূর্ত্তি রেখে অশ্বিনী-রূপে পালিয়ে এসেছি! এও কথা নয়! এ স্মৃতি আজ আমায় মাটীর নীচে নুইয়ে দিয়েছে। এখন আমি বড় দুর্ব্বল—এখন আমি অশ্রুসর্ব্বস্বা রমণী! আমার দ্বারা আর তোমার কোন সাহায্যের ভরসা নাই। তোমার সাধনা তুমি কর—তোমার পুত্রদের তুমি তোল। বিদায়—আশীর্ব্বাদ কর—আমার সাধনায় যেন আমি কৃতকার্য্য হই; পরজন্মে যেন তোমার সঙ্গিনী হবার শক্তি নিয়ে আসি—যেন আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

গ্রহাচার্য্য। [সংজ্ঞার হস্ত ধরিয়া] তোমার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেছে, সংজ্ঞা! অনেক সাধনা করেছ তুমি - ঐ দেখ তার ফল হাতে-হাতে। ঐ দেখ, সাধনাদুর্ল্লভ মা তোমার অনুকূলে খড়্গ ধ'রে শর্য্যাতি-পক্ষের বীর-বাহুতে স্বরূপ মিশিয়ে। আর কোথাও যেতে হবে না—কিছু কর্‌তে হবে না। এতদিন প্রাণভ'রে মায়ের নামে জয় দিয়ে এসেছ, এইবার আঁচল ভ'রে মায়ের দেওয়া জয় নাও।

সংজ্ঞা। উঃ কী ভয়ানক সংগ্রাম! কী বীভৎস হত্যা! কী রাশি রাশি শব! [উদ্দেশে] মা! মা! রক্ষা কর্—মা, সকল দিক্ রক্ষা কর্—সব তোর সমান—সৃষ্টি যেন যায় না!

গ্রহাচার্য্য। [উদ্দেশে] যাক্ সৃষ্টি রসাতলে! যাক্ এ দিক্‌শূন্যের দিক্ ছারখারে! কারো কথা শুনিস্ না, মা! নেচে নে—তুই নেচে নে—

দমভোর—আশা মিটিয়ে—আমি অনেক কষ্টে তোর এ সুযোগ মিলিয়েছি ! [ফিরিয়া] সংজ্ঞাদেবি, পুত্রগণ কোথায় ? দেখ্‌লে না তারা আমার এ সাধনাটা ! তারা হয় ত কত দোষারোপ কর্‌ছে আমার ওপর ! আমি পিতা—তাদের অত্যাচারের মাঝে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছি। দেখুক তারা—যেখানেই থাকি—যে অবস্থাতেই থাকি—তাদেরই স্মৃতি কোলে ক'রে—তাদেরই বিপদ্ মাথায় নিয়ে—তাদেরই শান্তি-অন্বেষণে আপনাকে লুকিয়ে বিলিয়ে—কত কি ক'রে !

অশ্বিনী-কুমারদ্বয় উপস্থিত হইলেন।

১ম কুমার। করেছেন কি—পিতা, কোথায় আপনি ? লোকচক্ষুঃ জগৎ-প্রোজ্জ্বল বিশ্বের প্রত্যক্ষ দেবতা দিনমণি—এই কদর্য্য অন্ধকারে ? এই পঙ্কিল মলিনতায় ? এই হীন ছদ্মবেশে ? পিতা—পিতা—আমরা দোষারোপ করি নি আপনার অন্তর্দ্ধানে ; দোষারোপ করেছি—নিজেদের অদৃষ্টের ওপর। আমাদের জন্য এ যন্ত্রণা আপনার।

গ্রহাচার্য্য। তোমরা যে পুত্র ! শরীরের যে অংশটা যন্ত্রণা অনুভব করবে, তোমাদের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা আমি তোমাদিগে দিয়ে দিয়েছি, পুত্র ! যত যন্ত্রণাই পিতামাতার হোক্, তোমরা চোখ্ দিয়ো না ! উঠে যাও—তোমরা উঠে যাও—প'ড়ে আছ—উঠে যাও !

২য় কুমার। আমরা আর প'ড়ে নাই, পিতা ! আমাদের অনুযোগ অন্যায় হয়েছে ! আমাদের বোঝা উচিত ছিল—সংজ্ঞাদেবী মাতা, সূর্য্যদেব পিতা ! এই ত আমাদের সবার হ'তে উচ্চতা।

গ্রহাচার্য্য। আরও উঠ্‌তে হবে, পুত্র—আরও উঠ্‌তে হবে। তোমাদের জন্য নয়—আমাদের জন্য ! জন্ম-অপরাধে যদি সন্তানরা পতিত হয়, সে পাতিত্য সন্তানদের নয়—সে পাতিত্য তাদের পিতামাতার—জন্মের জন্য যারা দায়ী।

১ম কুমার। তবে আমাদের কর্ম্ম দেন্, পিতা! এতদিন ত জীবনটায় নিষ্প্রয়োজন, নিরবলম্বন, নিষ্ফল কাটিয়ে এসেছি, এইবার প্রয়োজন বুঝেছি—অবলম্বন পেয়েছি। বলুন—এখন আমাদের কর্ত্তব্য? এ বিরাট্ যজ্ঞে কি কর্‌তে হবে?

গ্রহাচার্য্য। কিছু না! আর যজ্ঞের বাকী কি? যজ্ঞ ত পূর্ণ! ঐ দেখ, আমার যজ্ঞেশ্বরী মা—ঐ শোন তার অগ্নি-নির্ব্বাপক মহামন্ত্র—"অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ; পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব!"

সকলে। [বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন]

গ্রহাচার্য্য। দেখ্‌তে পাচ্ছ না? শুন্‌তে পাচ্ছ না? পাবে না—পাবে না! শিশু তোমরা এখনও—মায়ের প্রতিমা দেখ্‌তে চাও, মায়ের একটু কোল পেলেই সন্তুষ্ট, মায়ের দুটো মিষ্টি সম্বোধনেই আত্মহারা! শিশুগণ! একটু বড় হও—চিরদিনটাই পুতুল খেলা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে? প্রতিমা দেখা ছাড়—স্বরূপ দেখ। ক্রিয়া দেখে অনুভব কর! ঐ যে দেখ্‌ছ—সৃষ্টিধ্বংসী হত্যাকাণ্ডে বিশ্বপ্লাবী রুধিরস্রাব, ঐ আমার মায়ের চাঁদমুখ! ঐ যে পলে পলে মৃত্যুর উদ্দাম লীলা, ঐ আমার মায়ের আদরের কোল! ঐ যে, একদিকে মার্ মার্, অন্যদিকে হাহাকার, ঐ আমার মাতৃ-কণ্ঠের কোমলে কঠোরে মেশানো বিশ্ব-সঙ্গীতের রাগিণী আলাপ!

সকলে। [ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে] মা! মা

গ্রহাচার্য্য। পিছু ডেকো না; মা মহাধ্যানে তন্ময়—মহান্ উদ্দেশ্যে উন্মত্ত—পিছু ডেকো না এ সময়! এস মায়ের সম্মুখে যাই!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

হতাশভাবে রেবত ও চঞ্চল দাঁড়াইয়াছিল

রেবত। কি হ'ল—চঞ্চল, কি হ'ল, ভাই? শত চেষ্টাতেও যে ব্যূহ-ভেদ কর্‌তে পার্‌লুম না! একা ইন্দ্র সহস্র হ'য়ে সহস্র দিক্ রক্ষা কর্‌ছে। আমরা যে দেখেছিলাম—সে কোন্ ইন্দ্র? এ ত সে নয়! তাকে নিয়ে করেছিলাম ছেলেখেলা!—এর সম্মুখীন হওয়া যে, কালেরও অসাধ্য! কি হ'ল, ভাই? কেমন ক'রে মুখ দেখাব? বারিদ সিংহকে বাঁচাবার যে আর কোন উপায় নাই।

চঞ্চল। দরকার নাই—দাদা, মৃত্যুর উপায় দেখি এস।

রেবত। সেই ভাল; দাঁড়িয়ে পরাজয় দেখার চেয়ে, তার পূর্ব্বে মৃত্যু—সেও সূর্য্যবংশের জয়!

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। সে জয়ের গৌরবও আজ তোমাদের ভাগ্যে নাই, সূর্য্যবংশীয়-দ্বয়! আমি তোমাদের মর্‌তে দেবো না—দাঁড়িয়ে পরাজয় দেখাব—বাঁচিয়ে রেখে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করাব!

রেবত। তা কি হয়, দেবরাজ? মৃত্যু ত নিজের মুঠোর মধ্যে।

ইন্দ্র। মন্ত্রে মুঠোর জিনিষও উড়ে যায়—সময়ে পুত্রও [illegible] হয়! শিশু তোমরা—বুঝ্‌বে না ততদূর।

চঞ্চল। তা না বুঝি, তবে এটা বুঝি—আমাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে গেলে দেবরাজেরও অমর-জীবনের আশা কম।

ইন্দ্র। ভুলে যাও—বালক, সে সব কল্পনা! সেদিন আর নাই তোমাদের। যতটুকু ক্ষমতা—আমি বুঝে নিয়েছি। তোমরা যা ক'রে আস্‌ছ, কর্‌ছ—এক অদৃশ্য মহাশক্তির চালিত। বালক, যে শক্তিতে তোমরা শক্তিমান্, আমিও সেই শক্তিরই শ্রেষ্ঠ সন্তান! ভুলে গিয়েছিলুম—আমি আপনাকে ভুলে গিয়েছিলুম—আমার আজন্মবিপদে বুক দেওয়া নিস্তারিণী মাকে! তাই স্বপ্নের মত একদিন একটা কী ক'রে ফেলেছি! আজ আমার সম্মুখীন হয় কে? আজ আমি ইন্দ্র—আজ আমি আবার মায়ের ছেলে!

রেবত। আমরাও যে কোল ছাড়া নই, দেবরাজ! মায়ের কোলে আমাদেরও সম্পূর্ণ অধিকার।

ইন্দ্র। বেশ, তবে দেখা যাক্—মা এবার কাকে তোলে, কাকে ফেলে?

চঞ্চল। যুদ্ধে প্রস্তুত হোন্।

ইন্দ্র। যুদ্ধ! কার সঙ্গে? তোমাদের সঙ্গে? আমার? বালক! এখনও কি তোমাদের সে স্বপ্নের ঘোর যায় নি? যুদ্ধ আবার কর্‌ব কি? এই অস্ত্র ত্যাগ কর্‌লাম। [অস্ত্র ত্যাগ] থাক তোমরা নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, গতিহীন, স্থির! দেখ, আমি কে? দেখ, মা কার?

[প্রস্থান।

রেবত। তাই ত! তাই ত! সত্যই ত গতিশক্তি হীন! সত্যই ত সর্ব্বাঙ্গ অচল! চঞ্চল—চঞ্চল—এইবার যে সব আশা-ভরসা গেল, ভাই!

চঞ্চল। মৃত্যু—মৃত্যু! সূর্য্যপুত্র তুমি—আমরাও সূর্য্যবংশধর! এস—এস—বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

আনর্ত্ত উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত। একি! তোমরা এখানে? সম্মুখে গর্ব্বিত সমর-আহ্বান, পরম মিত্র বারিদ সিংহ মৃত্যুর মুখে—তার পার্শ্বরক্ষী পৃষ্ঠপোষক তোমরা

এখানে? এ প্রান্তরে? কথা কচ্ছ না যে? ওকি, মুখ নত কেন? সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র-চিহ্নও ত দেখ্‌ছি! ও বুঝেছি, ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পার নি! কাপুরুষগণ, কি ব'লে দিয়েছিলাম? পরাজিত হ'লে—বেঁচে রইলে কেন? মর্‌তে পার্‌লে না?

রেবত। মৃত্যুও আজ আমাদের প্রতি বাম, পিতা!

চঞ্চল। আমাদের হত্যা করুন—আপনি আমাদের হত্যা করুন—আমরা আজ মৃত্যুর কাঙাল!

আনর্ত্ত। মৃত্যুর কাঙাল? থাক তোমরা কাঙালগণ—দীননেত্রে মৃত্যুর আকাশ-পথ চেয়ে! প্রয়োজন নাই আর তোমাদের সাহায্যে—আমি যাচ্ছি ও অগ্নিদুর্গে! শিক্ষা কর আরও কিছুদিন! বীরের মৃত্যু দৈবাধীন—সময়-সাপেক্ষ নয়—বীরের মৃত্যু ইচ্ছামত বরণের। [গমনোদ্যত]

অস্ত্র ধরিয়া ইন্দ্র পুনঃ উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। ভুলে যাও সে মরণ-মন্ত্র! তুমিও থাক ঐরূপ কাঙাল-দীননেত্রে ঐ মৃত্যুর বরপ্রার্থী হ'য়ে! [অস্ত্রত্যাগ]

আনর্ত্ত। কি হ'ল—কি হ'ল! হস্ত পদ আমার অকর্ম্মণ্য—শোণিত-প্রবাহ স্থির—হিম! আমি কে? কোথায় আমি? আমি জীবিত কি মৃত?

ইন্দ্র। জীবন্মৃত! তুমি কোথায় বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? মায়ের কোল হ'তে দূরে—ভূমে—ধূলায়! কে তুমি—চোখ মিলে চেয়ে দেখ—তুমি আর সে তুমি নাই! তোমার মধ্যে যেটুকু ছিল, তা আমি কেড়ে নিয়েছি! তুমি আজ যে আনর্ত্ত—সেই আনর্ত্ত—অতি ক্ষুদ্র—অতি দীন—অগ্নিহীন ভস্মস্তূপ—শরশূন্য তূণ!

আনর্ত্ত। দেবরাজ!

ইন্দ্র। দেবরাজ নই আজ—বিশ্বরাজ্যেশ্বরীর পুত্র! [প্রস্থান।

আনর্ত্ত। কি কর্‌লি—কি কর্‌লি, মা বিশ্বরাজ্যেশ্বরি? জগন্মাতা -আমরা আজ কি তোর অধিকার ছাড়া? কি অপরাধ করেছি, মা? এ আবার কি নূতন খেলা তোর? আমবা ত জয় চাই নি—আমাদের মৃত্যু দে!

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। কিছু চেয়ো না মায়ের কাছে! মা বোঝে—কোন্ সন্তানের কখন্ কি প্রয়োজন; প্রয়োজন হয়েছে তোমাদের এইরূপ হাত পা বেঁধে নাগপাশে ফেলে বারবার—বেঁধেছেন। এ মায়ের খেলা! নূতন নয়—চির পরিচিত। এই খেলাতেই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার। এই খেলাতেই ব্রহ্মময়ী লোকচক্ষুঃ হ'তে আপনাকে লুকিয়ে। এই খেলাই নিয়তি। ইন্দ্র কে? কতটুকু শক্তি তার? তুমিও যা—সেও তাই! হয়েছে আজ মায়ের খেলার ক্রীড়নক, তাই তার এ ছুটোছুটি! উঠে প'ড়ে, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে—হ'তে দাও! তোমরাও মায়ের সন্তান—ধিক্কৃত নও! তবে যে এ দুঃখ, মায়েব দেওয়া দুঃখ; দুঃখ নয়—দয়া—অনন্ত সুখ নিকট-বর্ত্তী! হাড়-ভাঙা হিমের পরই ফুল ফোটানো বসন্ত! মা সন্তানকে কাঁদায়, কি দেখ্‌তে জান? শিশুর সজল চক্ষের ওপর আকস্মিক হাসি বড় মিষ্টি! কি দেখ্‌ছ? অন্ধকার? ঐ অন্ধকার কিসের জান? মেঘের। এ মেঘ নিষ্ফল নয়—জল আস্‌বেই! শান্তিজল শুধু কি তোমাদের পিপাসা—জগতেরও ছট্‌ফটানি। [প্রস্থান।

আনর্ত্ত। জয়, মা মঙ্গলালয়া ইচ্ছাময়ি—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

যুধ্যমান বারিদ ও ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। অস্ত্র পরিত্যাগ কর—বারিদ, তুমি মুমূর্ষু!

বারিদ। কিন্তু এখনও মরি নাই।

ইন্দ্র। ইচ্ছা কর্‌লে এখনও তুমি বাঁচ্‌তে পার।

বারিদ। প্রয়োজন নেই—যুদ্ধ করুন।

ইন্দ্র। যুদ্ধ ত শেষ—এই দেখ ব্রহ্মাস্ত্র।

বারিদ। বেশ—আমারও বুক পাতা।

ইন্দ্র। কি বল্‌ছ, বারিদ? সম্মুখে মৃত্যু—দু'দণ্ড পরে নয় পশ্চাতে নয়—একটা পলকের সঙ্গে-সঙ্গে! এখনও তোমার চৈতন্য নাই—তুমি মর্‌বে?

বারিদ। মর্‌ব।

ইন্দ্র। এই বৃথা কার্য্যে?

বারিদ। জাতির সাহায্যে।

ইন্দ্র। জাতির সাহায্যে? ভ্রান্ত! সংসার চেনো না? যাদের জন্য এ অমূল্য জীবন পাত কর্‌তে বসেছ, ঐ দেখ—তারা নির্ব্বাক্, নিশ্চেষ্ট, প্রতীকার বিহীন একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে তোমার মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

বারিদ। করুক। আমি এসেছি ওদের সাহায্য কর্‌তে—সাহায্য নিতে নয়। ওদের ঐভাবে থাকাই আমার বাঞ্ছনীয়—গৌরব। ওরা যদি আমার মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করে, দেখুক এ আত্মত্যাগ—জাতীয়তায়। আমার মরণে যদি ওদের মঙ্গল হয়—হোক্ ওরা ধরাধামে সুখী! যতই স্বার্থপর হোক্ ওরা, এ আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না—ওরা আমি একজাতি! উপদেশ আর দেবেন্ না—দেবরাজ, দেন্ আমায় মৃত্যু।

ইন্দ্র। [সগৌরবে মুক্তকণ্ঠে] তুমি বেঁচে থাক, এ অপূর্ব্ব জাতীয়তার এমন প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমাদের মধ্যেও পাই না, বারিদ; তুমি বেঁচে থাক দীর্ঘজীবী হ'য়ে! তোমায় মৃত্যু দিতে পার্‌লুম না আমি। দয়ায় নয়—পরাজিত হ'য়ে।

বারিদ। [সাশ্চর্য্যে] পরাজিত হ'য়ে!

ইন্দ্র। হাঁ, পরাজিত হ'য়ে! বারিদ, যে জাতির জন্য—তোমরা মানবজাতি আজ চিরদিনের শত্রুতা—উচ্চ-নীচের ভেদ—মান-অপমানের অভিমান সব দূরে দিয়ে, একজনের খড়্গাঘাত আর একজন ঘাড় পেতে নিচ্ছ—নিতান্ত পর আপনার হয়েছ—সেই জাতিকে—আমরা দেবতা জাতি, তুচ্ছ কি একটা সমাজগত বৈষম্যে জাতিভ্রষ্ট--বিতাড়িত—তোমাদের দ্বারস্থ করেছি—নিতান্ত আপনারকে পর ক'রে বসেছি। আমরা পরাজিত—তোমাদের বাহুবলে না হ'লেও তোমাদের হৃদয়ের বলে।

গ্রহাচার্য্য। [নেপথ্য হইতে] জল নেমেছে—জল নেমেছে—মায়ের ঢালা শান্তিজল মুষলধারে নেমেছে!

ইন্দ্র। আর তোমরা—সূর্য্যবংশধর তোমরা—অনাথ-আশ্রয়, বিপন্ন-রক্ষক, আত্মত্যাগী, জগতের শিক্ষাব স্থল, নির্ভীক, প্রকৃত বীর—তোমরা মুক্ত। তোমাদের আমি নাগপাশে বদ্ধ করেছিলাম। এস—বাসবের আলিঙ্গনে বদ্ধ হও। আর শুধু মুক্ত নও—তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ। আমি স্বীকার করছি—আজ হ'তে অশ্বিনীকুমাররা আমাদের তুল্য যজ্ঞাংশের অধিকারী—তোমরা জয়যুক্ত!

অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সহ ভগবতীর আবির্ভাব।

ভগবতী। যথার্থই তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান!

ইন্দ্র। মা! মা! আমায় ভুলিয়ে রেখেছিলি, মা?

ভগবতী। ধর—বৎস, আদরে সংজ্ঞাকুমারদের।

ইন্দ্র। এস, প্রাণাধিকগণ!

অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

ইন্দ্র। জয়যুক্ত হও! যত কষ্টই পাও, ভুলে যাও; দোষ কারও নাই—সুখ দুঃখ, মান-অপমান সবই ওঁরই দেওয়া।

গ্রহাচার্য্য পুনঃ উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। তবে এস ত—এস ত—দেবরাজ, আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীতে মিলে এইবার ওঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করি! সুখ দুঃখ যখন ওঁরই দেওয়া, বিপ্লব শান্তি যখন ওঁরই ইঙ্গিতে, আমাদের এ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের ভিতর সব রকমেই যখন ঐ সর্ব্বনাশীই—তুমি ওঁর একদিকে দাঁড়াও, আমি একদিকে দাঁড়াই; তুমি ছাড় অগ্নিময় তোমার বাছা বাছা অস্ত্র—আমিও ছাড়ি অশ্রুময় আমার যা কিছু প্রাণের; মরুক্ বেটী মাঝে প'ড়ে ছট্‌ফটিয়ে—হাসি আমরা হাল্‌কা হ'য়ে—যত জ্বালা ওঁর গায়ে ঢেলে দিয়ে!

ভগবতী। পুত্র—বৎস—

গ্রহাচার্য্য। রাখ্ তোর মায়া—রাখ্ তোর মনরাখা সাধা আদর—আজ আর কিছুতেই অব্যাহতি নাই তোর! অন্তর্ধূম অনেকদিনের রুদ্ধ আছে, আর চাপা থাকে না—সে সহস্রমুখে ছোট্‌বার সুযোগ পেয়েছে! বল্—বল্ বেটী তুই কে?

ভগবতী। কি দেখ্‌ছ?

গ্রহাচার্য্য। কি দেখ্‌ছি? এখন? তা' হ'লে আগে হ'তে বল্‌তে হয়। আগে দেখেছিলাম—তুই বারিসম্পাতপরিপূর্ণ, বজ্রঝঞ্ঝাবিদ্যুন্মালা-বিলসিত ভয়ঙ্করী কাল-রাত্রি! এখন দেখ্‌ছি—সেই ছিন্নবসনা, শিথিল কবরী, সর্ব্বহারা নৈশ প্রকৃতির দীর্ণ বক্ষ জোড়া দিয়ে, ম্লান অধরে উদয়মানা উষার হাসি! আগে দেখেছিলাম—তুই অতৃপ্ত শোণিত-পিপাসাতুরা, ছিন্নমস্তা ঘোরা; এখন দেখ্‌ছি—স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়া, অমৃতপরিবেশনা অন্নপূর্ণা ধীরা! আগে দেখেছিলাম—তুই অভাবের হাহাকার, এখন দেখ্‌ছি—পূর্ণত্বের প্রণব-ঝঙ্কার! আগে দেখেছিলাম—পিশাচী, এখন দেখ্‌ছি—মা! যা, খুব বেঁচে গেলি—আর যুদ্ধ হ'ল না—মা ব'লে ফেলেছি। তোর ঐ একটা চমৎকার বাহাদুরি—মনে করি,

তোর পানে খুব কট্‌মটিয়ে চাইব, কিন্তু দেখ্‌লেই চোখ জলে ভ'রে আসে। মনে করি, খুব কড়া কড়া বল্‌ব, জিব্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে মা ব'লে ফেলে! যা, এই একটা কাটান্‌-বাণ নিয়েই তুই সর্ব্বজয়ী! তবে এটা না ব'লে থাক্‌তে পার্‌ছি না—আগুন জ্বাল্‌লি ত এত শীঘ্র শান্তি কর্‌লি কেন? এখনও যে সৃষ্টি রয়েছে।

ভগবতী। বৃথা দোষারোপ কর্‌ছ আমার ওপর, পুত্র! আগুন জ্বালানোও আমার নয়, নেবানোও আমার নয়—আমি ও দ্বন্দ্ব হ'তে অনেক দূরে! এ আগুন জ্বালিয়েছে—আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার; নেবাচ্ছে ঐ শোন মন্ত্রপাঠে মহাঋষি চ্যবন—শর্য্যাতি-যজ্ঞে হোতা! আর কি বিশ্বে এ বিপ্লবাগ্নি স্থান পায়? শান্তি—শান্তি—শান্তি!

গ্রহাচার্য্য। সেখানেও তুই—এখানেও তুই! আমাদের আত্মম্ভরিতা অহঙ্কারে রণোন্মত্তা প্রলয়ঙ্করী তুই—আবার চ্যবনের মন্ত্র মধ্যে অদৃশ্য মহা-শান্তি তুই! তুই-ই একাধারে সকল শক্তির সম্মেলন—সর্ব্ব প্রাণপাতের বিরাম-কুঞ্জ!

ভগবতী। ইন্দ্র, চিন্‌তে পেরেছ—এ কে?

ইন্দ্র। সম্মুখে তুমি চিন্ময়ী চৈতন্যদায়িনী—আর কি চোখে ধাঁধা থাকে, মা? দিবাকর, আলিঙ্গন দাও! [আলিঙ্গন]

ভগবতী। যাও—এইবার সকলে মিলে চ্যবনের আহ্বানে শর্য্যাতির শান্তি-যজ্ঞে যাও!

[অন্তর্দ্ধান।

সকলে। জয় মা শান্তিময়ি—জয় মা জগজ্জননি!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ড ; একপার্শ্বে শর্য্যাতি ও অন্য পার্শ্বে
মহর্ষি চ্যবন উপবিষ্ট ছিলেন। ঋত্বিক্‌গণ
মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে
আহুতি দিতেছিলেন

ঋত্বিক্‌গণ। ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা!

চ্যবন। সিদ্ধিদাতা গণেশের ধ্যান কর, ঋত্বিক্‌গণ—আহুতি দাও।

ঋত্বিক্‌গণ। ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং; বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং, ওঁ গণেশাদি পঞ্চদেবেভ্যো স্বাহা!

শর্য্যাতি।' মহর্ষি, এখনও যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গেল না যে?

চ্যবন। যুদ্ধের সংবাদ শুভ, মহারাজ! ঋত্বিক্‌গণ! দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান কর—আহুতি দাও।

ঋত্বিক্‌গণ। বন্ধুকাভাং ত্রিনেত্রাং শশিসকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহন্তং হস্তৈঃ শূলংকপালং বরদমভয়দং চারুহারং ভজামি, ওঁ তৎপুরুষায় মহাদেবায় স্বাহা!

শর্য্যাতি। ঋষিবর! বল্‌তে কি, আমার মধ্যে যেন এই শুভাশুভ চিন্তার ভীষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে।

চ্যবন। সংবাদ শুভ, মহারাজ! ঋষিবাক্য—নিশ্চিন্ত হোন্! ঋত্বিক্‌গণ, নারায়ণের ধ্যান কর।

ঋত্বিকৃগণ। ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ—

শর্য্যাতি। মার্জ্জনা কর্‌বেন, মহর্ষি, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছি না। আমি যেন প্রতি মুহূর্ত্তে দেখ্‌ছি—একা ইন্দ্র সহস্র হ'য়ে রণস্থল জুড়ে দিগ্দাহী কালানল জ্বেলেছে। আমার বিশাল সৈন্যকটক পতঙ্গ-শ্রেণীর মত ঘুরে ঘুরে তাতে পুড়্‌ছে।

চ্যবন। নিশ্চিন্ত হোন্, মহারাজ; রণস্থলের একটী তৃণাঙ্কুরেরও অনিষ্ট হয় নাই। আপনার ঐ কল্পনার চক্ষু আর একটু বিকাশ করুন; দেখ্‌তে পাবেন—ইন্দ্র যেমন একদিকে দিগ্দাহী কালানল জ্বেলেছে, চ্যবনের বেদমন্ত্রও তেমনি অন্যদিকে শান্তির দিগন্তব্যাপী প্রবাহ ছুটিয়েছে। [ঋত্বিকৃগণের প্রতি] আহুতি দাও—ওঁ অচ্যুতং পুণ্ডরীকাক্ষং অনন্ত-রূপিণে বিষ্ণবে স্বাহা!

ঋত্বিকৃগণ। ওঁ অচ্যুতং পুণ্ডরীকাক্ষং অনন্তরূপিণে বিষ্ণবে স্বাহা!

শর্য্যাতি। [দৃঢ় হইয়া] যাক্ আমার সৈন্য-কটক, যাক্ পুত্র পৌত্র, আত্মীয় বান্ধব! ঋষিবর, আমার আশ্রিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞাহুতি লাভ কর্‌বে ত? যজ্ঞে কোন বিঘ্ন হবে না ত?

চ্যবন। যজ্ঞ-বিঘ্ন! শর্য্যাতি-যজ্ঞ! যে যজ্ঞের হোতা চ্যবন—যার উদ্দেশ্য পতিতোদ্ধার?

জনৈক দূত উপস্থিত হইল।

দূত। মহারাজ!

শর্য্যাতি। [আগ্রহাতিশয়ে] যুদ্ধস্থল হ'তে আস্‌ছ? সংবাদ কি? বল—বল—নির্ভয়!

দূত। মহারাজ—

শর্য্যাতি। বল—

দূত। বীরবর আনর্ত্ত, কুমার রেবত চঞ্চল নাগ-পাশে আবদ্ধ!

শর্য্যাতি। [আসন হইতে উঠিয়া] নাগপাশে আবদ্ধ? কুমারগণ? সূর্য্যবংশধরগণ? ইন্দ্র-রণে? দূত—একি সত্য? একি সম্ভব?

দূত। আমি স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি—মহারাজ, এ ইন্দ্র যেন সে ইন্দ্র নয়!

শর্য্যাতি। কোন্ ইন্দ্র এ, দূত? ইন্দ্র বল্‌তে আমি ত জান্‌তাম—এক ইন্দ্র দৈত্য-রণে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে একদা এই শর্য্যাতির পূর্ব্বপুরুষ—এই সূর্য্যবংশের দ্বারস্থ হয়েছিল। বৃষরূপ ধারণ ক'রে সেই রবিকুলপ্রদীপকে রণস্থলে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল—তাঁর বাহুবলে, তাঁর অনন্ত অনুগ্রহে স্বর্গ উদ্ধার ক'রে জগতে আবার ইন্দ্র হয়েছিল। একি সে ইন্দ্র নয়? না সেই ইন্দ্রই আজ বলবান্ হয়েছে—কার্ম্মুকে নাগপাশ জুড়্‌তে শিখেছে! আজ আর স্মরণ নেই—সে লালায়িত কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রয় প্রার্থনার দিন। দূত, আমার সারথিকে সংবাদ দাও রথ প্রস্তুত কর্‌তে—এই মুহূর্ত্তে! শর্য্যাতি দেখ্‌বে এ কোন্ ইন্দ্র! দেখ্‌বে এ কুকুৎস্থ পুত্র—কেমন তার নাগপাশ! মহর্ষি—

চ্যবন। কোথা যাবেন, মহারাজ? ইন্দ্রকে যদি দেখ্‌বারই প্রয়োজন হয়, রণস্থলে যেতে হবে কেন? এই যজ্ঞস্থলেই এনে দেবে চ্যবন। সে শক্তি না থাকলে, সে সমগ্র দেবতার বিরুদ্ধে অশ্বিনীকুমারদের যজ্ঞাহুতি দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে শর্য্যাতি-যজ্ঞে হোতার আসন গ্রহণ কর্‌ত না। কিন্তু আর তার প্রয়োজন হবে না, মহারাজ! ব্রাহ্মণের জ্বালিত যজ্ঞানল-শিখা রণস্থলের সকল কলহ—অশান্তি ভস্ম ক'রে দিয়েছে। বিপ্রকণ্ঠোচ্চারিত বেদমন্ত্রধ্বনি প্রতিবাদী বিশ্বের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে আগ্নেয় মর্ম্মস্থল হ'তে মন্দাকিনীর উৎস ছুটিয়েছে! যেতে হবে না, মহারাজ!

আপনার পুত্র-পৌত্র নাগপাশমুক্ত—বজ্রধর ইন্দ্রের আলিঙ্গিত। ব্রাহ্মণের বৈদিক যজ্ঞ অশান্তি হাহাকার, হিংসা-প্রতিহিংসার কণ্টকক্ষেত্র নয়—আনন্দ শান্তির উর্ব্বরভূমি!

গ্রহাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

গ্রহাচার্য্য। শান্তি—শান্তি—শান্তি! এখনও তোমার ভ্রান্তি, মহারাজ শর্য্যাতি? যে যজ্ঞে মঙ্গলময় মহর্ষি চ্যবন হোতা, সে যজ্ঞে বিঘ্ন! সব বিঘ্ন জল হ'য়ে গেছে—রাজা, যজ্ঞানল জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গেই! বজ্রে শৈত্যগুণ ধরেছে—বাসব আলিঙ্গন দিয়েছে—মঙ্গলময়ী মা ছুটে এসেছে—উধাও আলুথালু হ'য়ে! দাও—দাও—ঋষি, আহুতি! কর—ঋষি, মন্ত্রপাঠ! ইন্দ্রাদি দেবতারা প্রতীক্ষা ক'রে আছেন—আপনারা ধন্য হবার জন্য; তোমার আহ্বানে প্রকাশ হ'য়ে স্ব স্ব সোমভাগ নেবার জন্য।

চ্যবন। এস তুমি ইন্দ্র—যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হও! ইন্দ্রাদি দশদিক্-পালেভ্য স্বাহা!

ঋত্বিকৃগণ। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্য স্বাহা! [আহুতি দান]

ইন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

ইন্দ্র। সন্তুষ্ট—সন্তুষ্ট আমরা অমরমণ্ডলী। মার্জ্জনা কর, আমায়—ঋষি, আমি অপরাধী।

চ্যবন। তুমি নির্দ্দোষ! তুমি দেবরাজ—তুমি বিশ্বসৃষ্টির উচ্চে।

ইন্দ্র। তুমি ব্রাহ্মণ—তুমি ঋষি—তুমি বিশ্বসৃষ্টির অতীত! দাও—ব্রাহ্মণ, অশ্বিনীকুমারদের আহুতি; আমরা জগৎ-সমক্ষে তাদিগে আমাদের বুকের মাঝে টেনে নিই।

চ্যবন। ঋত্বিকৃগণ, আগে তোমরা আদিত্যদেব সূর্য্যের ধ্যান কর।

ঋত্বিকৃগণ। ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্—

গ্রহাচার্য্য। থাক্—থাক্—আর ধ্যান কর্তে হবে না—ডাকতে হবে না আর তাকে—সে বহুদিন হ'তেই উপস্থিত। দাও দাও আহুতি—হাত পেতেছে সে।

শর্য্যাতি। [বিস্ময়-ঔৎসুক্যে] কে ? কে ? কে তুমি ?

গ্রহাচার্য্য। আমি—আমি—তোমার গ্রহাচার্য্য, রাজা !

শর্য্যাতি। গ্রহাচার্য্য—তুমি ? গ্রহাচার্য্য—তুমি ? এখনও আমায় ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখ্তে চাও ? আমি যে, এবার তোমার সর্ব্ব অবয়বে সর্ব্বপাপঘ্ন মহাদ্যুতি দেখ্তে পেয়েছি। গ্রহদেব, করেছেন কি ? গ্রহাচার্য্য সেজে শর্য্যাতিকে মহাপাপে ডুবিয়ে দিয়েছেন ? আমি যে আপনাকে সামান্য মানব জ্ঞান ক'রে পদে পদে অমর্য্যাদা ক'রে এসেছি। আমার এ গ্রহের শান্তি কি ? কুল-পিতা, পায়ে ধরি—আপনার কুল-পুত্রের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্—অপরাধের দণ্ড দেন্।

গ্রহাচার্য্য। দণ্ড দেবো ? হাঁ, তাই দেবো ! ওঠ—শর্য্যাতি, তোমার দণ্ড এই আমার আদরের কোল আমার প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ—আমার সর্ব্বরোগসংহন্তৃ শিরশ্চুম্বন ! [বক্ষে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন]

চ্যবন। আহুতি দাও—ঋত্বিক্‌গণ, আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্য স্বাহা !

ঋত্বিক্‌গণ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্য স্বাহা ! [আহুতি দান]

চ্যবন। এইবার এস তোমরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়—যজ্ঞাহুতি গ্রহণ কর। আহুতি দাও—অশ্বিনীকুমারভ্যাম স্বাহা !

ঋত্বিক্‌গণ। অশ্বিনীকুমারভ্যাম স্বাহা ! [আহুতি দান]

অশ্বিনীকুমারদ্বয় আবির্ভূত হইলেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। সফল—সফল—আজ আমাদের দেবজন্ম, ঋষি !

ইন্দ্র। এস, তোমরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়—আমাদের দেবতার আসনে। আমি দেবরাজ ইন্দ্র—সমাদরে আহ্বান কর্‌ছি।

গ্রহাচার্য্য। এইবার তোমরা মাকে ডাক—মাকে ডাক—ঋষিগণ, আমার যজ্ঞেশ্বরী মাকে ডাক!

চ্যবন। ডাক—ঋত্বিক্‌গণ, সর্ব্বমঙ্গলালয়া সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপিণী সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরী মাকে! বল, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ!

ঋত্বিক্‌গণ। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ!

চ্যবন। বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং মৃগপতি স্কন্ধস্থিতাং,
কাত্যায়নীং দশভুজাং দুর্গাং ত্রিনয়নাং ভজে।
বন্ধুককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং,
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীং ॥

ঋত্বিক্‌গণ। [আবৃত্তি করিলেন]

চ্যবন। ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং,
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্ ॥

ঋত্বিক্‌গণ। [আবৃত্তি করিলেন]

শূন্যে ভগবতী আবির্ভূতা হইলেন।

সকলে। মা! মা!

ভগবতী। যজ্ঞ পূর্ণ! যজ্ঞ পূর্ণ! যজ্ঞ পূর্ণ!

সকলে। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে! [প্রণাম]

[যবনিকা।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়স্পর্শী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১৷৷৹

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, মকরকেতন, চন্দ্রকেতু, নীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলের যশের অভিনয়, বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, রঞ্জনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টীতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতুল যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী-অপেরাপার্টীর বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, দয়ালচাঁদ, রঞ্জিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

সৎমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গজেন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়মণী, শান্তা, দুর্ল্লতা সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদনমোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৵০ আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথরাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে॥ ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—ছুশো মজা! মূল্য ।০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৵০ আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।